রাষ্ট্রবিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

ভাগ - ১ ও ২

দ্বাদশ শ্রেণি

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়,
খোয়াই জেলা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি তৈরি করেছেন

কল্যাণ দাস, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রী অজয় পাল, শিক্ষক

ড. প্রদীপ দে, শিক্ষক

শ্রীমতী রশ্মিতা দেব, শিক্ষিকা

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ ঃ সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি

১	ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কাল	০৯
২	দুই মেরুর সমাপ্তি	১৫
৩	বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব	১৯
৪	ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্রবিন্দু	২৪
৫	সমকালীন দক্ষিণ এশিয়া	২৮
৬	আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ	৩৩
৭	সমকালীন বিশ্বে নিরাপত্তা	৩৭
৮	পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৪১
৯	বিশ্বায়ন	৪৫

দ্বিতীয় ভাগ ঃ স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজনীতি

১	রাষ্ট্র নির্মাণের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ	৪৯
২	একদলীয় আধিপত্যের যুগ	৫৩
৩	পরিকল্পিত উন্নয়নের রাজনীতি	৫৭
৪	ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক	৬১
৫	কংগ্রেসি ব্যবস্থার সমস্যা ও তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৬৪
৬	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট	৬৮
৭	গণআন্দোলনের উত্থান	৭২
৮	আঞ্চলিক প্রত্যাশা	৭৬
৯	ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক ঘটনাবলি	৮০
	আদর্শ প্রশ্নপত্র	৮৪

সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি

প্রথম ভাগ

অধ্যায় - ১ ঃ ঠান্ডাযুদ্ধের সময়কাল

সারমর্ম ঃ ক্যারিবিয়ান উপসাগরে অবস্থিত কিউবা হল একটি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র। কমিউনিস্ট শাসিত কিউবার রাষ্ট্রপতি ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এক চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় মাঝারি ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র, মিগ-২১ এবং জেট বোমারু বিমান সরবরাহ করে। কিউবায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠান্ডা লড়াই রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ফলে উভয় শক্তিজোটের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যা 'কিউবা মিসাইল সংকট' নামে পরিচিত। পরিশেষে মার্কিন ও সোভিয়েত-উভয় দেশের রাষ্ট্রনেতাদের দূরদর্শিতায় বিশ্ববাসী পারমাণবিক যুদ্ধের ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত পুঁজিবাদী জোট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক জোটের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত বিরোধে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা যুদ্ধ নয় শান্তিও নয় - তাকেই ইতিহাসে 'ঠান্ডা' যুদ্ধ বলা হয়।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক জোট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী জোট এর মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার দৌড় শুরু হয়েছিল। এতে বিপরীত-মুখী দুটি জোটের নেতৃত্বে থাকায় সমগ্র বিশ্ব দুটি মেরুতে বিভক্ত হয়। পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয়। আর পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি বেশির ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ অবলম্বন করে।

দুই মহাশক্তিধর জোটের মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও তা কখনো নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করেনি। কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং আফগানিস্তানের মতো দেশগুলোতে সংগঠিত সংঘর্ষে ব্যাপক জীবনহানি হলেও সমগ্র পৃথিবী একটি পারমাণবিক যুদ্ধ এড়াতে পেরেছিল।

সুকর্নো, নক্রুমা, টিটো, জওহরলাল নেহেরু এবং নাসের - এই পাঁচ নেতা নির্জোট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে নির্জোট আন্দোলনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বেলগ্রেডে। এই আন্দোলন দুই শক্তিধর জোটের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে এবং তাদের ভালো কাজের সমর্থন করবে, অন্যায় কাজের বিরোধিতা বজায় রাখবে বলে ঠিক হয়। দীর্ঘ দিন ঠান্ডা যুদ্ধ চলাকালীন নির্জোট আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছে তৃতীয় বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়।

নির্জোট-ভুক্ত দেশগুলোর বেশিরভাগ রাষ্ট্রই ছিল স্বল্পোন্নত। ফলে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে (আলজিয়ার্স) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ অধিবেশনে NIEO গঠনের জন্য সাধারণ সভা তার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। NIEO হল একটি প্রস্তাব যাতে স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজস্ব পথে উন্নয়ন করে দারিদ্র্য মোচন করতে পারে।

ঠান্ডা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরস্পর বিরোধী মহাজোটের সঙ্গে গভীর যোগাযোগের মাধ্যমে মীমাংসাকারীর ভূমিকা পালন করত। দুই জোটের মধ্যেকার পার্থক্যগুলোকে হ্রাস করার ব্যাপারে ভারত সক্রিয় ছিল।

নীচের প্রশ্নগুলোর একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও :- **মান - ১**

১) ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কাল কত বছর?

উঃ- ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কাল ছিল **১৯৪৫-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ** পর্যন্ত, ৪৬ বছর।

২) ঠান্ডা যুদ্ধের অন্যতম নেতৃত্ব প্রদানকারী দেশ কোন্‌টি?

উঃ- ঠান্ডা যুদ্ধের অন্যতম নেতৃত্ব প্রদানকারী দেশ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৩) ঠান্ডা যুদ্ধ শব্দটি প্রথম কে প্রয়োগ করেন?

৪) NATO-**র পুরো নাম কি?**

৫) কোথায় প্রথম ঠান্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়?

৬) 'The Cold War' গ্রন্থটির লেখক কে?

৭) কোন্ দুই জোটের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই হয়?

৮) নির্জোট আন্দোলনের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৯) দ্বাদশ নির্জোট শীর্ষ সম্মেলনের উদ্ভোদক কে ছিলেন?

১০) কিউবা সংকটের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

১১) কিউবা সংকটের সময় কিউবার প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

১২) দাঁতাত কী?

১৩) দাঁতাত নীতির প্রবক্তা কে?

১৪) কে বার্লিন অবরোধ শুরু করেন?

১৫) SEATO-এর পুরো নাম কী?

১৬) কবে ট্রুম্যান নীতি ঘোষিত হয়?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :- **মান - ১**

১) NATO গঠিত হয় -

(ক) ৩ মার্চ, ১৯৫০, (খ) ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯, (গ) ৫ জন, ১৯৫৫, (ঘ) এগুলির কোনটিই নয়।

উঃ- NATO গঠিত হয় - ৪ এপ্রিল, **১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে**।

২) ঠান্ডা যুদ্ধের একটি কারণ-

(ক) বিশ্ব দারিদ্র্য, (খ) জাতিপুঞ্জের জন্ম, (গ) **কমিউনিস্ট ভীতি**, (ঘ) বর্ণবৈষম্য নীতি।

উঃ- ঠান্ডা যুদ্ধের একটি কারণ - **কমিউনিস্ট ভীতি**।

৩) ঠান্ডা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান নেতৃত্ব প্রদানকারী দেশ -

(ক) ভারত, (খ) যুগোশ্লাভিয়া, (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (ঘ) ইরান।

৪) ঠান্ডা যুদ্ধের প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন -

(ক) জওহরলাল নেহেরু, (খ) স্তালিন, (গ) চার্চিল, (ঘ) নাসের।

৫) ঠান্ডা যুদ্ধের সাথে জড়িত বক্তৃতাটি হল -

(ক) লন্ডন বক্তৃতা, (খ) ফুলটন বক্তৃতা, (গ) উদ্বোধনী বক্তৃতা, (ঘ) কোনটিই নয়।

৬) বেলগ্রেড সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা -

(ক) ৩৫টি, (খ) ২৮টি, (গ) ২৫টি, (ঘ) ৩২টি।

৭) কিউবার মিসাইল সংকটের সময় ছিল -

(ক) ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে।

৮) নির্জোট আন্দোলনে ইউরোপীয় রাষ্ট্র -

(ক) যুগোশ্লাভিয়া, (খ) বুলগেরিয়া, (গ) চেকোশ্লোভাকিয়া, (ঘ) রোমানিয়া।

৯) SEATO-প্রতিষ্ঠিত হয় -

(ক) ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে।

১০) 'Peace has no alternative' -এর প্রবক্তা -

(ক) জর্জ ডব্লিও বুশ, (খ) হ্যারি ট্রুম্যান, (গ) মিখাইল গর্বাচেভ (ঘ) হেনরি কিসিংগার।

১১) 'গ্লাসনস্ত' এবং 'পেরেস্ত্রৈকা' প্রবর্তন করেন -

(ক) বরিস ইয়েলৎসিন, (খ) জোসেফ স্তালিন, (গ) ভি.আই. লেনিন, (ঘ) মিখাইল গর্বাচেভ।

১২) MEDO-এর সদস্য নয় -

(ক) ব্রিটেন, (খ) ইরাক, (গ) পাকিস্তান, (ঘ) ভারত।

১৩) নির্জোট আন্দোলনের রূপকার হলেন -

(ক) জর্জ ডব্লিও বুশ, (খ) জওহরলাল নেহেরু, (গ) সাদ্দাম হোসেন, (ঘ) চৌ-এন-লাই।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (প্রতিটি ৮০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৪**

১। ঠান্ডা যুদ্ধ অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এই দুটোকে জন্ম দিয়েছে - এর পেছনে কারণ কী ছিল?

উঃ- ঠান্ডা যুদ্ধের কালে দুই শক্তিধর মহাজোট যার একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্ত্র উৎপাদন ও প্রসারে ব্যস্ত ছিল।

উভয় শক্তি জোটের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে, তারা একে অপরের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। পরস্পরের প্রতি এই অবিশ্বাস ও সন্দেহ থেকেই তারা নিজেদের মতো করে অস্ত্র উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় নামে। এছাড়া পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভার ও ভান্ডার নিজেদের আয়ত্তে থাকলে সুরক্ষিত থাকবে এবং শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে পারবে । **উভয় শক্তিজোট** দেশগুলির সমর্থন ও বন্ধুত্ব আদায়ে ব্যস্ত ছিল।

কিন্তু একটি সর্বাত্মক পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কায় **বিশ্ব** ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। এই অবস্থায় দুই শক্তিজোটের প্রধানরা নিজেদের দূরদৃষ্টির দ্বারা বুঝতে পেরেছিল যে আণবিক যুদ্ধ উভয়ের পক্ষে আত্মঘাতী হবে। কেউই সেই যুদ্ধে জয়লাভ করবে না; বরং জীবন ও সম্পত্তির ধ্বংস হবে। তাই তারা অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্বাক্ষর করেন - 'NPT' এবং 'Anti Ballistic Treaty' চুক্তিতে।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) শক্তিধর রাষ্ট্রজোটে ছোটো ছোটো রাষ্ট্রগুলিকে অন্তর্ভুক্তির কারণ লিখ।

প্রশ্ন ঃ (৩) কিউবা সংকটের ফলাফল লেখো।

প্রশ্ন ঃ (৪) জওহরলাল নেহেরুকে বিশ্বনাগরিক বলা হয় কেন?

প্রশ্ন ঃ (৫) বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সুপারিশগুলি লেখো?

প্রশ্ন ঃ (৬) নির্জোট আন্দোলনে ভারতের অংশগ্রহণের পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি করে যুক্তি দাও?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (প্রতিটি ১৫০ টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৬**

১) ঠান্ডা যুদ্ধের কারণগুলো আলোচনা করো।

উঃ- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী জোট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক জোট -এর মধ্যে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে যে যুদ্ধ অথচ যুদ্ধ নয় এমন আশঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা 'ঠান্ডা যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

ঠান্ডা যুদ্ধের পেছনে যেসব কারণ ছিল, সেগুলো হল -

১) অর্থনৈতিক স্বার্থ ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ছিল পুঁজিবাদী, অপর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি ছিল সমাজতান্ত্রিক যা নিয়ন্ত্রণ করত রাষ্ট্র। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য পরস্পর ঠান্ডা লড়াই-এ সামিল হয়।

২) ইউরোপে সমাজতন্ত্রের প্রসার ঃ- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগে এবং পরেই পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ইউরোপে **কমিউনিস্ট** পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, যা ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য দায়ী।

৩) পারস্পরিক অবিশ্বাস ঃ- গ্রীসে বিজয়ী সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা যুদ্ধ শুরু করলে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে বিরোধ ঘটে। ব্রিটেন মার্কিন সাহায্য প্রার্থনা করলে পুঁজিবাদী জোট মার্কিন শক্তিবর্গের অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় সোভিয়েত জোটের প্রতি।

৪) বিরোধী প্রচার ঃ- ফুলটন বক্তৃতা, ট্রুম্যান নীতি, মার্শাল পরিকল্পনা এবং সেনেটে সোভিয়েত নীতির বিরুদ্ধে

অভিযোগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ায় উভয় জোটের ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়।

৫) জার্মান সমস্যা ঃ যুদ্ধের কারণে জার্মানি দুভাগে বিভক্ত - পূর্ব ও পশ্চিম **জার্মানি**। পূর্ব **জার্মানিতে** গণতন্ত্র এবং পশ্চিম **জার্মানিতে কমিউনিস্ট** শাসন। বার্লিন বিভক্ত ও এয়ার লিফটের ঘটনা সোভিয়েতের সঙ্গে মার্কিন বিরোধ তীব্র করে তুলেছিল।

৬) গোপন পরমাণু শক্তি ঃ পারমানবিক শক্তির উপর মার্কিন জোট চরম গোপনীয়তা বজায় রাখে। সোভিয়েত নেতা স্তালিন এই গোপনীয়তাকে বিশ্বাস-ঘাতকতা বলেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন পরমাণু গোপনীয়তাকে হুমকি স্বরূপ নিয়েছিল, যা ঠান্ডা যুদ্ধের একটি কারণ।

দুই মহাশক্তিধর জোটের মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও তা কখনো নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করেনি।

প্রশ্ন — ২

বর্তমান সময়ে নির্জোট আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর।

উঃ- বিগত শতাব্দীর শেষদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পর দ্বি-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বরাজনীতির পরিবর্তে এক মেরুকেন্দ্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকের দিনে সবক্ষেত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এছাড়া বর্তমানে নেহেরু, নাসের, সুকর্ণ, টিটো, নক্রুমা প্রমুখ নেতৃত্বের অভাবে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে। পশ্চিমী আদর্শবাদী চিন্তাবিদদের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দ্বিমেরুকেন্দ্রিকতার অবসান হয় এবং এর ফলে নির্জোট আন্দোলনও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

তাসত্ত্বেও বর্তমানে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাস্তববাদী তাত্ত্বিকগন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সমর্থনে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন —

ক) মার্কিন প্রভুত্বের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ — বর্তমান বিশ্বে মার্কিন একক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রধান রক্ষাকবচ হলো জোটনিরপক্ষে আন্দোলন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে উপসাগরীয় যুদ্ধ, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে বসনিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণ, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ইরাক আক্রমণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি মার্কিন ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে।

খ) সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ — বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আন্দোলন একটা বিশ্ব আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সমগ্র মানবজাতিকে সন্ত্রাসবাদের কালোছায়া থেকে মুক্ত করার জন্য জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি দ্বাদশ (১৯৯৮), ত্রয়োদশ (২০০৩), চতুর্দশ (২০০৬), পঞ্চদশ (২০০৯) সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

গ) নিরস্ত্রীকরণ — নিরস্ত্রীকরণ বিশেষতঃ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কায়রো সম্মেলন (১৯৬৪), দিল্লী সম্মেলন (১৯৮৩), হারারে সম্মেলন (১৯৮৬), ডারবান সম্মেলন (১৯৯৮) প্রভৃতি সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে আবার সিটিবিটি-র বৈষম্যমূলক ধারাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ঘ) নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধীতা — জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বৃহৎশক্তিগুলির আধিপত্য, প্রভুত্ব ও দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের এক শক্তিশালী রক্ষাকবচ। এটি উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা সৃষ্টি এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

নিজে করো

১। নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পটভূমি কি ছিল?

২। ঠান্ডা যুদ্ধের প্রভাব বা ফলাফল আলোচনা কর।

৩। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় ভারতের বিদেশনীতি মার্কিন ও সোভিয়েতের সঙ্গে কী রকম ছিল আলোচনা কর।

৪। সংক্ষেপে ঠাণ্ডাযুদ্ধের পর্যায়গুলি আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দুই মেরুর সমাপ্তি

সারমর্ম :- ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ভি.আই.লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। মোট ১৫টি প্রজাতন্ত্র নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত। সেখানে কোনো গণতন্ত্র কিংবা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তান আক্রমণের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সচিব হিসাবে নির্বাচিত হয়ে প্রচলিত সোভিয়েত ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে সচেষ্ট হন। তিনি সামরিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনে যত্নবান হন। তিনি তাই গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রৈকা ইত্যাদি সংস্কার ঘোষণা করেন। আফগানিস্তান এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ইয়েলৎসিনের প্রভাবে সোভিয়েত বিভাজন ঘটে, যার দায়ভার বর্তায় গর্বাচেভের উপর।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভাজনের কারণ হল -

১) সোভিয়েতের জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা।

২) সোভিয়েত দেশে সর্বহারার একনায়কত্ব ক্রমেই পার্টির গোষ্ঠী প্রধানের একনায়কত্বে পরিণত হয়।

৩) আণবিক গবেষণা, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে ব্যয় ইত্যাদির ফলে অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে পর বিশ্বে মার্কিন প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, বিশ্বজনীন সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি হয়, গোষ্ঠীগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা বৃদ্ধি পায়, মানবাধিকারে উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সংস্থার সৃষ্টি হয়।

১৯৯০-এর দশকে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে এক নতুন নীতির সূত্রপাত হয়, যা 'অভিঘাত থেরাপি' নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় সরকারি নীতির পরিবর্তে বাজার শক্তি দ্বারা অর্থ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে শিল্প-কারখানা উধাও হয়ে যায়, সারা দেশের জনজীবনে নানা অভাব-অনটন ও সমস্যা দেখা দেয়। রাশিয়ার প্রায় নব্বই শতাংশ শিল্প কারখানা বেসরকারি ব্যক্তি বা কোম্পানীর নিকট জলের দরে বিক্রি করা হয়।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রগুলির বেশির ভাগই ছিল সংঘর্ষ প্রবল, অনেকেই আবার গৃহযুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের শিকার। তাছাড়া বহির্বিশ্বের সুড়সুড়িতে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠে।

ভারত-রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পূর্বের মতো বর্তমান। ইন্দো-রাশিয়া সুসম্পর্কের ফলে কাশ্মীর পারমানবিক শক্তি সরবরাহ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে তথ্য আদান-প্রদান, চিনের সঙ্গে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারত লাভবান হয়েছে।

ভারত হল রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র বাজার। ভারতের সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ অস্ত্র রাশিয়া থেকে ক্রয় করা। তেল সংকটের সময়ে রাশিয়া বহুবার ভারতের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের ক্ষেত্রেও পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে উভয় দেশ।

রুশ-ভারত সম্পর্কের ইতিহাস পারস্পরিক বিশ্বাস, স্বার্থ এবং জনগণের উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

রাজ কাপুর ও অমিতাভ বচ্চনের মতো বলিউড স্টারদের নাম রাশিয়া ও সোভিয়েত পরবর্তী অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোতে ঘরে ঘরে সুবিদিত। রাশিয়ার মানুষের মননে ও স্মৃতিতে ভারতবর্ষ একটি অন্যতম অংশ বলা যায়।

নীচের প্রশ্নগুলোর একটি পূর্ণ বাক্য উত্তর দাও :- **মান - ১**

১) মিখাইল গর্বাচেভ কর্তৃক প্রবর্তিত দুটি সংস্কারের নাম লেখো।

উঃ- মিখাইল গর্বাচেভ কর্তৃক প্রবর্তিত দুটি সংস্কার হল - গ্লাসনস্ত এবং পেরেস্ত্রৈকা।

২) ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের সময় সোভিয়েত নেতা কে ছিলেন?

উঃ- ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা ছিলেন মিখাইল গর্বাচেভ।

৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের সংসদের নাম কি?

৪) সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি কি ছিল?

৫) 'জমি চাই, রুটি চাই' - কোন্ বিপ্লবের স্লোগান?

৬) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত নেতা কে ছিলেন।

৭) সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা প্রবর্তিত সামরিক জোটের নাম কী ছিলো।

৮) কবে বার্লিন প্রাচীর ভাঙ্গা হয়?

৯) রাশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কবে ভারতে আসেন?

১০) '**গ্লাসনস্ত**' কথার অর্থ কী?

১১) '**পেরেস্ত্রৈকা**' কথার অর্থ কী?

১২) সোভিয়েত ইউনিয়নের তিনটি বাল্টিক প্রজাতন্ত্রের নাম করো।

১৩) রাশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ- **মান - ১**

১) মিখাইল গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসে -

(ক) ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে।

উঃ- মিখাইল **গর্বাচেভ** ক্ষমতায় আসে - ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে।

২) সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার কান্ডারি -

(ক) স্তালিন, (খ) গর্বাচেভ, (গ) লেনিন, (ঘ) ইয়েলৎসিন।

উঃ- সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার প্রধান কান্ডারি ছিলেন - লেনিন।

৩) রাশিয়ার মুদ্রার নাম হল -

(ক) নিউকিন, (খ) রুপি, (গ) রুবল, (ঘ) লিটাস।

৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ নেতা -

(ক) লেনিন, (খ) স্তালিন, (গ) গর্বাচেভ, (ঘ) ক্রুশ্চেভ।

৫) লেনিন নতুন অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণা করেন -

(ক) ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে।

৬) 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' - গ্রন্থের লেখক -

(ক) জন রিড, (খ) লেনিন, (গ) স্তালিন, (ঘ) গর্ভাচেভ।

৭) সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থার নাম -

(ক) RAW, (খ) RAF, (গ) ISI, (ঘ) KGB.

৮) কমিনফর্ম গঠিত হয় -

(ক) ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (প্রতিটি ৮০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৪**

প্রশ্ন ঃ (১) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভাজনের কারণ লিখ।

উঃ- বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে লেনিনের হাত ধরে। কিন্তু বিংশ শতকেই শেষ দশকের শুরুতে রাষ্ট্রটির ভাঙন ঘটে। এর কারণগুলি হল -

(ক) জাতিগত বিভেদ ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল অসংখ্য জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়ের লোক। তাদের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সোভিয়েত রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সংকটের সম্মুখীন করে তুলেছিল।

(খ) অর্থনৈতিক মন্দা ঃ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল খাদ্য উৎপাদন এবং অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ভার বাজেটে চাপ পড়েছিল। ফলে সামাজের বিশাল অংশের মানুষ অর্থ সংকটে পড়ে।

(গ) ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ ঃ- সোভিয়েত রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করা হত। এছাড়া KGB গোয়েন্দা বাহিনীর ভয়ে মানুষ স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে পারত না।

(ঘ) অনুন্নত প্রযুক্তি ঃ সোভিয়েত বিভাজনের কারণ অনুন্নত প্রযুক্তি। কারণ উৎপাদন ও বণ্টনে সাবেকী প্রথা, তথ্য প্রযুক্তিতে পশ্চিমি দেশগুলির তুলনায় অনেক পেছনে ছিল।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) রাশিয়ার অর্থনীতির উপর 'অভিঘাত থেরাপি'র ফলাফল লেখো।

প্রশ্ন ঃ (৩) বার্লিন প্রাচীর ভাঙ্গার ফলে কি ঠান্ডাযুদ্ধের অবসান হয় - ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ঃ (৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠার কারণ লেখো।

প্রশ্ন ঃ (৫) ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের চারটি বিষয় উল্লেখ করো।

প্রশ্ন ঃ (৬) সোভিয়েত ইউনিয়নের সংহতি সাধনে জোসেফ স্তালিনের ভূমিকা সংক্ষেপে লেখো।

প্রশ্ন ঃ (৭) সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জন্য গর্বাচেভ কতখানি দায়ী?

প্রশ্ন ঃ (৮) সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ভারতের উপর কী প্রভাব পড়েছিল?

প্রশ্ন ঃ (৯) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভাজনের ফলাফল সংক্ষেপে লেখো?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ- **মান -৬**

প্রশ্ন ঃ (১) আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্বিমেরুতা বলতে কী বোঝায়? দ্বিমেরুতার অবসানের কারণগুলি আলোচনা কর।

উঃ- দ্বিমেরুতা :- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী জোট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক জোট এ বিভক্ত হয়ে যায়। ঠান্ডা যুদ্ধ চলাকালীন রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে যে মেরুকরণ দেখা যায়, তাকে বলা হয় দ্বিমেরুকরণ বা দ্বিমেরুতা।

দ্বিমেরুতার অবসানের কারণ ঃ- **১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন** প্রতিষ্ঠা লাভ করে, কিন্তু **১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে** তার পতন হয়। সোভিয়েতের এই অকাল মৃত্যু দ্বিমেরুতার অবসান ঘটায়। এছাড়া যে কারণ গুলি দায়ী -

(ক) অদক্ষ নেতৃত্ব ঃ- **১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে** সোভিয়েত **ইউনিয়ন** কর্তৃক আফগান অভিযান করার ফলে সোভিয়েত **ইউনিয়ন দুর্বল** হয়ে পড়ে। দলে ও সরকারে শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে কোন্দল, দুর্নীতি, স্বজন **পোষণ** জনমানসে নেতৃত্বের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। লেনিন, স্তালিন, ক্রুশ্চেভের **মতো দক্ষ** নেতৃত্বের অভাব ছিল।

(খ) ভঙ্গুর অর্থনীতি ঃ- সমাজতান্ত্রিক আর্থিক কাঠামোয় প্রথমে যে **উর্ধ্বগতি** ছিল, পরে তা নিম্নমুখী হয়ে পড়ে। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের অভাব সমাজতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করেছিল।

(গ) গর্বাচেভের **দায়িত্ব** ঃ- মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত পতন ঘটায় বলে অনেকে মনে **করেন। কারণ** তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ও নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন। তাঁর বিভিন্ন সংস্কার সাধনের পদক্ষেপ দেশে বড় বিপদ ডেকে আনে,যা তিনি মোকাবেলায় ব্যর্থ। আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দেওয়ায় পার্টি এবং সরকারের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়।

(ঘ) জাতীয়তাবাদ ঃ- সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির কঠোর শাসন ছিল, ফলে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদ প্রবল আকার নেয়। **কোনো কোনো** রাষ্ট্র সোভিয়েত জোট থেকে বিচ্ছিন্ন হতেও চাইছিল। একসময় লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত **ইউনিয়ন** ভেঙ্গে বের হয়ে যায়। এভাবেও দ্বিমেরুতা অবসান ঘটে।

(ঙ) পুঁজিবাদে উত্তোরণ ঃ- এক সময়ের কমিউনিস্ট নেতা পরবর্তীতে গর্বাচেভের একজন কঠোর সমালোচক হিসাবে প্রমাণিত বরিস **ইয়েলৎসিন।** সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থায় তিনি ক্ষমতা দখল করেই সরকারিভাবে সোভিয়েত **ইউনিয়নের** পতন ঘটিয়ে **১৫**টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা ঘোষনা দেন।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায় **কীভাবে** দ্বিমেরু বিশ্বে সোভিয়েত আত্মহত্যা করে **মার্কিন একাধিপত্য** বিস্তারে সুযোগ করে দেয়।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভাজনের পর ভারতের মতো দেশগুলিতে কী কী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় - আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৩) সোভিয়েত ইউনিয়নে **গর্বাচেভের** সংস্কার গুলির কারন **কী** ছিলো?

প্রশ্ন ঃ (৪) দ্বিতীয় **বিশ্বের** পতনের পর ভারতের উচিত ছিল বিদেশ নীতি পরিবর্তন করা - পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।

প্রশ্ন ঃ (৫) **১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে** সোভিয়েত **ইউনিয়নের** ভেঙ্গে যাওয়ার **কারণগুলি** আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৬) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৭) ভারত এবং কমিউনিস্ট পরবর্তী রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কে আলোচনা করো।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব

সারমর্ম ঃ- ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধে ইরাকের পরাজয় ঘটে এবং মার্কিন নেতৃত্বে জাতিপুঞ্জের বহুজাতিক বাহিনী জয় লাভ করে। এরপর মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিও বুশ (সিনিয়র) এক বিশ্ব ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন এবং এটি নয়া বিশ্বব্যবস্থা নামে পরিচিত হয়, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন ১৯৯২ ও ১৯৯৬ এই দুই নির্বাচনে জয়ের পর মোট আট বছর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ক্লিন্টন গণতন্ত্রের বিকাশ, জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব বানিজ্য ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। অপারেশন 'ইনফিনিট রিচ' এর নির্দেশে সুদান এবং আফগানিস্তানের আলকায়দা অধ্যুষিত এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করে। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের অনুমোদন প্রয়োজন মনে করেনি।

ওসামা বিন লাদেন এর 'আল কায়দা' সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর (যা ইতিহাসে ৯/১১ নামে পরিচিত) নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ার, পেন্টাগন ও মার্কিন সংসদ ভবনে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলা চালায়। হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়।

এই হামলার প্রতিশোধ নিতে আমেরিকা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক আইনের কোনোরকম তোয়াক্কা না করে লাদেন বা জঙ্গি ডেরা ভেবে বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। অবশেষে পাকিস্তানের গোপন ঘাঁটি থেকে লাদেনকে গ্রেপ্তার করে ঐ রাতেই হত্যা করা হয়।

'২০০৩ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত আগ্রহীদের জোট মানবিক হস্তক্ষেপের অজুহাতে ইরাক আক্রমন করে, যা অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম বা দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে ৩০০ এর বেশী মার্কিন সৈন্য নিহত হয় এবং ইরাকের ক্ষয়ক্ষতি ছিল অপরিমিত।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আধিপত্য বলতে বোঝায়, বিশ্বের অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের উপর একটি মাত্র রাষ্ট্রের নেতৃত্ব বা প্রাধান্যতা। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় একচেটিয়া বলতে কোনো একটি মাত্র রাষ্ট্রের দ্বারা অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্য বা প্রভুত্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখাকে বোঝায়।

ধ্বংসলীলার দিক থেকে আমেরিকা যেমন যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুড়িয়ে দিতে পারে, তেমনি একই সময়ে নিজের সেনাবাহিনীকে নিরাপত্তা বলয়ে রাখতে সক্ষম।

একচেটিয়া কর্তৃত্বের দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন পণ্য সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে প্রতিফলিত করে। যেমন - ইন্টারনেট, WWW, IMF, WTO ইত্যাদি।

সুন্দর জীবনের ধারণা, ব্যক্তিগত সফলতা বিশ্বের বেশির ভাগ ব্যক্তিতান্ত্রিক বা সামাজিক স্বপ্ন ইত্যাদি বিংশ শতাব্দীর আমেরিকানদের প্রাত্যহিক জীবন চর্চা থেকেই প্রতিফলিত হচ্ছে। এই দৃষ্টিতে আমেরিকা এখন পৃথিবীর অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সংস্কৃতির শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

ঠান্ডাযুদ্ধের সময় ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত মেরুতে ছিল ভারত। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯০ এর দশকেই ভারত তার অর্থনীতিতে উদারিকরণ ও বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ভারত-মার্কিন উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা সংক্রান্ত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, সন্ত্রাসবাদ এবং মাদকদ্রব্য বিরোধী অভিযানে নিবিড়তর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে COVID-19 জনিত রোগের হাত থেকে বাঁচতে ভারত মার্কিন **যুক্তরাষ্ট্রকে** সাহায্য করেছে। অদূর ভবিষ্যৎতে উভয় দেশের সম্পর্ক নতুন অধ্যায় রচনা করবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্বে কোনো শক্তিই চিরস্থায়ী ও চিরন্তন নয়। আজ বিশ্বের নেতৃত্বদানকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ,আগামী দিন **কেমন** থাকবে, তা বলা মুশকিল। তাই জোটবদ্ধ সংস্থা, সামাজিক গোষ্ঠী এবং বিশ্ব জনমত প্রতিবাদে শামিল হলে একচেটিয়া কর্তৃত্বের মোকাবিলা সম্ভব।

নীচের প্রশ্নগুলোর একটি পূর্ণ বাক্য উত্তর দাও :- **মান - ১**

১) অপারেশন 'ইনফিনিট রিচ' কী?

উঃ- ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিল ক্লিন্টন তালিবান ও আলকায়দার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষনা করেন, তা হল ইনফিনিট রিচ।

২) কে 'বাগদাদের কসাই' নামে পরিচিত?

উঃ- সাদ্দাম হোসেন 'বাগদাদের কসাই' নামে পরিচিত।

৩) কবে টুইন টাওয়ারের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়?

৪) টুইন টাওয়ারের উপর সন্ত্রাসী হামলার সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

৫) ১৯৯০ সালে ইরাকের সঙ্গে কুয়েতের সংযুক্তিকরণ কে ঘোষণা করেন?

৬) অপারেশন 'ইরাকি ফ্রিডম' কী?

৭) মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন কত বছর রাষ্ট্রপতি ছিলেন?

৮) কার নেতৃত্বে 'ব্রেটন উডস' ব্যবস্থা গঠিত হয়?

৯) পৃথিবীর প্রথম বিজনেস স্কুল কোন্‌টি?

১০) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

১১) 'Living History'-গ্রন্থটি কার লেখা?

১২) আলকায়দা শব্দের অর্থ কী?

১৩) কে সন্ত্রাস দমনে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ঘোষণা করেন?

১৪) জাতিপুঞ্জের কোন্ মহাসচিব সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে দেখা করেন?

১৫) 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন অগ্রগামী রাষ্ট্র' - কে বলেছেন?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ **মান - ১**

১) প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ -

(ক) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ, (খ) ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ, (গ) ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ, (ঘ) ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

উঃ- প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ হয়েছিল - ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

২) ইরাক কুয়েত আক্রমণ করে -

(ক) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ, (খ) ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ, (গ) ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ, (ঘ) ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

৩) আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে -

(ক) ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, (খ) ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, (গ) ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, (ঘ) ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

৪) উপসাগরীয় যুদ্ধের আর এক নাম -

(ক) সাগরের যুদ্ধ, (খ) বিমানের যুদ্ধ, (গ) খাঁড়ি যুদ্ধ, (ঘ) স্বাধীনতার যুদ্ধ।

৫) জাপান-পার্লহারবার আক্রমণ করেছিল -

(ক) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, (খ) ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ, (গ) ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ, (ঘ) ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ।

৬) অপারেশ 'ইনফিনিট রিচ' - নির্দেশ দেন -

(ক) বরাক ওবামা, (খ) জর্জ ডব্লিও বুশ, (গ) বিল ক্লিন্টন, (ঘ) জর্জ এইচ ডব্লিও বুশ

৭) মার্কিন প্রশাসন সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দেন -

(ক) ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, (খ) ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ, (গ) ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, (ঘ) ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

৮) ওসামা বিন লাদেন এর মৃত্যু -

(ক) ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, (খ) ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ, (গ) ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, (ঘ) ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৪০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ২**

১) এক মেরুতা কী?

উঃ- যখন আন্তর্জাতিক সমস্ত সিদ্ধান্ত একটিমাত্র দেশের ইচ্ছানুসারে গৃহীত হয়, তখন সেই অবস্থাকে একমেরু বিশ্ব বা একমেরুতা বলে। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বলা হয় একমেরু বিশ্ব। এই একমেরু বিশ্বের নেতা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২) **একচেটিয়া** কর্তৃত্ব কী?

৩) বিশ্বগ্রাম কী?

৪) ৯/১১ ঘটনা কী?

৫) উপসাগরীয় যুদ্ধ বলতে কী বোঝায়?

৬) অপারেশন মরুঝড় কী?

৭) লাদেন কে ছিলেন?

৮) মেরুকরণ বলতে কী বোঝায়?

৯) দ্বিমেরুতা বলতে কী বোঝায়?

১০) ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে কী বোঝায়?

১১) পারমাণবিক নিবৃত্তিকরণ কী?

১২) আলকায়দা কী?

১৩) নয়া বিশ্বব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

১৪) NATO কী?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১২০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৫**

প্রশ্ন ঃ (১) বর্তমানে আমেরিকার একক কর্তৃত্বের সামনে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী আলোচনা করো।

উঃ- বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও একমাত্র শক্তি নয়। বহুমেরু প্রবণতাযুক্ত বিশ্বে মার্কিন একাধিপত্য হ্রাস পাচ্ছে। মার্কিন একক কর্তৃত্বের সামনে প্রতিবন্ধকতাগুলো হল -

(ক) প্রতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রতিষ্ঠিত। ফলে শাসন বিভাগ কর্তৃক সামরিক ক্ষমতার অপরিমিত ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) অবাধ স্বাধীনতা ঃ মার্কিন আধিপত্যর দ্বিতীয় অন্তরায় হল অবাধ স্বাধীনতা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের তীব্র স্বাধীনতা সেদেশে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছে।

(গ) NATO জোট ঃ আমেরিকার তৈরি NATO জোট বিশ্বব্যাপী একক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত। কিন্তু NATO জোটের অধীন রাষ্ট্রগুলি বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী; ফলে তারা সীমিত আকারে ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ তৈরি করছে।

বিশ্ব রাজনীতির অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় একক কর্তৃত্ব অসামোঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি সাময়িক। এক সময় ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, জাপানও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু আবার একটা মহাশক্তিধর রাষ্ট্র জোট আসবে, যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে বিলীন করে দেবে।

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে তার অপ্রতিরুদ্ধ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় অবস্থান করছে।

প্রশ্ন ঃ (২) একচেটিয়া কর্তৃত্বের বিভিন্ন রূপগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর?

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণ একটিমাত্র রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে একচেটিয়া কর্তৃত্ব বলে অভিহিত করেছেন। একচেটিয়া কর্তৃত্ব সম্পর্কে আমরা তিনটি অনুধাবন চিহ্নিত করতে পারি। এগুলি হলো—

ক) নির্মম ক্ষমতা হিসেবে একচেটিয়া কর্তৃত্ব —

একচেটিয়া কর্তৃত্বের প্রাথমিক অর্থ হলো রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেকার সম্পর্ক, সামর্থ্যের রূপরেখা ও সামাজিক শক্তির ভারসাম্যমূলক অবস্থা। সমকালীন বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিশ্বাস্য প্রাধান্যতার মূলে রয়েছে তার অসাধারণ সামারিক শক্তি। ধ্বংসলীলার দিক থেকে এবং সঠিক সময়ে আমেরিকার সামারিক শক্তি যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিকে গুড়িয়ে দিতে পারে, আবার একই সময়ে নিজ সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে সবরকম নিরাপত্তা বলয়ে রাখতে সক্ষম।

খ) কাটামোগত ক্ষমতা হিসেবে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ঃ

একচেটিয়া কর্তৃত্বের দ্বিতীয় ধারণাটি অর্থনীতি সম্পর্কিত অনুধাবণ থেকে উৎপত্তি। এর মূল কথা হলো বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আধিপত্যবাদী কিংবা একচেটিয়া কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র সাধারণত নিজের স্বার্থ সুরক্ষার জন্যই এই ধরনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর সকল প্রান্তে, বিশ্ব অর্থনীতির সকল অংশে এবং বিশ্ব প্রযুক্তির সকল কেন্দ্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি বর্তমান। বিশ্ব ব্যাঙ্ক (ডব্লিউ বি) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আই এম এফ) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউ টি ও) ইত্যাদি হলো একক কর্তৃত্ববাদী আমেরিকার সৃষ্টি।

গ) নমনীয় ক্ষমতা হিসেবে একচেটিয়া কর্তৃত্ব —

একচেটিয়া কর্তৃত্বের তৃতীয় ধারণাটি হলো মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক। এখানে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অর্থ হলো সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বিশেষ করে মতাদর্শের ক্ষেত্রে শ্রেণিগত কর্তৃত্ব। এক্ষেত্রে শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রগুলির আচরণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে ক্ষমতাধর দেশগুলোর প্রভাব ক্রমাগত বজায় থাকে এবং তাদের স্বার্থগুলো সার্বিকভাবে সুরক্ষিত থাকে। বর্তমানে সুন্দর জীবনের ধারণা, ব্যক্তিগত সফলতা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বপ্ন ইত্যাদি মূলত বিংশ শতাব্দীর আমেরিকানদের প্রাত্যাহিক জীবনচর্চা থেকেই প্রতিফলিত হচ্ছে।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (৩) অ-রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কি মার্কিন একক কর্তৃত্বের প্রতিবাদ করতে পারবে - তোমার মতামত দাও।

প্রশ্ন ঃ (৪) আমেরিকার একক কর্তৃত্বকে কী কী ভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব? আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৫) ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনার কারণগুলি উল্লেখ করো।

প্রশ্ন ঃ (৬) বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করো।

প্রশ্ন ঃ (৭) প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের তাৎপর্য উল্লেখ করো।

প্রশ্ন ঃ (৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ঃ (৯) মার্কিন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাগুলো লেখো।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্রবিন্দু

সংক্ষেপে ঃ- এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই আমেরিকা একক **অপ্রতিরোধ্য** একমেরু বিশ্বের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। এই পরিস্থিতিতে **তৎকালীন** বিশ্বনেতারা **উপলব্ধি** করেন যে, একমাত্র জোটবদ্ধ সংগঠনের মাধ্যমেই আমেরিকার এই আধিপত্য প্রতিরোধ করা যেতে পারে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্রসমূহ আমেরিকার প্রভাব হ্রাস করতে পারে।

আমেরিকার একক ক্ষমতার বিকল্প উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে **ওঠে** ইউরোপে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' এবং এশিয়াতে 'আসিয়ান'। শান্তিপূর্ণ উপায়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিতে আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির উন্নয়ন, বিশেষ করে আর্থিক বিকাশ নিশ্চিত করাই ছিল এই দুই সংগঠনের উদ্দেশ্য। চিনের অর্থনৈতিক উন্নতি বিশ্ব রাজনীতিতে ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে।

ইউরোপীয় **১২**টি রাষ্ট্র নেদারল্যান্ড এর মাস্ট্রিক্ট শহরে একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা মাস্ট্রিক্ট চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুসারে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী ইউরোপীয় ইউনিয়ন নামে পরিচিত হয়। ২০০২ **খ্রিস্টাব্দ থেকে** ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুদ্রা 'ইউরো' চালু হয়। গ্রেট ব্রিটেন ২০২০ সালে EU -এর সদস্যপদ ত্যাগ করে। বর্তমানে **এর** সদস্য সংখ্যা ২৭।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৫টি রাষ্ট্র থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক-এ মিলিত হয়ে 'ব্যাংকক চুক্তি' স্বাক্ষরের মাধ্যমে গঠন করে আসিয়ান (ASEAN)। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় এর সচিবালয় অবস্থিত। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা **১১**। রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রয়োজনে আসিয়ান নিরাপত্তা কমিউনিটি গঠন করা হয়েছে। একক বাজার, পণ্য ও পরিসেবার অবাধ চলাচল,দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক কমিউনিটি গঠিত হয়। অভিন্ন আঞ্চলিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে গঠিত হয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক কমিউনিটি।

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে চিন-এর অকল্পনীয় ও নাটকীয় উত্থান সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। চিন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও চিনের অর্থনৈতিক নীতি ও পন্থা সর্বদা পরিবর্তনশীল। **১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে** কৃষিতে **বেসরকারিকরণ** এবং **১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে** শিল্পে **বেসরকারিকরণ** নীতি **অনুসরণ** করা শুরু হয়। ২০০১ **খ্রিস্টাব্দে** বিশ্ব বানিজ্য সংস্থায় (WTO) চিনের যোগদান বহি:বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আরেকটি **গুরুত্বপূর্ণ** পদক্ষেপ। ২০০৬ **খ্রিস্টাব্দে** সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, চিন বিশ্বের বৃহৎ আর্থিক শক্তির অধিকারী হয়েছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই তার স্থান।

ভারত ও একটি দ্রুত উন্নয়নশীল আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের উন্নয়ন অবশ্যই বিশ্ব **রাজনীতিকে** প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে ভারতে **১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে** থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার এবং নতুন শিল্প আইন ভারতকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতের বৈদেশিক বানিজ্য অত্যন্ত দ্রুত এবং ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত বিদেশে বিশাল **পরিমাণে** পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারছে। সামরিক ক্ষমতায় বৃহৎ পঞ্চশক্তির সমকক্ষ ভারত। কারণ **পারমাণবিক** শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র ভারত।

ইন্দো-চিন সম্পর্ক উভয় রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঐতিহাসিক কিছু টক-ঝাল সম্পর্ক থাকলেও পৃথিবীর বৃহৎ জনসংখ্যার অধিকারী দুটি দেশ বিশ্ব রাজনীতিতে একই অবস্থান **অনুসরণ** করলে আমেরিকার মতো শক্তিধর রাষ্ট্রও সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য থাকবে।

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণবাক্যে উত্তর দাও :- **মান - ১**

১) ইউরোপীয় আদালত কোথায় অবস্থিত?

উঃ- ইউরোপীয় আদালত অবস্থিত নিউইয়র্কে।

২) কোন্ চুক্তি দ্বারা ASEAN গঠিত হয়?

উঃ- ব্যাংকক ঘোষণা চুক্তি দ্বারা ASEAN গঠিত হয়।

৩) G-7 গোষ্ঠীতে এশিয়ার কোন্ দেশ এর সদস্য?

৪) ASEAN-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

৫) ASEAN-এর রজত জয়ন্তী কবে কোথায় পালিত হয়?

৬) ইউরোপীয় মুদ্রার নাম কী?

৭) Look East Policy-এর রূপকার কে?

৮) ভারতে উদারনীতিবাদের প্রবক্তা কে?

৯) কোন্ দুই দেশের মধ্যে 'সিভিল নিউক্লিয়ার এগ্রিমেন্ট' হয়?

১০) কে চিন-এ Open Door নীতি ঘোষণা করে?

১১) ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মীবৃন্দকে কী বলা হয়?

১২) বর্তমানে ইউরোপীয় উইনিয়নের সদস্য সংখ্যা কত?

১৩) কোন্ রাষ্ট্র ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ ত্যাগ করে ?

১৪) তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামা কবে ভারতে আসে?

১৫) কবে চিন ভারত আক্রমণ করেছিল?

১৬) ASEAN -এর পুরো নাম কি?

১৭) কবে 'NATO' গঠিত হয়?

১৮) WTO কবে গঠিত হয়?

১৯) WTO -এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

২০) ECSC -এর পুরো নাম কি?

সঠিক উত্তর বেছে নাও ঃ- **মান - ১**

১) ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় -

(ক) ১৯৯১ খ্রিঃ, (খ) ১৯৯২ খ্রিঃ, (গ) ১৯৯৪ খ্রিঃ, (ঘ) ১৯৯৭ খ্রিঃ।

উঃ- ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে।

২) উইরোপীয় ইউনিয়নের মূল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য -

(ক) ১০টি, (খ) ১৪টি, (গ) ৫টি, (ঘ) ৬টি।

৩) ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় -

(ক) ইউরোপীয় কমিশন, (খ) ইউরোপীয় অ্যাসেম্বলি, (গ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন, (ঘ) কোনটিই নয়।

৪) ইউরোপীয় ইউনিয়ন নোবেল শান্তি পুরস্কার পায় -

(ক) ২০১২ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।

৫) ASEAN প্রতিষ্ঠিত হয় -

(ক) ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে।

৬) চিন তিব্বতের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করে -

(ক) ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে।

৭) বর্তমানে ASEAN এর সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা -

(ক) ১৬, (খ) ১৪, (গ) ১০, (ঘ) ৮।

৮) নীচের কোন্ দেশটি ASEAN এর সদস্য নয় -

(ক) ইরান, (খ) ফিলিপিন্স, (গ) ইন্দোনেশিয়া, (ঘ) কাম্বোডিয়া।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৪০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ২**

১) আসিয়ান-১০ বলতে কী বোঝ?

উঃ- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিরন্তন আলাপ-আলোচনা এবং সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আসিয়ান যে ১০টি দেশ বা গোষ্ঠীকে আলোচনাসঙ্গীর মর্যাদা প্রদান করেছে, তাদের বলা হয় আসিয়ান - ১০।

২) ইউরোপীয় ইউনিয়ন কী?

৩) 'মার্শাল প্ল্যান' কী?

৪) মুক্ত বানিজ্য এলাকা কী?

৫) সিভিল নিউক্লিয়ার এগ্রিমেন্ট কী?

৬) 'ম্যাকমোহন লাইন' কী?

৭) 'পঞ্চশীল চুক্তি' বলতে কী বোঝ?

৮) ব্রেক্সিট কী?

৯) আঞ্চলিক সংস্থা বলতে কী বোঝ?

১০) চিনের 'মুক্তদ্বার নীতি' বলতে কী বোঝায়?

১১) আসিয়ান +৩ কী?

১২) শুল্ক ইউনিয়ন কী?

১৩) আসিয়ানের দুটি উদ্দেশ্য লেখো।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১২০ শব্দের মধ্যে) ঃ- **মান - ৫**

প্রশ্ন ঃ (১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ASEAN এর প্রভাব আলোচনা করো।

উঃ- ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে 'ব্যাংকক চুক্তি' স্বাক্ষরের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৫টি রাষ্ট্র মিলিত হয়ে গঠন করে আসিয়ান। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১০।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসিয়ানের প্রভাব হল -

(ক) আসিয়ানের বিদেশমন্ত্রীগণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মিলিত হয়ে 'শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার অঞ্চল' হিসাবে ঘোষণা করে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরমাণু অস্ত্রমুক্ত থাকার গ্যারান্টি পায়।

(খ) ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে আসিয়ানের ব্যাংকক সম্মেলনে সদস্য দেশগুলি 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরমাণুমুক্ত অঞ্চল চুক্তি' স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি সদস্য রাষ্ট্রগুরির দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়।

(গ) আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক ASEAN Vision 2020 গ্রহণ করা হয় সর্বশিক্ষার ঘোষণা অনুসারে। এই ভিশনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতিমূলক চিন্তাধারাকে সামনে রেখে কাজ করার অঙ্গীকার করার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(ঘ) অ্যাসিয়ান নিরাপত্তা জনিত সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য গঠন করে ASEAN Security Council যা বিশ্বের অন্যান্য আঞ্চলিক জোটকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারে বাধা দান করতে পারে। এতে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকবে।

(ঙ) ASEAN এর প্রভাবেই ২০১৪ সালে ভারত Act East Policy করে অ্যাসিয়ানের সঙ্গে সামরিক ও প্রতিরক্ষাগত সম্পর্কের উন্নতিকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই সংগঠনটি আঞ্চলিক সংহতি ও সহযোগিতার মঞ্চ হিসাবে বশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ (২) আসিয়ান সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও স্তম্ভগুলো কী কী আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সমস্যাগুলোকে কীভাবে ইউরোপীয় দেশসমূহ সমাধান করেছে- আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৪) কীভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রভাবশালী আঞ্চলিক সংগঠনে পরিণত হয় আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৫) দেশের শান্তি ও প্রগতি নির্ভর করে আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ওপর - ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ঃ (৬) একমেরু বিশ্ব মোকাবেলায় ভারত এবং চিনের অর্থনীতি যথেষ্ঠ সক্ষম - যুক্তি প্রদর্শন করো।

প্রশ্ন ঃ (৭) ভারতে চিনের বর্তমান সম্পর্ক বর্ণনা করো।

প্রশ্নঃ (৮) ভারতের Look East Policy-র (পূর্বে তাকাও নীতির) বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করো।

প্রশ্নঃ (৯) চিনের অর্থনৈতিক উত্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সমকালীন দক্ষিণ এশিয়া

সংক্ষেপে ঃ- দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি হল ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ। তবে ব্যাপক অর্থে মায়ানমার এবং আফগানিস্তানও রয়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধের পর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণ এশিয়ার দিকে নজর দেয়। নানা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি এবং নানা ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য এই অঞ্চল উপমহাদেশ নামে পরিচিত।

এই অঞ্চলে অবস্থিত **দেশগুলির** সীমান্ত ও জলবন্টন জনিত সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতিগত সংঘর্ষ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা জনিত সমস্যাও এই এলাকায় প্রকট ছিল। ফলে অঞ্চলটি প্রবল সমস্যা সংকুল হয়ে উঠে। পাশাপাশি দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, আর্থিক দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রভৃতির জন্য এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি জর্জরিত। অথচ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ এখানে বাস করে।

সবগুলো রাষ্ট্রই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উপনিবেশ ছিল পরে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক শাসন লক্ষ্য করা গেছে। যেমন - গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সামরিক শাসন, সুলতানি শাসন ইত্যাদি। তবে বর্তমানে ভুটান বাদে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র চালু রয়েছে।

জন্মলগ্ন থেকেই ভারত ও শ্রীলঙ্কায় শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারপরও শ্রীলঙ্কা বিভিন্ন সময় জাতিগত দাঙ্গায় রক্তাক্ত হয়েছে মূলত সিংহলী ও তামিলদের মধ্যে। এক সময় জঙ্গী সংগঠন LTTE জন্ম নেয়। ভারত-শ্রীলঙ্কার চুক্তি অনুযায়ী শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধের অবসানের জন্য ভারতীয় শান্তি রক্ষা বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

ভারতের উত্তরে হিমালয়ের চুড়ায় ছোট একটি দেশ নেপাল। প্রাচীন কাল থেকে রাজতন্ত্র ছিল, অনেক চড়াই উৎরায়ের পর ২০০৮ **খ্রিস্টাব্দে** সম্পূর্ণ ভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয় এবং ২০১৫ **খ্রিস্টাব্দে নেপালে** নতুন সংবিধান রচিত ও কার্যকরী হয়। কিছু বিরোধ থাকলেও ভারত নেপাল সম্পর্ক মধুর বলা যায়।

ভ্রান্ত জাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে **১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের** আগষ্ট মাসে অবিভক্ত ভারতবর্ষ দ্বিখন্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে মূলত সীমান্ত বিরোধ, যার কেন্দ্রবিন্দু হল কাশ্মীর। দুইটি বড়ো যুদ্ধ দুদেশের মধ্যে হয়েছে। দুটি দেশই পরমাণু বোমার অধিকারী। ফলে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিন এশিয়া অঞ্চলের সাতটি সদস্য রাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত হয় দক্ষিন এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক (SAARC)। বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সর্বশেষ আফগানিস্তান যোগদানের পর বর্তমানে সার্কের সদস্য সংখ্যা হল আট। যেমন - ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। সার্ক এর সদর দপ্তর নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করে **১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে**। এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য বিশেষ করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির নাম স্মরণীয়। ইতিহাস, ঐতিহ্য ভাষা সাংস্কৃতিক বন্ধন, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তবে দীর্ঘ সীমান্তের অবস্থানের কারনে মাঝে মাঝে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের যেমন ক্ষেত্র রয়েছে, তেমনি সুসম্পর্কের কতগুলো ক্ষেত্রও রয়েছে।

ভারত দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রতিটি রাষ্ট্রে শান্তিরক্ষা ও শান্তি বজায় রাখার নীতিতে বিশ্বাসী। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের উন্নতির জন্যও বিপদের সময় সর্বদা ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর ভারত আধিপত্য বিস্তারের অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে সর্বদা বিরত। সর্বশেষে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকুক — ভারত এই নীতিতে বিশ্বাস করে।

নিচের প্রশ্নগুলোর একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও ঃ **মান- ১**

১) সার্ক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ- সার্ক প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে।

২) SAARC-এর পুরো নাম কী?

উঃ- সার্ক এর পুরো নাম - South Asian Association for Regional Co-operation.

৩) সার্ক-এর সদর দপ্তর কোথায়?

৪) সার্ক-এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৫) সার্ক-এর প্রধান রূপকার কে?

৬) সার্ক-এর প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল কে?

৭) বিখ্যাত সিল্ক রুটের মাধ্যমে কোন্ দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে?

৮) দক্ষিণ-এশিয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বানিজ্য বৃদ্ধির জন্য কোন্ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

৯) সার্কভুক্ত কোন্ দেশটি 'স্থলবেষ্টিত দেশ' হিসাবে পরিচিত?

১০) বাংলাদেশ গ্রামীন ব্যাঙ্ক এর প্রতিষ্ঠাতা কবে নোবেল পুরস্কার পান?

১১) দক্ষিণ-এশিয়ার কোন্ রাষ্ট্রে সুলতানি শাসন ছিল?

১২) ১৯৯৯ খ্রী: ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কোন্ যুদ্ধ হয়েছিল?

১৩) 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' - কে বলেছেন?

১৪) সার্কভুক্ত দেশগুলি কবে SAFTA চুক্তি স্বাক্ষর করেন?

১৫) ১৯৭১ খ্রী: বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

১৬) শ্রীলঙ্কা কবে স্বাধীনতা লাভ করে?

১৭) LTTE -এর পুরো নাম কী?

১৮) কার্গিল যুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

সঠিক উত্তর বেছে নাও। **মান - ১**

১) বর্তমান SAARC-এর সদস্য -

(ক) ৬, (খ) ৭, (গ) ৮, (ঘ) ৯

উঃ- বর্তমান SAARC-এর সদস্য - ৮ (আট)

২) নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান হয় -

(ক) ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে।

উঃ- নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান হয় - ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে।

৩) ভারত শ্রীলঙ্কায় শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে -

(ক) ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে।

৪) ভারত-পাকিস্তান 'তাসখন্ড চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় -

(ক) ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে।

৫) ২০০৭ সালে SAARC-এ যোগ দেন -

(ক) চিন, (খ) আফগানিস্তান, (গ) সিঙ্গাপুর, (ঘ) কাজাকিস্তান।

৬) সার্ক-এর পর্যবেক্ষক দেশ হল -

(ক) কোরিয়া এবং চিন, (খ) রাশিয়া এবং চিন,

(গ) জাপান এবং চিন, (ঘ) থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া।

৭) সার্কভুক্ত দেশে সর্বাধিক জন্মহার -

(ক) ভারত-এ, (খ) পাকিস্তান-এ, (গ) আফগানিস্তান-এ, (ঘ) নেপাল-এ।

৮) সার্কভুক্ত দেশে সর্বনিম্ন জন্মহার -

(ক) নেপাল, (খ) শ্রীলঙ্কা, (গ) মালদ্বীপ, (ঘ) ভুটান।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৪০টি শব্দের মধ্যে)। **মান - ২**

১) BRICS - কী?

উঃ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা মিলিত হয়ে যে সংগঠন গড়ে তোলে তা BRICS নামে পরিচিত। পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্রের নামের আদ্যঅক্ষর নিয়ে এটি গঠিত। এর সদর দপ্তর চিনের সাংহাইতে অবস্থিত।

২) দক্ষিণ এশিয়া কী?

৩) সার্ক-এর দুটি উদ্দেশ্য লেখো।

৪) পররাষ্ট্র নীতি বলতে কী বোঝায়?

৫) SAFTA কী?

৬) মহাকালী ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট কী?

৭) সিমলা চুক্তি কী?

৮) সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি কী?

৯) সার্ক-গ্রাম বলতে কী বোঝায়?

১০) কু-দে-তা কী?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১২০টি শব্দের মধ্যে)। **মান - ৫**

প্রশ্ন ঃ (১) শ্রীলঙ্কার জাতিগত সমস্যা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

১৯৮৪ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই শ্রীলঙ্কায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সময় একটি জাতিগত সমস্যা দেখা দেয়, যা বিশেষ একটি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ধাবিত করে।

স্বাধীনতালাভের পর শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলী জাতিগোষ্ঠীর শক্তিই ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী। সিংহলীরা ভাবত তামিল জনগোষ্ঠীকে কোনো প্রকার সুবিধা দেওয়া উচিত নয়, কারণ শ্রীলঙ্কা শুধু সিংহলীদের জন্য। তামিলদের প্রতি এ ধরনের অবজ্ঞা তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং তামিল জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের দিকে ধাবিত করে। ১৯৮৩ খ্রিঃ **LTTE** নামক একটি জঙ্গী সংগঠন স্বতন্ত্র তামিল রাজ্যের দাবিতে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে।

তামিল প্রসঙ্গে ভারত সরকার ও শ্রীলঙ্কার সাথে সময়ে সময়ে আপাল আলোচনা করে, কিন্তু ১৯৮৭ সালে শ্রীলঙ্কায় বসবাসকারী তামিলদের ইস্যুতে ভারত সরকার সরাসরি যুক্ত হয়। ভারত শ্রীলঙ্কার সঙ্গে একটি চুক্তি করে সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু বেশিরভাগ শ্রীলঙ্কানরা সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ফলে ১৯৮৯ সালে ভারতীয় শান্তিরক্ষা বাহিনীকে (**IPKF**) শ্রীলঙ্কা থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

এর ফলে শ্রীলঙ্কা সংকট গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। এই সময় নরওয়ে ও আইসল্যাণ্ডের মত স্কেন্ডেনেভিয়ান দেশগুলো শ্রীলঙ্কায় যুদ্ধরত গোষ্ঠীসমূহকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনতে প্রচেষ্টা চালায়। পরিশেষে ২০০৯ সালে এলটিটিই-র শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কায় সশস্ত্র সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রশ্ন ঃ (২) নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করো।

ক) অতীতে নেপাল ছিল হিন্দু রাজ্য এবং পরে আধুনিক যুগেও দীর্ঘ সময়ের জন্য সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।

খ) নেপালের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাধারণ জনগণ দেশে আরও উদারবাদী এবং দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিল।

গ) নেপালের রাজা সেনাবাহিনীর সহায়তায় সরকারের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ও গণতন্ত্রের প্রসার রোধে সচেষ্ট ছিলেন।

ঘ) ১৯৯০ সালে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে বিশাল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজা নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের দাবি পূরণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

ঙ) ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে গণতন্ত্রপন্থীদের প্রবল চাপে নেপালের ভেঙে দেওয়া সংসদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

চ) ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে দেশব্যাপী বিশাল আন্দোলন সংগঠিত হয়।

ছ) ২০০৪ সালে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যবনিকা টেনে নেপালে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৫ সালে নেপালে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (৩) দক্ষিণ এশিয়ার দেশ গুলি কী কী সমস্যার সম্মুখীন আলোচনা কর।

প্রশ্নঃ (৪) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্কগুলো আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৫) সার্কের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৬) ভারতের প্রতিবেশী দেশ মনে করে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর ভারত হস্তক্ষেপ করে - তোমার মতামত দাও।

প্রশ্ন ঃ (৭) সার্ক সংগঠনে ভারতের ভূমিকা উল্লেখ **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৮) ভারত-নেপাল এর মধ্যে **সহযোগিতামূলক** সম্পর্ক আলোচনা **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৯) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের কারণগুলি আলেচনা **করো।**

প্রশ্ন ঃ (১০) বাংলাদেশে কীভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়?

প্রশ্ন ঃ (১১) পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ

সারমর্ম ঃ- বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন হল - সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধ প্রতিরোধ এবং জাতিরাষ্ট্র সমূহের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য জাতিপুঞ্জ গঠিত হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর। জাতিপুঞ্জের একটি সংবিধান রয়েছে যা সনদ নামে পরিচিত। তার সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত।

জাতিপুঞ্জের সনদপত্র অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের হাতে ন্যস্ত। পাঁচজন স্থায়ী ও দশজন অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, গৃহযুদ্ধ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সীমানা বিরোধ প্রশমন ইত্যাদি কাজে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি রক্ষার কাজ করে। নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে সঠিক ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়, সদস্যপদ বাতিল, সনদ সংশোধন, অছি সংক্রান্ত ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যাপারেও নিরাপত্তা পরিষদ সক্রিয়।

পাঁচটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, চিন পারমাণবিক শক্তিধর বলে স্থায়ী **সদস্যপদ** লাভ করেছে। সে হিসাবে ভারতও নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ লাভের যোগ্য দাবিদার। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারত, বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ। শান্তিরক্ষা সম্পর্কিত কার্যকলাপে ভারত সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। **দক্ষিণ** এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভারতের স্থায়ী আসন লাভের প্রয়োজন। জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন কাজে ভারতের অবদানের কথা মাথায় রেখে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও নিরাপত্তা পরিষদে **ভারতের** স্থায়ী সদস্যপদ লাভের ব্যাপারে উদ্যোগী হবে বলে আশা করা যায়।

স্থায়ী সদস্যের অজুহাতে 'ভেটো' ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে জাতিপুঞ্জের উচিত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। অঞ্চলভিত্তিক বিশ্বের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ করে দেওয়া দরকার। বর্তমান বহুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় নানবিধ সমস্যা, যেমন - নিরস্ত্রীকরণ, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার লঙ্ঘন, জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি ইত্যাদি বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার প্রয়োজন।

এছাড়াও কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন - আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম, বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার, বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পুনর্গঠন এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু দেশ প্রত্যাশা করে যে, প্রস্তাবিত সংস্কার অপ্রতিদ্বন্দ্বি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত একমেরু বিশ্ব ব্যবস্থায় **জাতিপুঞ্জকে** আরও বেশী কার্যকর করে তুলবে। কিন্তু বাস্তব উল্টো কথা বলে, যেমন - জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে। জাতিপুঞ্জের তহবিলে সাহায্য প্রদানকারী গুরুত্বপূর্ণ দেশ যুক্তরাষ্ট্র। জাতিপুঞ্জের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মার্কিনরাই সংখ্যাধিক্য। উপরন্তু ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের যে কোন প্রস্তাব বাতিল করে দিতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা রক্ষা করে জাতিপুঞ্জই একমাত্র সংগঠন যা, মানব জাতিকে একসাথে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছে।

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণবাক্যে উত্তর দাও ঃ- **মান - ১**

১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ অক্টোবর।

২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম অস্থায়ী মহাসচিবের নাম কি?

উঃ- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম অস্থায়ী মহাসচিবের নাম - স্যার গ্লাডউইন জেব।

৩) পর্তুগালের কোন্ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাতিপুঞ্জের মহাসচিব নির্বাচিত হন?

৪) কে সাধারণ সভাকে বিশ্ব নাগরিক সভা বলেছেন?

৫) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশ্ববিদ্যালয় কবে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

৬) আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার (IMF) কবে থেকে কাজ শুরু করে?

৭) আন্তর্জাতিক বিচারালয় কোথায় অবস্থিত?

৮) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানব জাতিকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়, বরং নরক থেকে রক্ষা করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে - এই উক্তিটি কে করেছেন?

৯) UNICEF কবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়?

১০) কবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'মানবাধিকার পরিষদ' গঠিত হয়েছিল?

১১) বিশ্ব ব্যাঙ্ক এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

১২) জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

১৩) আন্তর্জাতিক নারী-দিবস কবে পালন করা হয়?

১৪) আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিরা কত বছরের জন্য নির্বাচিত হয়?

১৫) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বর্তমান মহাসচিবের নাম কী?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও। **মান - ১**

১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল -

(ক) ৫০, (খ) ৫১, (গ) ৫২, (ঘ) ৬০

উঃ- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল- ৫১।

২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন -

(ক) হেনরি কিসিংগার, (খ) জওহরলাল নেহেরু,

(গ) জর্জ কেন্নান, (ঘ) রুজ ফ্লাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট।

উঃ- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন - রুজ ফ্লাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট।

৩) প্রতিবছর জাতিপুঞ্জ দিবস পালিত হয় -

(ক) ২১ জানুয়ারী (খ) ২৯ মার্চ, (গ) ১৯ ডিসেম্বর, (ঘ) ২৪ অক্টোবর।

৪) 'The United Nations, How it Works and What It Does'- গ্রন্থটির লেখক হলেন -

(ক) কোফি আন্নান, (খ) নিকোলাস, (গ) ইভান লুয়ার্ড, (ঘ) কুইসি রাইট।

৫) 'বিশ্ব আবাসন দিবস' পালিত হয় -

(ক) অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার, (খ) জানুয়ারী মাসের প্রথম শুক্রবার,

(খ) মার্চ মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার, (ঘ) ডিসেম্বর মাসের প্রথম শনিবার।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১৫০ শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৬**

প্রশ্ন ঃ (১) **সাধারণ** সভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

উঃ- গঠন ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল **সাধারণ** সভা। জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রই **সাধারণ** সভার সদস্য। প্রতিটি সদস্য **রাষ্ট্রের** ৫ জন করে প্রতিনিধি পাঠানোর ক্ষমতা রয়েছে। সদস্য রাষ্ট্র একটি মাত্র ভোট প্রদাণের অধিকারী। সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশন প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার আরম্ভ হয়। অধিবেশনের শুরুতে সভার সদস্যরা একজন সভাপতি ও ২১ জন সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন। জাতিপুঞ্জের বর্তমান সদস্য ১৯৩।

কার্যাবলী ঃ-

(ক) **আইন সংক্রান্ত কাজ ঃ-** সনদের ১৩(১) নং ধারানুসারে আন্তর্জাতিক আইন লিপিবদ্ধকরণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আলোচনা ও সুপারিশের ব্যবস্থা করা সাধারণ সভার কাজ।

(খ) **তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ-** অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, কর্মদপ্তর, নিরাপত্তা পরিষদও তাদের কাজের বিবরণ সাধারণ সভার নিকট পেশ করতে হয়।

(গ) অর্থনৈতিক ক্ষমতা ঃ- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোষাগারের দায়িত্ব রয়েছে সাধারণ সভার নিকট। প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় হিসাব পরীক্ষা এবং ব্যয় অনুমোদন করা সভার কাজ। কোন সদস্য রাষ্ট্র কত চাঁদা দিতে হবে তা নির্ধারন করে সাধারণ সভা।

(ঘ) **আলোচনা ও সুপারিশ ঃ-** নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত বিষয় বাদ দিয়ে সনদে অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় সাধারণ সভা-আলোচনা করতে পারে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, মানবাধিকার ইত্যাদি যে কোন বিষয় নিয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলি আলোচনা ও সুপারিশ করতে পারে।

(ঙ) **সনদ-সংশোধন ঃ-** সনদ সংশোধনী প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতিক্রমে সাধারণ সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে কার্যকরী হয়।

(চ) পর্যবেক্ষণ সচিবালয় সহ জাতিপুঞ্জের সমস্ত অঙ্গের প্রশাসন ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব সাধারণ সভার। নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, কর্ম দপ্তর ইত্যাদির প্রতিবেদন সাধারণ সভার নিকট পেশ করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ (২) সম্মিতি জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবকাঠামো ও পদ্ধতিগত সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার। এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অভিযোগ প্রতিফলিত হয়।

ক) নিরাপত্তা পরিষদ এখন আর সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে না।

খ) পরিষদ দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ পশ্চিম রাষ্ট্রগুলোর আশা-আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তগুলো মহাশক্তিধর কিছু রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

গ) নিরাপত্তা পরিষদে সমতা ভিত্তিক কিংবা ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা নেই।

ঘ) নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্রের 'ভেটো' দানের ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ।

ঙ) নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন অঞ্চল - যেমন পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার কোনও স্থায়ী প্রতিনিধি নেই।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (১) নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসনলাভের ব্যাপারে ভারতের দাবির প্রতি তোমার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করো।

প্রশ্ন ঃ (২) রাষ্ট্রপুঞ্জের পুনর্গঠন মানেই হল নিরাপত্তা পরিষদের পুনর্গঠন - তোমার যুক্তি দাও।

প্রশ্ন ঃ (৩) রাষ্ট্রপুঞ্জ একটি অপরিহার্য বিশ্ব সংগঠনে পরিনত হওয়ার পেছনে কারণ গুলি কী কী আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৪) নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৫) একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে জাতিপুঞ্জের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৬) আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ঃ (৭) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৮) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা সম্পর্কে বর্ণনা করো।

সপ্তম অধ্যায় ঃ সমকালীন বিশ্বের নিরাপত্তা

সারমর্ম ঃ- দেশের সার্বভৌমিকতা, স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখন্ডতা এবং জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করাই হল নিরাপত্তা। যার সঙ্গে দেশের স্থিতিশীলতা গভীর ভাবে যুক্ত। নিরাপত্তা বলতে আমরা জাতীয় **নিরাপত্তাকেই** বুঝি। রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং অসামরিক বিদেশনীতি অনুসরণ ইত্যাদি নিরাপত্তার ফলশ্রুতি।

নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছু জানার বা শোনার চেষ্টা যখন আমরা করি, তখন আমাদের সামনে নিরাপত্তার প্রথাগত অর্থাৎ জাতীয় নিরাপত্তার ধারণাটি চলে আসে। নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রথাগত ধারনায় সেনাবাহিনীর হুমকিকে কোনো দেশের **পক্ষে** সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়।

প্রথাগত নিরাপত্তার ধারণাটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সাথেও সম্পর্কিত। সব রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে নিরাপত্তা জনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়। এটাকে বলা হয় প্রথাগত নিরাপত্তার আভ্যন্তরীণ বিষয়।

প্রথাগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সংঘর্ষ হ্রাস করা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব। এই ধরনের প্রচেষ্টা যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল দুটি ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ। কারণ কোন দেশ শুধু সঠিক কারণের প্রেক্ষাপটেই যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। যেমন - আত্মরক্ষার জন্য কিংবা অপর দেশের জনগণকে গণহত্যা থেকে সুরক্ষিত করা।

নিরাপত্তা বিষয়ে অপ্রথাগত ধারণা অনেক বেশি বিপজ্জনক; বিশাল আকারে সমগ্র বিশ্ব সমাজকে হুমকির মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। পরিবেশ দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, AIDS, করোনা-র মত মহামারি সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

হুমকির নতুন উৎস হিসাবে সন্ত্রাসবাদকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ হল কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক আদর্শ সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণের ভীতি প্রদর্শণ। সন্ত্রাসবাদ নিজের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য বিনা প্ররোচনায় ও অতর্কিতে গোপনে সুপরিকল্পিতভাবে **এমন** অন্তর্ঘাত বা হত্যালীলা চালায় যার পরিণতিতে **সাধারণ** মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদ একটি অপ্রথাগত হুমকি বিশেষ।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকি মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা অনেক বেশী কার্যকর পদ্ধতি। কারণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কিংবা সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় শক্তি যদিও ভূমিকা পালন করে, কিন্তু দারিদ্র্য দূরীকরণ, শরনার্থী সমস্যার সমাধান, মহামারি নিয়ন্ত্রণে শক্তি বা বলপ্রয়োগ বেশি কার্যকর নয়।

দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ভারত। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত চার বার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তাই নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতি ভারত যত্নবান। ভারত সরকার সর্বদা আন্তর্জাতিক আদর্শ সমূহের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সংঘঠিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন করে তুলেছে। সরকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ঠ ও যত্নবান।

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও। **মান - ১**

১) প্রথম কবে ভারত পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায়?

উঃ- ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার ভারত পরমানু বিস্ফোরন ঘটায়।

২) কাকে ভারতের 'মিসাইল ম্যান' বলা হয়?

উঃ- প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড.এ.পি.জি আবদুল কালামকে ভারতে মিসাইল ম্যান বলা হয়।

৩) সাম্প্রতিক কোন্ ভাইরাস মানব সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে?

৪) কোন্ নদীর জলবন্টন নিয়ে ভারত-পাক বিরোধ তুঙ্গে?

৫) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

৬) করোনা **ভাইরাস** দ্বারা আক্রান্ত রোগের নাম কী?

৭) কোন্ তারিখে 'বিশ্ব এইডস দিবস' পালন করা হয়?

৮) 'জৈবিক অস্ত্র সম্মেলন' (BWC) কবে স্বাক্ষরিত হয়?

৯) **'রাসায়নিক অস্ত্র সম্মেলন'** (CWC) কবে স্বাক্ষরিত হয়?

১০) নিরাপত্তা হল অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ থেকে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সুরক্ষা - কে বলেছেন?

১১) পরমাণু অস্ত্র সম্প্রসারণ রোধ চুক্তি (NPT) কবে স্বাক্ষরিত হয়?

১২) ব্লাড ফ্লু (Bird Flu) কী নামে পরিচিত?

১৩) কবে চিনের সাথে ভারতের যুদ্ধ হয়েছিল?

১৪) জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষা বাহিনী কবে 'নোবেল' পুরস্কার পায়?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও। **মান - ১**

১) ভারতের সংসদের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলা হয় -

(ক) ১২ জানুয়ারী ১৯৯০, (খ) ২০ মার্চ ২০২১,

(গ) ১৫ জুন ২০২০, (ঘ) ১৩ ডিসেম্বর ২০০৯।

উঃ- ভারতের সংসদের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলা হয় - ১৩ ডিসেম্বর ২০০৯।

২) ভারত ও চিন মধ্যবর্তী সীমান্তরেখাকে বলা হয় -

(ক) অক্ষরেখা, (খ) ডুরান্ড রেখা, (গ) ম্যাকমোহন রেখা, (ঘ) কোনটিই নয়।

উঃ- ভারত ও চিন মধ্যবর্তী সীমান্তরেখাকে বলা হয় - ম্যাকমোহন রেখা।

৩) মানবাধিকার দিবস পালন করা হয় -

(ক) ৫ জুন, (খ) ৭ মার্চ, (গ) ৯ জুন, (ঘ) ১০ ডিসেম্বর।

৪) ভারত প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় -

(ক) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে।

৫) অস্থায়ী ভাবে স্বদেশ ত্যাগ করলে তাদের বলা হয় -

(ক) বিদেশি, (খ) শরনার্থী, (গ) প্রব্রজন, (ঘ) অভিবাসী।

৬) তৃতীয় ধরনের মারনাস্ত্র হল -

(ক) জীবাণু অস্ত্র, (খ) রাসায়নিক অস্ত্র, (গ) পরমাণু অস্ত্র,(ঘ) সবগুলি সঠিক।

৭) ভারত কিয়োটো প্রটোকলে স্বাক্ষর করেন -

(ক) ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১৫০ শব্দের মধ্যে) ঃ- **মান - ৬**

প্রশ্ন ঃ (১) পরমাণু অস্ত্র রোধে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের ভূমিকা আলোচনা করো।

উঃ- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের ওপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণের পর থেকেই ভারত পরমাণু অস্ত্র বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু পরমণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে প্রচার করেছেন।

তবে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধির সময় এবং ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় পরীক্ষামূলকভাবে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায়। ভারত পরমাণু অস্ত্র সম্প্রসারণ রোধ চুক্তি (NPT) এবং সার্বিক পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ (CTBT) এই দুই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। কারণ এই চুক্তি ছিল পরমাণু শক্তিধর পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের স্বার্থেই।

ভারত যে ভূমিকা পালন করে সেগুলি হল -

(ক) NPT এবং CTBT দুটি চুক্তিতেই বৈষম্য বিদ্যমান। কারণ পরমাণু অস্ত্রহীন রাষ্ট্র অস্ত্র তৈরি বা পরীক্ষা করতে পারবে না, অথচ যাদের অস্ত্র আছে সে সব রাষ্ট্রের অস্ত্র ধ্বংস করার কথা বলা হয় নি। একমাত্র ভারতই বিরোধীতা করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

(খ) 'নো ফাস্ট ইউজ ডকট্রিন' অনুযায়ী ভারত প্রচলিত সামরিক শক্তি ব্যবহার করে যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আত্মরক্ষার্থে পরমাণু হামলা চালাতে পারে, এই জন্যই পরমাণু পরীক্ষামূলক ভাবে বিস্ফারণ করে বিশ্বকে জানান দিয়েছে।

(গ) পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (১৯৭০) এ ভারত, পাকিস্তান এবং ইজরায়েল সই করেনি। ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কোরিয়াও চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসে। ফলে আমেরিকা, ব্রিটেন এবং রাশিয়া তাদের অস্ত্রের সম্ভার কমিয়েছে।

(ঘ) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানকারী দেশ ভারত ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে অঙ্গীকার করেছে। ভারত ছিল প্রথম দেশ যে দেশ ১৯৫৪ সালে পরমাণু পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার আহ্বান করেছিলেন বিশ্ব নেতৃত্বের কাছে।

(ঙ) ভারত জৈবিক অস্ত্র সম্মেলন, রাসায়নিক অস্ত্র সম্মেলনে স্বাক্ষর করেছে এবং অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়া ভারত হেগ-আচরণ বিধিতেও সম্মতিদানকারী রাষ্ট্র। ভারত স্বেচ্ছায় অনেক পারমাণবিক মজুদ অস্ত্র নষ্ট করে দেয়, যা বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির নিকট নজীর সৃষ্টি করেছে।

(চ) পারমাণবিক সরবরাহকারী গোষ্ঠী ভারতকে অসামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি এবং অন্যান্য দেশ থেকে জ্বালানী আমদানি করার অনুমতি প্রদান করে। এটি বাস্তবায়নের ফলে ভারত পারমাণবিক অস্ত্রযুক্ত একমাত্র দেশে পরিণত হয় যারা NPTএর অন্তভূক্ত নয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপি পারমাণবিক বানিজ্য চালানোর অনুমতি আছে।

বিশ্ববাসীকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করার জন্য অচিরেই নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন আর এই কাজে ভারত অগ্রণী ভূমিকা পালনের কর্তব্য বজায় রেখেছে।

প্রশ্ন ঃ (২) ভারতের নিরাপত্তা কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করো।

ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন প্রকারের প্রথাগত সামাজিক এবং অপ্রথাগত হুমকি মোকাবিলা করে আসছে। ভারতের নিরাপত্তার চারটি বৃহৎ উপাদান রয়েছে এবং এগুলোকে সময়ে সময়ে বিভিন্নভাবে যুক্ত করে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ক) সামরিক শক্তিকে মজবুত করা ঃ ভারত তার কিছু প্রতিবেশীর সাথে সম্মুখ সমরে জড়িয়ে পড়েছে; তাই ভারত দেশের সামরিক শক্তিকে মজবুত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। দেশের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ভারত পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

খ) আন্তর্জাতিক নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা ঃ ভারতের নিরাপত্তা সম্পর্কিত স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে ভারত সচেষ্ট। উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ থেকে মুক্তি, নিরস্ত্রীকরণ এবং আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ নিরসনে রাষ্ট্র সংঘের সক্রিয় ভূমিকার প্রতিবার সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

গ) অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান ঃ ভারতের নিরাপত্তার তৃতীয় উপাদানটি হলো দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান। সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহকে ভারত দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করছে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুরক্ষায় ভারত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আপন করে নিয়েছে।

ঘ) অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঃ ভারত এমনভাবে নিজের অর্থনীতির উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে বিশাল সংখ্যক জনগণকে দারিদ্রতা ও দুর্দশা থেকে মুক্ত করা যায় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (১) একটি দেশ যখন নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকির সম্মুখীন হয় তখন তার সামনে কী কী বিকল্প খোলা থাকে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (২) সামরিক জোট সমূহের কী কী উদ্দেশ্য থাকে - উদাহরণ সহ আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৩) পরিবেশের বিপর্যয় মানে নিরাপত্তার প্রতি হুমকি - তোমার মতামত উল্লেখ করো।

প্রশ্ন ঃ (৪) হুমকির নতুন উৎসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৫) নিরাপত্তার প্রথাগত ও অপ্রথাগত ধারণা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করো।

অষ্টম অধ্যায় ঃ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

সংক্ষেপে ঃ- মানুষ ও তার চারপাশের যে অবস্থার মধ্যে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বসবাস করে, সেই সব জৈব ও অজৈব অবস্থার সমাহারকে পরিবেশ বলে। পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ কেন বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গ?

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত স্টকহোম সম্মেলন হল পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক রূপ প্রদানের প্রথম পদক্ষেপ। এই সম্মেলনে প্রতি বছর ৫ জুন তারিখকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ব্রাজিলের রিও.ডি. জেনেইরোতে জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে ১৯৯২ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত হয় 'ধরিত্রী সম্মেলন'। এই সম্মেলনে ৫টি বিষয়ের উপর চুক্তি সম্পাদিত হয়, যথা - রিও ঘোষণা, জলবায়ু সম্পর্কিত চুক্তি, জৈব বৈচিত্র্য চুক্তি, অরণ্য নীতিসমূহ সম্পর্কিত চুক্তি এবং এজেন্ডা-২১।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার উদ্যোগে ১৯৯৭ খ্রিঃ একটি বিশেষ অধিবেশন বসে এজেন্ডা-২১ কে পুনঃসমীক্ষা করে দেখার জন্য। রিও ঘোষণার ফলে প্রতিটি রাষ্ট্র নিজস্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন নীতি অনুসারে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের অধিকার আছে। পরিবেশ দূষণের দায় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে ক্ষতিপূরণ নীতি গ্রহণ করবে। পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

সমষ্টিগত সম্পদ বলতে সেই সকল এলাকা বা সম্পত্তিকে বোঝায় যা কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানা নয়। বৈশ্বিক সমষ্টিগত সম্পদ বলতে সেই সম্পদকে বোঝায় যা কোনো জাতিরাষ্ট্রের এক্তিয়ার নয়, বরং তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে থাকে। যেমন - বায়ুমন্ডল, অ্যান্টার্কটিকা, মহাকাশ, সমুদ্রতল ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে একাধিক আইন প্রণয়ন করেছে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে জলদূষণ রোধ সংক্রান্ত আইন, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বায়ুদূষণ রোধ সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি। বসুন্ধরা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার মানব স্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিশেষ করে বনাঞ্চলের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ত্রিপুরা-সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেশীয় জনগণের যে সমস্ত আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ঝাড়খন্ডের আন্দোলন, নাগা আন্দোলন, মিজো আন্দোলন, খাসি আন্দোলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আদিবাসীদের নিজস্ব অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে এই ধরনের আন্দোলন ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধ ও পরিবেশগত বিষয়ের সুরক্ষার জন্য ভারত সর্বদাই উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছে। ভারত ২০০২ খ্রিস্টাব্দে কিয়োটো প্রটোকলে স্বাক্ষর করেছে। পরিবেশগত বিষয়ে সুরক্ষার জন্য ভারত সার্ক-এ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয় সংবিধানের ৫১ (ক-খ) এবং ৪৮ (ক) নং ধারায় পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উপেক্ষিত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা আদিবাসী নেতারা মিলিত হয়ে তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে গঠন করেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিশ্ব পরিষদ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরামর্শদাতার অন্যতম সংগঠন এটি।

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণবাক্যে উত্তর দাও ঃ **মান - ১**

১) কোন্ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়?

উঃ- বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয় - ৫ই জুন তারিখে।

২) বিশ্ব জলবায়ু সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত -

উঃ- বিশ্ব জলবায়ু সংস্থার সদর দপ্তর - জাপানের কিয়োটোতে অবস্থিত?

৩) জাতিপুঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনের উপর ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন কবে হয়?

৪) ভারত কবে কিয়োটো প্রটোকলে স্বাক্ষর করে?

৫) বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য কোন্ গ্যাস দায়ী?

৬) ভারতের কোন্ রাজ্যে উপজাতি অংশের লোক বেশী বসবাস করে?

৭) ভারতের কোন্ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে উপজাতি লোক বেশী বসবাস করে?

৮) 'ধরিত্রী সম্মেলন' কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৯) পরিবেশ সুরক্ষায় ভারত সরকারের একটি আইনের নাম করো।

১০) বাঁধ বিরোধী আন্দোলন প্রথম কোন্ দেশে হয়?

১১) বিশ্ব জৈব বৈচিত্র্য রক্ষার কাজে যুক্ত সংগঠনটির নাম কী?

১২) আর্থ আওয়ার কী?

১৩) ভারত সরকারের 'পরিবেশ ও বন মন্ত্রক' কবে হয়?

১৪) WWFN এরপুরো নাম লেখো।

১৫) পৃথিবী দিবস প্রথম কবে পালন করা হয়?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও। **মান - ১**

১) কিয়োটো প্রটোকল গৃহীত হয় -

(ক) ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, (খ) ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, (গ) ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে, (ঘ) ২০০২ খ্রীষ্টাব্দে।

উঃ- কিয়োটো প্রটোকল গৃহীত হয় - ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।

২) জাতিপুঞ্জের পরিবেশ কর্মসূচীর সদর দপ্তর -

(ক) নাইরোবিতে, (খ) জেনেভাতে, (গ) নিউইয়র্কে, (ঘ) কিয়োটোতে।

উঃ- জাতিপুঞ্জের পরিবেশ কর্মসূচীর সদর দপ্তর - নাইরোবিতে।

৩) ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কিয়োটো প্রটোকল বয়কট করে -

(ক) কানাডা, (খ) জাপান, (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (ঘ) ভারত।

৪) এজেন্ডা-২১ সম্পর্ক যুক্ত -

(ক) নিরস্ত্রীকরণ, (খ) ভিয়েনা সম্মেলন,

(গ) ধরিত্রী সম্মেলন, (ঘ) জাতিপুঞ্জ উন্নয়ন কার্যক্রম।

৫) 'Limits to Growth' বইটি প্রকাশিত হয় -

(ক) ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে, (খ) ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, (গ) ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, (ঘ) ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে।

৬) নর্মদা আন্দোলনের প্রানপুরুষ হলেন -

(ক) চন্ডীপ্রসাদ ভাট, (খ) বাবা আমতে, (গ) আমির খান, (ঘ) গৌরা দেবী।

৭) জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার সহায়ক সংস্থা হল -

(ক) UNEP, (খ) UNFC, (গ) UNKYC, (ঘ) কোনটিই নয়।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৪০টি শব্দের মধ্যে)। **মান - ২**

১) এজেন্ডা-২১ কী?

উঃ- ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিও শহরে রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তা ২৭ টি নীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়, যা এজেন্ডা-২১ বা একবিংশ শতাব্দীর জন্য এজেন্ডা নামে পরিচিত।

২) রিও সম্মেলন কী?

৩) সমষ্টিগত সম্পদ বলতে কী বোঝায়?

৪) ভূ-রাজনৈতিক সম্পদ কি?

৫) নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন কী?

৬) গ্রিনহাউস সমস্যা বলতে কী বোঝায়?

৭) চিপকো আন্দোলন কী?

৮) সমষ্টিগত সম্পদ কাকে বলে?

৯) আর্থ আওয়ার কী?

১০) বিশ্ব উষ্ণায়ন বলতে কী বোঝায়?

১১) কিয়োটো প্রটোকল কী?

১২) বসুন্ধরা সম্মেলন বলতে কী বোঝায়?

১৩) আদিবাসী কাদের বলা হয়?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৮০টি শব্দের মধ্যে)। **মান - ৪**

প্রশ্ন ঃ- (১) রিও সম্মেলনের ফলাফল গুলি কী কী?

উত্তর সংকেত ঃ ব্রাজিলের রাজধানী রিও-ডি-জেনেরিও শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের **উদ্যোগে** 'পরিবেশ ও উন্নয়ন' বিষয়ক **সম্মেলন** অনুষ্ঠিত হয়। **১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত এই** সম্মেলনের নাম রিও সম্মেলন।

রিও সম্মেলনের **ফলাফলগুলো** গুলি হল -

(ক) দূষণ নিষিদ্ধ ঃ- প্রতিটি রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করবে কিন্তু তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে **যে** তাদের কাজের দ্বারা রাষ্ট্রের সীমানার বাইরের পরিবেশ **যাতে** নষ্ট না হয়। অর্থাৎ নিজের সম্পত্তি এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে **অন্যের** সম্পত্তির ক্ষতি না হয়।

(খ) পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ- রিও সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরিবেশগত এবং উন্নয়নমূলক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমান প্রজন্মকে উন্নয়নের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) ক্ষতিপূরণ দাবি ঃ- পরিবেশ দূষণের দায় নির্ধারণ এবং দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহন করবে। ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে **দূষণকারী**।

(ঘ) নাগরিকদের ভূমিকা ঃ- রিও ঘোষণা অনুযায়ী পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সমাজের সকল অংশের নাগরিকদের ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা নিরাপদ ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার জন্য নারী-**পুরুষ**, যুবক-**যুবতি** সকলের অংশ **গ্রহণ** প্রয়োজন।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (১) ১৯৯০-এর দশকের পর থেকে কেন বিশ্ব পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়গুলি রাষ্ট্রসমূহ অগ্রাধিকার দিচ্ছে?

প্রশ্ন ঃ (২) পৃথিবী সুরক্ষার ক্ষেত্রে আপস মীমাংসা এবং সমন্বয় হল রাষ্ট্রসমূহের দুটি গ্রহনযোগ্য নীতি' - উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৩) বিশ্বের সমষ্টিগত সম্পদের **ধারনাটির বাস্তবায়নজনিত** সমস্যা গুলি কী কী?

প্রশ্ন ঃ (৪) বিশ্ব রাজনীতিতে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো?

প্রশ্ন ঃ (৫) আদিবাসী জনগণের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করো?

প্রশ্ন ঃ (৬) পরিবেশ ইস্যুতে ভারতের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করো?

নবম অধ্যায় ঃ বিশ্বায়ন

সারমর্ম ঃ বিশ্বায়ন হল আন্তঃ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ এমন এক জটিল জাল যার মাধ্যমে বিশ্বের কোনো এক প্রান্তের ঘটনা বা সিদ্ধান্ত সমূহের দ্বারা আর এক প্রান্তে বসবাসকারী জনগণ অবিলম্বে প্রভাবিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ, পুঁজি, পণ্য, প্রযুক্তি প্রভৃতির আদান প্রদানই হল বিশ্বায়ন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, ন্যাটো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা ইত্যাদির মত আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক সংগঠনের আবির্ভাবের ফলে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই বর্তমানে অর্থনৈতিক নীতি, পরিবেশ নীতি, সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়, প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি ইত্যাদি কোনো বিষয়েই স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক বিশ্বায়ন হল এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া, যেখানে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি কোনো একটি একক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নিজেদের কর্মকান্ডকে সীমাবদ্ধ না রেখে বিশ্বব্যাপী নিজেদের ক্ষমতা ও ভোগ্য পণ্যকে সম্প্রসারিত করতে উদ্যোগী হয়। উদাহরণ - ন্যাটো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, IMF, বিশ্বব্যাঙ্ক।

কোনো একটি দেশের অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রনমূলক বিধিসমূহকে অপসারণ করে বিশ্ব-অর্থনীতির কাছে দেশীয় অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করাকেই বলে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন।

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন হল এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বিশ্বের কোন এক প্রান্তের তথ্য, পণ্যসামগ্রী ও সংস্কৃতি-সামাজিক রীতিনীতি **মূহুর্তের** মধ্যে বিশ্বব্যাপী অবাধে প্রবাহিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তিবৃন্দ, অঞ্চলসমূহ ও জাতিসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সাংস্কৃতিগত **ব্যবধান** দূরীভূত হয়।

ভারতের উপর বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতের বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের পরিমান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহুজাতিক কোম্পানী ভারতে তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছে। ভারতের বিভিন্ন কোম্পানী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেদের ব্যবসা বানিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে শুরু করেছে। যেমন অর্থব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি এবং কৃষিতে মন্দ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতের নিজস্ব বানিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মসমর্পণ করে বহুজাতিক সংস্থা **নিকট।**

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জুলাই ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি ঐতিহাসিক দিন। ঐদিন **শ্রী** নরসিমা রাও এর অর্থমন্ত্রী **শ্রী** মনমোহন সিং ভারত সরকারের নতুন অর্থনৈতিক নীতি ঘোষনা করেন। বহুজাতিক কোম্পানীতে দক্ষকর্মী নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। মোটা অঙ্কের বেতন এবং সুস্থ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানির জন্য রপ্তানিমুখী সংস্থা গঠিত হয়। একই সঙ্গে বিশ্বায়নের ফলে কর্মী ছাঁটাই **এর** সুবন্দোবস্ত হয়। কাজ থাকলে শ্রমিকদের ডেকে নেওয়া, কাজ না থাকলে তাড়িয়ে দেওয়া। অতিসম্প্রতি করোনা পরিস্থিতিতে দেশে লক-ডাউনের সময় এইরূপ কর্মী ছাটাইয়ের মত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। **সে** সব শ্রমিকরা নাম পেয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্বায়ন বিরোধী বিভিন্ন অংশের মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করা গেছে। ভারতে বামপন্থীদের মতে ধনী আরো ধনী এবং গরীব আরো গরীব হবে। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার সিয়াটেল সম্মেলনে পঞ্চাশ হাজার মানুষ বিক্ষোভ দেখায়। ২০০১ সালে ইতালির জেনেভা শহরে G-8 এর সম্মেলনে প্রতিবাদী যুবক কার্লো **গিউলিয়ানি পুলিশের গুলিতে নিহত হন।**

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও ঃ **মান — ১**

১) WSF -এর পুরো নাম লেখো?

উত্তর ঃ World Social Forum.

২) বিশ্বায়ন কি?

৩) দুটি অর্থনৈতিক সংস্থার নাম কর, যারা বিশ্বায়নকে ত্বরান্বিত করেছে?

৪) কখন ভারত সরকার "নতুন অর্থনৈতিক নীতি" ঘোষণা করে?

৫) কে ভারতের "নতুন অর্থনৈতিক নীতি" ঘোষ করেন?

৬) অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন কী?

৭) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিয়াটেল সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৪০ টি শব্দে মধ্যে) **মান - ২**

১) বহুজাতিক কোম্পানি বলতে কী বোঝায়?

উঃ- বহুজাতিক কোম্পনি বলতে সেই সকল সংস্থাকে বোঝায় যারা বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে নিজেদের ভোগ্যপণ্য নিয়ে বিভিন্ন দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশের বাজারে প্রবেশ করে এবং পণ্য সামগ্রী বিক্রি ও বিপণনের ব্যবস্থা করে।

উদাহণ - ফোর্ড, নাইকি ইত্যাদি।

২) বহুজাতিক কোম্পানীর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৩) সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন কী?

৪) 'হায়ার এন্ড ফায়ার' কী?

৫) বিশ্বায়ন কাকে বলে?

৬) আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের দুটি কাজ লেখো।

৭) বিশ্ববানিজ্য সংস্থার দুটি কাজ লেখো।

৮) মুক্ত বানিজ্য বলতে কী বোঝায়?

৯) বিশ্বগ্রাম বলতে কী বোঝায়?

১০) বিশ্বায়ন বলতে নোয়াম চমস্কির বক্তব্য কী ছিল?

১১) উদারীকরণ বলতে কী বোঝায়?

১২) বেসরকারিকরন কী?

১৩) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র কী?

১৪) সাইবার অপরাধ কাকে বলে?

১৫) ম্যাকডোনালিকরণ কী ?

১৬) বিশ্ব সামাজিক ফোরাম (WSF) কী ?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৮০ টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৪**

প্রশ্ন ঃ (১) ভারতের উপর বিশ্বায়ণের প্রভাব আলোচনা কর।

উঃ- ভারতের মিশ্র **অর্থনীতির** উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পারেনি এবং বিদেশী বিনিয়োগ আনতেও সমর্থ হয়নি। ফলে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহন করে। যার অন্যতম অংশ ছিল বানিজ্য ও বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া।

বহুজাতিক কোম্পনি স্থাপন ঃ বিদেশি পুঁজি **নিয়ন্ত্রণের** বাধানিষেধ তুলে নেওয়ায় অনেক বহুজাতিক কোম্পানি ভারতে তাদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এতে ভারতীয় দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

সাংস্কৃতিক প্রভাব ঃ- পশ্চিমা সংস্কৃতি অর্থাৎ মার্কিন ও ইউরোপের সংস্কৃতি অতি দ্রুত ভারতে প্রভাব বিস্তার করে। পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাস রীতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বার্গার, পিজা, জিন্স ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে।

প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভাব ঃ বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতে তথ্য প্রযুক্তি ও মহাকাশ প্রযুক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও উন্নয়ন ঘটে। LED, AC, PC, Smart Phone ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসে পরিণত হয়েছে।

অনেকের মতে পশ্চিমী সংস্কৃতি ভারতের যুব সমাজকে অতিআধুনিক করে তুলেছে যা ভারতীয় পরম্পরাগত সংস্কৃতির বিরোধী।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (১) বিশ্বায়নের আলোকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের পরিবর্তনশীল ভূমিকার প্রভাব সম্পর্কে লেখো।

প্রশ্ন ঃ (২) বিশ্বায়নের কারণসমূহ সংক্ষেপে লেখো।

প্রশ্ন ঃ (৩) বিশ্বায়নের রাজনৈতিক ফলাফলসমূহ উল্লেখ করো।

প্রশ্ন ঃ (৪) বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক ফলাফলসমূহ উল্লেখ করো।

প্রশ্ন ঃ (৫) বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ফলাফলসমূহ উল্লেখ করো।

প্রশ্ন ঃ (৬) সংক্ষেপে বিশ্বায়নের বিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৭) সংক্ষেপে ভারতে বিশ্বায়নের বিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৮) বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ভূমিকা লেখো।

স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজনীতি

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান - ২

প্রথম অধ্যায় ঃ রাষ্ট্র নির্মাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সমূহ

সারমর্ম ঃ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের **১৫ই আগস্ট** ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। **১৪ই আগস্ট** মধ্যরাত্রিতে জাতির উদ্দেশ্যে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এক ভাষণ প্রদান করেন। এ **ভাষণ** আমাদের সকলের কাছে পরিচিত ছিল 'নিয়তির সঙ্গে মিলন' নামে। তাঁর মূল কথা ছিল স্বাধীনতা ও ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে আমাদের **দায়িত্ব** হল ভারতের প্রতিটি মানুষের দারিদ্র্য, অসাম্য, অজ্ঞতা দূর করা, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ভারতরাষ্ট্র গড়ে তোলা, জীবনের পূর্ণতা নিশ্চিতকরণের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

* স্বাধীন ভারতবর্ষ যে কয়েকটি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল **সেগুলি** হল -

প্রথমত, ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠন করা, যেখানে সমাজের বিভিন্নতার জন্য উপযোগী জায়গা থাকবে।

দ্বিতীয়ত, সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিকাশ করা,

তৃতীয়ত, সরকার সকলের জন্য কাজ করবে, বিশেষ করে **গরিব** ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের মঙ্গল সুনিশ্চিত করা।

* ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে একটি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে। সমগ্র ভারত দ্বিখন্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি অনুসারে মুসলমান **সংখ্যাগরিষ্ঠ** অঞ্চল পাকিস্তান এবং অবশিষ্ট অঞ্চল **ভারতের অন্তর্ভুক্ত** হয়। এই বিভাজন বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে সীমান্তের দু'দিকে সংখ্যালঘুরা চরম নাজেহাল **অবস্থার** মধ্যে পড়ে। সীমান্তের উভয় দিকের **সংখ্যালঘুদের** গৃহ ছেড়ে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না।

ব্রিটিশরা ভারত-স্বাধীনতার পূর্বে ঘোষণা করেছিল যে, ভারতবর্ষে তাদের শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজ পরিবারের ওপর ব্রিটিশ শাসনেরও অবসান হবে। এতে মোট ৫৬৫টি রাজ্য স্বাধীন হবে। তারা ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান করতে পারবে অথবা তারা স্বাধীন থাকবে। এটি একটি গুরুতর সমস্যা যা ভারতের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

এই অবস্থায় হায়দ্রাবাদের নিজাম, **ভূপালের নবাবের** এর মতো শাসকগণ গণপরিষদে যোগদানের বিরোধী **ছিলেন**। স্বাধীনতা লাভের পরই এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে **সর্দার বল্লভ** ভাই প্যাটেল ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বেশিরভাগ প্রদেশকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। কিন্তু, জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর ও মণিপুরের রাজারা **ভারতের** সংযুক্তি করণের **দলিলে** স্বাক্ষর না করে ব্যাপারটি অনেক কঠিন করে তোলেন। যদিও **তারা** পরবর্তীতে যোগদান করে।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের আন্দোলনের চাপের ফলে তদানীন্তন ভারত সরকার রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য **১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে** রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন **গঠন** করেন। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সমগ্র ভারত **১৬টি** রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কথা বলা হয়। **১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে** রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ হয় এবং ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করা হয়।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সুবিধা হল - বিবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং আঞ্চলিক দাবির সাযুজ্য বিধান সম্ভব **হয়**। দেশ বিভাগের ফলে ব্যাপক ধর্মীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও **এর** সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে ভারতে চরম অর্থনৈতিক দারিদ্র **দেখা দেয়**। এই সমস্যার মধ্য দিয়ে একটি জাতি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ।

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও। **মান - ১**

১) রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন কবে গঠিত হয়?

উঃ- রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয় ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে।

২) 'A Train to Pakistan' গ্রন্থের লেখক কে?

উঃ- 'A Train to Pakistan' গ্রন্থের লেখক ছিলেন খুশবন্ত সিং।

৩) ত্রিপুরা কবে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায়?

৪) কে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠনের দাবিতে অনশন করে মৃত্যু বরন করেন?

৫) গোয়ায় কাদের উপনিবেশ ছিল?

৬) রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সভাপতি কে ছিলেন?

৭) ভারতের রাজনীতিতে 'লৌহ মানব' নামে কে পরিচিত?

৮) স্বাধীন ভারতে ফরাসি-উপনিবেশটির নাম কী ছিল?

৯) 'জিন্দানামা'- গ্রন্থের লেখক কে?

১০) কাশ্মীরের কোন্ রাজা ভারতের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ চুক্তি করেন?

১১) হায়দ্রাবাদ অভিযানে কে নেতৃত্ব দেন?

১২) 'নাগমণি' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

১৩) কোন্ ঘটনাকে 'হৃদয়ের বিভাজন' বলা হয়?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ **মান - ১**

১) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাজনের সময় গভর্নর জেনারেল ছিলেন -

(ক) লর্ড মিন্টো, (খ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন, (গ) লর্ড ক্যানিং, (ঘ) কেউই নয়।

উঃ- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাজনের সময় গভর্নর জেনারেল ছিলেন - লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

২) নিজামের আধাসামরিক বাহিনীর নাম ছিল -

(ক) সামরিক সেনা, (খ) মুসলিম বাহিনী, (গ) রাজাকার বাহিনী, (ঘ) কোনটিই নয়।

উঃ- নিজামের আধাসামরিক বাহিনীর নাম ছিল - রাজাকার বাহিনী।

৩) গণভোটের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় -

(ক) হায়দ্রাবাদ, (খ) জুনাগড়, (গ) কাশ্মীর, (ঘ) মণিপুর।

৪) পট্টি শ্রীরামুলুর অনশন করে মৃত্যু হয় -

প্রশ্ন ঃ- (ক) ১০ দিন, (খ) ৩০ দিন, (গ) ৫৬ দিন, (ঘ) ৬০ দিন।

৫) মণিপুরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় -

(ক) জানুয়ারি ১৯৪৫, (খ) সেপ্টেম্বর ১৯৪৭, (গ) জুন ১৯৪৮ (ঘ) আগস্ট ১৯৪৭।

৬। 'নিয়তির সঙ্গে মিলন' ভাষণ দান করেন -

(ক) মহাত্মা গান্ধি, (খ) জওহরলাল নেহেরু,

(গ) ড. বি. আর আম্বেদকর (ঘ) মতিলাল নেহেরু।

৭) রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ হয় -

(ক) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে।

মানচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ **মান - ১**

১) ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে যে রাজ্যে পোর্তুগিজ উপনিবেশ ছিল।

২) যে রাজ্য গঠনে ৫৬ দিন অনশন করতে হয়।

৩) ভারতের প্রথম ভাষা ভিত্তিক রাজ্য।

৪) যে অঙ্গরাজ্য ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়।

৫) রাজন্য শাসিত রাজ্য জুনাগড়।

৬) রাজন্য শাসিত রাজ্য হায়দ্রাবাদ।

৭) ২০০০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশ ভেঙে যে রাজ্য সৃষ্টি হয়।

৮) ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বিহার ভেঙ্গে যে রাজ্য সৃষ্টি হয়।

৯) ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব ভেঙ্গে যে রাজ্য সৃষ্টি হয়।

১০) ২০০৪ সুনামীতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য।

১১) রাজার শাসন হিসাবে অবস্থিত গোয়ালিয়র।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৪০টি শব্দের মধ্যে) **মান - ২**

১) রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন কী?

উঃ- স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের আন্দোলনের চাপের ফলে তদানীন্তন ভারত সরকার রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিন সদস্যবিশিষ্ট যে কমিশন গঠন করে তা রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নামে পরিচিত।

২) নিয়তির সঙ্গে মিলন কী?

৩) রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের দুটি সুপারিশ লেখো।

৪) ফজল আলি কমিশন কী?

৫) কাকে কেন 'লৌহ মানব' বলা হয়?

৬) কীভাবে ত্রিপুরা স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে?

৭) জুনাগড় কীভাবে ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয়?

৮) দ্বিজাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝ?

৯) রাজন্য শাসিত রাজ্য মণিপুর কীভাবে ভারতের সাথে সংযুক্ত হয়?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১২০ শব্দের মধ্যে) **মান - ৫**

প্রশ্ন ঃ (১) রাষ্ট্র নির্মানের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ কী কী উল্লেখ করো।

উঃ- ভারত দীর্ঘ ইংরেজ শাসনমুক্ত হয়ে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। দেশ ভাগের ফলে সহিংসতা এবং বাস্তুচ্যুতির মতো ঘটনাগুলি ভারতবর্ষকে দুর্বল করে দেয়। এই সব ঘটনার প্রকৃতি এত ভয়ানক ছিল যে, সেগুলি ভারত রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছিল।

রাষ্ট্র হিসাবে ভারত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, সেগুলি হল -

(ক) ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনে প্রতিবন্ধকতা ঃ- ভারতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণের লোক বসবাস করে। এখানকার জনগণ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুসরণ করে। এই রকম বিবিধতায় ভরপুর একটি দেশকে কীভাবে একটি অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসাবে গঠন করা হবে, সেটি ছিল প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

(খ) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা ঃ- স্বাধীনতার পর সংবিধান অনুযায়ী ভারতে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এখানে নাগরিকদের মৌলিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। কিন্তু বাস্তবে এগুলিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সামনে আসে।

(গ) রাজন্য শাসিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্তিতে প্রতিবন্ধকতা ঃ- স্বাধীনতার পর দেশীয় রাজ্য গুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন এমন রাজ্যগুলি ট্রাভানকোর, হায়দ্রাবাদ, ভুপাল, মণিপুর প্রভৃতি। এছাড়া জম্মু-কাশ্মীর, মহীশূর ও জুনাগড়ের নবাবও ছিলেন। এসব রাজ-রাজাদের ঐক্যবদ্ধ ভারতে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ নিতে হয়।

(ঘ) সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে প্রতিবন্ধকতা ঃ- নতুন রাষ্ট্র হিসাবে ভারত সমগ্র সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ সুনিশ্চিতকরণে উদ্যোগী ছিল। কারণ দারিদ্র্যের অবসান, বেকারত্বের দূরীকরণ, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জনগণের জন্য বিশেষ সুরক্ষার নীতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, এসব শুভ কাজেও সমাজের একাংশের বিরোধীতায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

সবশেষে ভারত সরকার অখন্ড ভারত রাষ্ট্র গঠনে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত এইসব প্রতিবন্ধকতা গুলিকে সমাধান করে প্রগতির পথে এগিয়ে যায়।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) রাজন্য শাসিত প্রদেশের সংযুক্তিকরণের পথে কী কী বাধা ছিল -আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৩) রাজ্য পুনর্গঠিত কমিশনের কাজ কী ছিল? কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো কী ছিল? ২+৩

প্রশ্ন ঃ (৪) ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার জন্য জওহরলাল নেহেরুর যুক্তি উল্লেখ কর। এই যুক্তি গুলির পেছনে নৈতিকতা, সংবেদনশীলতা ও বিচক্ষণতা কতটুকু ছিল আলোচনা কর।

প্রশ্ন ঃ (৫) ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত করায় দুদেশের জনগণ কী কী সমস্যার মুখোমুখী হয়েছিল, আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৬) ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও প্রাদেশিক অখন্ডতা রক্ষায় সদ্দার প্যাটেলের ভূমিকা আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৭) ১৯৪৭ সালে দেশবিভাজনের ফলাফল আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৮) ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ ছিল?

প্রশ্ন ঃ (৯) হায়দ্রাবাদ ও মণিপুর কিভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো?

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ একদলীয় আধিপত্যের যুগ

সারমর্ম ঃ- পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বাধীনতা অর্জনের পর **বহু রাষ্ট্র** রাষ্ট্রগঠনে অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অতিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রের ধারনার প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। ভারতে **১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে** নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয় এবং **১৯৫০** সালের **২৬শে** জানুয়ারী তা কার্যকর হয়।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের সামনে **১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের** প্রথম **সাধারণ** নির্বাচন পরিচালনা করা ছিল ভীষণ কঠিন একটি কাজ। কিন্তু জনগণ অতি উৎসাহে নির্বাচনে **অংশগ্রহণ** করেছিল এবং নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিশাল জয়ের **পরিমাণ** সকলকে অবাক করে দিয়েছিল। যাক্ **প্রত্যাশামতো** প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন জওহরলাল নেহেরু।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একদলীয় আধিপত্যের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে ভারতে কংগ্রেস দলের একাধিপত্যের চরিত্র ছিল পৃথক। ভারতে গণতান্ত্রিক পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বহুদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস প্রতিটি নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। **কংগ্রেস** যেহেতু স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেছিল, তাই এই দলের গুরুত্ব ছিল সর্বাত্মক।

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে কেরালায় অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে **কমিউনিস্ট** দল বিশাল সংখ্যক আসন জয়লাভ করে এবং কংগ্রেস দল পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেয়েছিল। ই.এম.এস **নাম্বুদ্রিপাদ-এর** নেতৃত্বে **কমিউনিস্ট** সরকার ক্ষমতায় আসে।

১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসংঘের গঠন হয়। সুদক্ষ সংসদ সদস্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। যদিও এই দলের গোড়াপত্তন স্বাধীনতার আগে আর. এস. এস. এবং হিন্দু মহাসভায় খুঁজে পাওয়া যায়। **১৯৫০**-এর দশকে জনসংঘ নির্বাচনী রাজনীতির প্রাঙ্গণে ততটা সফলতা অর্জন করতে না পারলেও পরবর্তী নির্বাচন গুলোতে বহুলাংশে সফল **হয়।**

১৯৫৯ সালে চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। এই দল বিকাশমূলক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থনীতি, কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা, জাতীয়করণ এবং সরকারী পরিসেবা ইত্যাদির সমালোচনায় মুখর ছিল।

প্রথম তিনটি সাধারণ নির্বাচনে এবং অধিকাংশ রাজ্য বিধানসভা গুলির নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী এই সমস্ত দলগুলো নামমাত্র প্রতিনিধিত্ব অর্জনে সফল হয়েছে। তারপরেও ঐসব দলগুলোর উপস্থিতি ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিরোধী **দলগুলোর** চলমান শাসন ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ গণতন্ত্র বিরোধী হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণবাক্য উত্তর দাও। **মান - ১**

১) একদলীয় আধিপত্যের **কারণ** কী?

উঃ- একদলীয় আধিপত্যের **কারণ** হল - বিকল্প হিসাবে **কোনো** শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি।

২) এক দলীয় আধিপত্য রাষ্ট্রে কীসের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়?

উঃ- একদলীয় আধিপত্য রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

৩) ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?

৪) লোকসভার প্রথম সাধারণ নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

৫) লোকসভার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কয়টি আসনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল?

৬) লোকসভার প্রথম নির্বাচনে কোন্ দল দ্বিতীয় সর্বাধিক আসন পায়?

৭) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কোন্ দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?

৮) কে কংগ্রেস দলকে 'সরাই খানা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন?

৯) স্বাধীন ভারতে কবে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়?

১০) স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী কে ছিলেন?

১১) স্বাধীন ভারতে প্রথম অ-কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

১২) কে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন?

১৩) একাত্ম মানবতাবাদের ধারণার প্রণেতা কে ছিলেন?

১৪) Scheduled Caste Federation কে গঠন করেন?

১৫) EVM-এর পুরো নাম কী?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও। **মান - ১**

১) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হয় -

(ক) ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে।

উঃ- কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হয় - ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে।

২) স্বতন্ত্র দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন -

(ক) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, (খ) চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, (গ) কে এম মুন্সি, (ঘ) রাজীব গান্ধি।

উঃ- স্বতন্ত্র দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন - চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।

৩) তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন -

(ক) ভারতের কমিউনিস্ট দল, (খ) কংগ্রেস দল, (গ) স্বতন্ত্র দল, (ঘ) ভারতীয় জনসংঘ।

৪) 'মাইলা আচল' - এর লেখক -

(ক) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) ফনীশ্বর নাথ,

(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৫) ভারতে রিপাবলিকান পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হলেন -

(ক) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, (খ) ড. বি. আর. আম্বেদকর,

(গ) জওহরলাল নেহেরু, (ঘ) ফতিমা বিবি।

৬) সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত -

(ক) রামমনোহর লোহিয়া, (খ) সুভাষচন্দ্র বসু, (গ) সর্দার প্যাটেল, (ঘ) ড. বি. আর. আম্বেদকর।

৭) লোকসভা নির্বাচনে প্রথম EVM ব্যবহার হয় -

(ক) চতুর্দশ লোকসভা, (খ) পঞ্চদশ লোকসভা, (গ) ষোড়শ লোকসভা, (ঘ) সপ্তদশ লোকসভা।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৪০টি শব্দের মধ্যে) **মান - ২**

১) অন্তর্বর্তী সরকার কী?

উঃ- ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নব নির্বাচিত গণপরিষদের সদস্যদের নিয়ে এবং ব্রিটিশ ভারতকে স্বাধীন ভারতে রূপান্তরকরণে সহায়তা প্রদান কল্পে ভারতে যে সরকার গঠিত হয়েছিল, তা অন্তর্বর্তী সরকার নামে পরিচিত।

২) একদলীয় ব্যবস্থা কী?

৩) সমাজতান্ত্রিক দল বলতে কী বোঝায়?

৪) জনসংঘ কী?

৫) স্বতন্ত্র দল কী?

৬) ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের দুটি কাজ লেখো।

৭) সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলতে কী বোঝ?

৮) স্বার্থগোষ্ঠি বলতে কী বোঝ?

৯) দলাদলি বলতে কী বোঝায়?

১০) বিরোধী দল বলতে কী বোঝায়?

মানচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ **মান - ১**

১) প্রথম অ-কংগ্রেসি রাজ্য সরকার গঠিত হয় যে রাজ্যে।

২) ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি এমন রাজ্য।

৩) ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল এমন রাজ্য।

৪) সি রাজা গোপালাচারী যে রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।

৫) ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ৩৫৬ নং ধারা প্রয়োগ করে যে রাজ্যে।

৬) ১৯৫২-৬৭ খ্রিস্টাব্দে যে রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল না।

৭) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ২১ জানুয়ারি যে রাজ্য পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায়।

৮) ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে যে রাজ্যে ছাত্র আন্দোলন হয়।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১২০ শব্দের মধ্যে) **মান - ৫**

প্রশ্ন ঃ (১) স্বতন্ত্র দল কেন গঠিত হয়েছিল? এই দলের কর্মসূচিগুলো উল্লেখ করো।

উঃ- কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জমির সর্বোচ্চ **পরিমাণ** নির্ধারণ, রাজ্য সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্যের বানিজ্য ব্যবস্থার অধিগ্রহণ এবং সমবায়-চাষ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এর প্রতিবাদে আহ্বান জানিয়ে **১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট** মাসে গঠিত হয় স্বতন্ত্র দল। এই দলের নেতা ছিলেন - সি রাজা গোপালাচারী, কে **এস** মুন্সি, এন.জি রাঙ্গা, প্রমুখ।

স্বতন্ত্র দলের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ছিল -

(ক) সরকারের গৌণ ভূমিকা ঃ- স্বতন্ত্র দল অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৌণ ভূমিকা পালনে বিশ্বাসী। এই দলের মতে শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি আসতে পারে।

(খ) **বেসরকারিকরণে** বিশ্বাসী ঃ- বিকাশ মূলক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থনীতির কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা, জাতীয়করণ এবং **সরকারি** পরিষেবার বিরোধী ছিল স্বতন্ত্র দল। অর্থাৎ এই দল **বেসরকারিকরণে** বিশ্বাসী ছিল।

(গ) **কৃষিক্ষেত্রে** সংস্কার ঃ- স্বতন্ত্র দল কৃষিক্ষেত্রে ভূমি সিলিং, সমবায় চাষ এবং খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসার ওপর সরকারী **নিয়ন্ত্রণের** বিরোধী ছিল।

(ঘ) কর ব্যবস্থার বিরোধী ঃ- স্বতন্ত্র দল কর ব্যবস্থার বিরোধী ছিল এবং লাইসেন্সিং ব্যবস্থা উঠিয়ে দেবার দাবি করত।

(ঙ) জোট নিরপেক্ষতার বিরোধী ঃ স্বতন্ত্র দল জোট নিরপেক্ষতার নীতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার নীতির বিরোধীতা করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে **ঘনিষ্ঠ** সম্পর্কের পক্ষপাতী ছিল।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) একদলীয় আধিপত্যবাদী ব্যবস্থার বিস্তার কি ভারতীয় রাজনীতির গণতান্ত্রিক স্বরূপকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছিল - আলোচনা **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৩) ভারতীয় রাজনীতিতে **১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ** পর্যন্ত কংগ্রেস দলের **একাধিপত্যের কারণগুলি** বর্ণনা **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৪) ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ভূমিকা আলোচনা **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৫) ভারতবর্ষে ভোটদান পদ্ধতির বিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৬) স্বাধীন ভারতে বিরোধী দলগুলির উত্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

প্রশ্ন ঃ (৭) ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস দলের আধিপত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ পরিকল্পিত উন্নয়নের রাজনীতি

সারমর্ম ঃ পূর্ব নির্ধারিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে দেশের সম্পদকে সংগঠিত করা এবং তা ব্যবহার করে সর্বাধিক সুবিধা বা প্রতিদান পাওয়ার পন্থাকে বলা হয় পরিকল্পনা। ভারতে উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়কে বোঝায়। ফলে উন্নয়নের বিষয়টি শুধুমাত্র ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা কৃষকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়; বরং সরকারকেই এই বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতে সোভিয়েত উন্নয়নের মডেলের অনুসরণ করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ব্যবস্থাকে সুসংহত করা হয়। স্বাধীনতার পর **১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে** ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি। সরকার উন্নয়নের বৃহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখে **দীর্ঘমেয়াদি** বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করতে পারে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (**১৯৫১-৫৬ খ্রিস্টাব্দে**) মূল উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য **দূরিকরণ**। কৃষি, বাঁধ-নির্মাণ এবং সেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অর্থনীতিবিদ প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ-এর নেতৃত্বে এর রূপরেখা অঙ্কন করা হয়েছিল। সেখানে ভারী শিল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে কৃষির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখান দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়। এতে কৃষি বনাম শিল্পের সংঘাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যদিও শেষ পর্যন্ত কৃষি ও শিল্প সমানভাবে গুরুত্ব পায়। কারণ স্বাধীনোত্তর ভারতের চ্যালেঞ্জ ছিল ভারতবাসীকে দারিদ্র্যতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেওয়া।

ভারতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নির্ভর ধনতন্ত্র এবং সরকারী ক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতির মধ্যে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে; যেখানে একে অপরের **প্রতিযোগী** না হয়ে সহযোগী হয়। উভয়েই বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক যোগে কাজ করে, যা মিশ্র অর্থব্যবস্থা নামে পরিচিত।

ভারতের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ভূমি সংস্কার। অর্থাৎ ভূমির পুনর্বন্টনের পাশাপাশি খাজনার নিয়ন্ত্রণ, প্রজাস্বত্বের সংস্কার, কৃষি মজুরির পরিবর্তন, কৃষি সমবায়ের সংগঠন, কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষা ইত্যাদি।

১৯৬৫-৬৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সর্বত্র খরা, চিনের সঙ্গে দুটি যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে দেশে খাদ্য সংকট এবং বিভিন্ন প্রান্তে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। এমতাবস্থায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরামর্শে উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার, সেচের প্রসার এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহারের ফলে দানা জাতীয় খাদ্যশষ্যের বিশেষ করে গমের উৎপাদন অকল্পনীয় বৃদ্ধি পায়, যা ভারতের কৃষির ইতিহাসে 'সবুজ বিপ্লব' নামে পরিচিত। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম-উত্তর প্রদেশের বৃহৎ ও ধনী কৃষকগণ সবচেয়ে **বেশি** লাভবান হয়েছিল। এতে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও ঃ **মান - ১**

১) কবে ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়?

উঃ- ১৯৫১-১৯৫৬ এটি ভারতের গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

২) কোন্ রাজ্যে POSCO Plant অবস্থিত?

উঃ- POSCO Plant অবস্থিত ওড়িশায়।

৩) সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারতে কোন্ শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়?

৪) ভারতে সবুজ বিপ্লবের নায়ক কে?

৫) কোন্ সালে ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়?

৬) অপারেশন ফ্লাড কী?

৭) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়?

৮) কার **প্রধানমন্ত্রীত্ব** কালে ভারতে সমাজতান্ত্রিক নীতির বাস্তবায়ন শুরু হয়?

৯) কবে ভারত শেষ পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায়?

১০) GDP-এর পুরো নাম কী?

১১) ভারতে যোজনা কমিশনের পরিবর্তে কী গঠন করা হয়?

১২) পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

১৩) নীতি আয়োগ কবে গঠিত হয়?

১৪) NITI-এর পুরো নাম কী?

১৫) Indian Statistical Institute-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ **মান - ১**

১) দুগ্ধ মানব হিসাবে পরিচিত -

(ক) এম পি সিং, (খ) ভার্গিস কুরিয়েন, (গ) জে সি কুমারাপ্পা, (ঘ) কে এন রাজন।

উঃ- দুগ্ধ মানব হিসাবে পরিচিত - ভার্গিস কুরিয়েন।

২) ১৯৬০-এর দশকে চরম খাদ্য সংকট ছিল -

(ক) বিহার-এ, (খ) ত্রিপুরায়, (গ) হরিয়ানায়, (ঘ) উত্তর প্রদেশ-এ।

উঃ- ১৯৬০-এর দশকে চরম খাদ্য সংকট ছিল - বিহারে।

৩) 'Economy of Performance' বইটির লেখক -

(ক) মহালানবিশ, (খ) জে সি কুমারাপ্পা, (গ) জওহরলাল নেহেরু, (ঘ) ড.বি.আর আম্বেদকর।

৪) ভারতে গৃহীত অর্থনীতির আদর্শ হল -

(ক) পুঁজিবাদী অর্থনীতি, (খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, (গ) মিশ্র অর্থনীতি, (ঘ) কোনটিই নয়।

৫) Plan Holiday ছিল -

(ক) তৃতীয় পরিকল্পনায়, (খ) চতুর্থ পরিকল্পনায়, (গ) পঞ্চম পরিকল্পনায়, (ঘ) ষষ্ঠ পরিকল্পনায়।

৬) ভাকরা-নাঙ্গাল ও হীরাকুঁদ বাঁধ নির্মাণ হয় -

(ক) প্রথম পরিকল্পনায়, (খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনায়, (গ) তৃতীয় পরিকল্পনায়, (ঘ) চতুর্থ পরিকল্পনায়।

৭) ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয় -

(ক) ১৪টি, (খ) ১৭টি, (গ) ১৯টি, (ঘ) ১২টি।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৪০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ২**

১) সবুজ বিপ্লব কী?

উঃ- ভারতে ১৯৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়াই উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার, সেচের প্রসার এবং আধুনিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহারের ফলে দানা জাতীয় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে, তাকে সবুজ বিপ্লব বলা হয়।

২) সমবায় চাষ বলতে কী বোঝ?

৩) পরিকল্পনা থেকে বিরতি কী?

৪) সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫) মিশ্র অর্থনীতি কী?

৬) ভূমি সংস্কার কী?

৭) শ্বেত বিপ্লব কাকে বলে?

৮) নীতি আয়োগ কী?

৯) মহালানবিশ মডেল কী?

১০) পরিকল্পিত উন্নয়নের রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?

মানচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ **মানঃ- ১**

১) শ্বেত বিপ্লব যে রাজ্যে ঘটেছিল।

২) Indian Statistical Institute-যে রাজ্যে অবস্থিত।

৩) ভাকড়া-নাঙ্গাল প্রকল্প যে রাজ্যে অবস্থিত।

৪) হীরাকুঁদ বাঁধ যে রাজ্যে আছে।

৫) প্রথম ইস্পাত প্রকল্প অবস্থিত রাজ্য।

৬) ১৯৬৫-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজ্যে খাদ্য সংকট বেশি ছিল।

৭) পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো হয় যে রাজ্যে।

৮) সর্দার সরোবর প্রকল্প আছে যে রাজ্যে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ **মান — ৫**

প্রশ্ন ঃ (১) নীতি আয়োগের কার্যাবলি আলোচনা করো।

উঃ- পরিকল্পনা কমিশনের উত্তরসূরি হিসাবে ভারতবর্ষে ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী গঠিত হয় নীতি আয়োগ। এটি কোন সাংবিধানিক সংস্থা নয়।

নীতি আয়োগের কার্যাবলি হল -

(ক) সমন্বয় সাধন করা ঃ- নীতি আয়োগ কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রক এবং কেন্দ্র-রাজ্য **সমন্বয়ের** মাধ্যমে **উন্নয়ন** প্রকল্প গুলি দ্রুত **বাস্তবায়নে** সহায়তা করে। এই ধরনের প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে রাজ্যগুলি যেমন শক্তিশালী হয়, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রও শক্তিশালী হিসাবে গড়ে ওঠে।

(খ) কৌশল নির্মাণ ঃ- নীতি আয়োগ বাস্তবসম্মত প্রকল্পের সফল **বাস্তবায়নের** কলাকৌশল রচনা করবে। গ্রামস্তর থেকে ক্রমান্বয়ে সরকারের উপরের স্তরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ণের কলাকৌশলের দিক নির্দেশ করবে।

(গ) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ঃ- নীতি আয়োগ বিভিন্ন প্রকল্পে তথ্য উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উদ্যোগে সহায়তা প্রদান করে। প্রকল্প রূপায়ণ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তদারকি ও মূল্যায়নের দায়িত্ব নীতি আয়োগের।

(ঘ) বিকেন্দ্রীকরণ ঃ- **গ্রামীণ** তৃণমূলস্তরে সরকারের উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নীতি আয়োগ ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক ধারণাকে প্রসারিত করা এবং সেভাবে পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে নীতি আয়োগ।

সবশেষে, বলা যায় নীতি আয়োগের লক্ষ্য হল - এমন এক ভারত গড়ে তোলা **যেখানে** সরকারের কাজ হল মানুষকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে মানুষের কষ্ঠ লাঘব করা।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) মহালানবিশ মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৩) ভারতে **সরকারি ক্ষেত্রগুলির** ক্রমঅবনতির কারণগুলো উল্লেখ **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৪) ভারতে **বেসরকারি** ক্ষেত্রগুলিকে অবাধ সুযোগ দিলে ভারতের উন্নতি হতো — যুক্তি দেখাও।

প্রশ্ন ঃ (৫) সবুজ বিপ্লব কী? সবুজ বিপ্লবের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল আলোচনা কর।

প্রশ্ন ঃ (৬) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি কী ছিল? কিভাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথমটি থেকে স্বতন্ত্র ছিল?

প্রশ্ন ঃ (৭) পরিকল্পিত উন্নয়নের শুরুর দিকে দুটি বুনিয়াদি বিতর্ক সম্পর্কে লেখো।

প্রশ্ন ঃ (৮) পরিকল্পনার ফলে ভারতীয় অর্থনীতির বৃহৎ সফলতাগুলি আলোচনা করো।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক

সারমর্ম ঃ কোনো দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় স্বার্থ ও লক্ষ্যপূরণের জন্য অন্যান্য দেশের ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের নীতিকে বলা হয় বিদেশ নীতি। ভারতের নেতৃত্বরা তৎকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনায় রেখেই জাতীয় স্বার্থের স্বপক্ষে বিদেশনীতি প্রনয়ণ করেছিলেন।

ভারতের বিদেশনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জওহরলাল নেহেরুর অবদান অনেক।১৯৪৭-৬৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর বিদেশনীতির উদ্দেশ্য ছিল -

ক) কষ্টার্জিত সার্বভৌমিকতা সংরক্ষণ করা,

খ) ভৌগোলিক অখন্ডতা বজায় রাখা,

গ) দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ খুঁজে বের করা।

ভারত স্বাধীনতার পর কোনো সামরিক জোটে যোগ দেয়নি; বরং জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেছিল। যা ছিল ভারসাম্য রক্ষার একটি কষ্টসাধ্য নীতি; তবে সবসময় এই ভারসাম্য রক্ষা করাও যায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সখ্যতার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা হলেও ভারতের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।

আফ্রো-এশিয়া মহাদেশের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির সাথে ভারতের যোগাযোগ অনেক উচ্চতায় পৌঁছে যায়। ভারত সবসময়ই উপনিবেশবাদের বিরোধিতায় সরব ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিল। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের বান্দুং সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আফ্রো-এশিয়া দেশগুলির সম্পর্ক উন্নত হয়। এই সম্মেলন থেকেই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে চিনা বিপ্লবের পর কমিউনিস্ট সরকারকে ভারত সর্বাগ্রে স্বীকৃতি দান করে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে চিন ও ভারত যৌথভাবে পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা করে, যা ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার পাঁচটি নীতি। যার অন্যতম নীতি ছিল অনাক্রমণ নীতি।

কিন্তু চিন তিব্বতকে তাদের দেশে যুক্ত করলে চিন-ভারতের মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক শুরু হয়। তিব্বতের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা দলাই লামাকে ভারত রাজনৈতিক আশ্রয় দিলে চিন তার প্রতিবাদ করে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চিন ভারতে আক্রমণ চালায়। প্রথমে লাদাখ এবং পরে আসাম পর্যন্ত এই আক্রমণ চলে আসে। চিনের গোপন পরিকল্পনা সঠিক ভাবে বুঝতে না পারায় ভারতের ছবি আন্তর্জাতিক মহলে ম্লান হয়ে যায়।

দেশ বিভাজনের পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে শত্রুতার সূত্রপাত ঘটে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে দুই দেশের মধ্যে আক্রমণাত্মক সংঘর্ষ শুরু হয়। যুদ্ধ শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের মধ্যে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান-এ (বর্তমান বাংলাদেশ) স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনে ভারত সবরকম নৈতিক ও বাহ্যিক সহায়তা প্রদান করেছিল। সে কারণে পাকিস্তান তার অখন্ডতাকে নষ্ট করার জন্য ভারতকে দায়ী করে।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রীত্বকালে রাজস্থানের পোখরানে থর মরুভূমিতে ভারত পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ভারত একই স্থানে দু'দিনে

মোট পাঁচটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এরপর ভারত সমগ্র বিশ্বে ষষ্ঠ পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পারমাণবিক ক্লাবের সদস্য হয়।

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণবাক্যে উত্তর দাও ঃ **মান - ১**

১) পঞ্চশীল চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?

উঃ- **১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে** ভারত ও চিনের মধ্যে পঞ্চশীল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২) তিব্বতের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা কে?

উঃ- তিব্বতের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা হলেন - দলাই লামা।

৩) ভারতের কোথায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়?

৪) NEFA -এর পুরো নাম কী?

৫) কমিউনিস্ট **পার্টির** কবে বিভাজন ঘটে?

৬) ভারত-পাক খারাপ **সম্পর্কের** কারণ কী?

৭) কবে ভারত-চিন যুদ্ধ হয়?

৮) ভারতের বিদেশনীতির রূপকার কে?

৯) তিব্বতের বর্তমান দলাই লামা কে?

১০) Foreign Policy of India - গ্রন্থের লেখক কে?

১১) ভারতের **পরমাণু** বিজ্ঞানের জনক কে?

১২) No First Use Policy - কী?

১৩) বান্দুং সম্মেলন কবে **অনুষ্ঠিত** হয়?

১৪) **তাসখন্দ** চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?

১৫) ভারতের বিদেশ নীতির মূল উপাদান কোন্‌টি?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ **মান - ১**

১) নির্জোট আন্দোলনের অন্যতম ছিলেন -

(ক) পন্ডিত নেহেরু, (খ) সুকর্নো, (গ) এনক্রুমা, (ঘ) আব্দুল নাসের।

উঃ- নির্জোট আন্দোলনের অন্যতম ছিলেন - পন্ডিত নেহেরু।

২) ভারতে পঞ্চশীল নীতি অনুকরণ করা হয় -

(ক) ব্রিটেন থেকে, (খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে,

(গ) সোভিয়েত ইউনিয়নে থেকে, (ঘ) চিন থেকে।

উঃ- সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারত পঞ্চশীল নীতি **অনুকরণ** করে।

৩) ১৯৪০-৫০ এই দশকে এশিয়ার রূপকার ছিলেন -

(ক) মহাত্মা গান্ধি, (খ) সর্দার প্যাটেল, (গ) জওহরলাল নেহেরু, (ঘ) এদের কেউই নন।

৪) ভারত-চিন যুদ্ধ (১৯৬২) এর পর পদত্যাগ করেন -

(ক) সর্দার প্যাটেল, (খ) বি.আর আম্বেদকর, (গ) বি. এন. রাও, (ঘ) ভি.কে কৃষ্ণমেণন।

৫) দলাই লামা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন -

(ক) ১৯৪০ খ্রস্টাব্দে, (খ) ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৫৯ খ্রস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৬২ খ্রস্টাব্দে।

৬) আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলন (১৯৫৫) অনুষ্ঠিত হয় -

(ক) ইসলামাবাদে, (খ) নতুন দিল্লিতে, (গ) বান্দুং-এ, (ঘ) ঢাকায়।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৮০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৪**

প্রশ্ন ঃ (১) ভারতের পারমাণবিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী উল্লেখ করো।

উঃ- বিংশ শতকের চারের দশকে হোমি জাহাঙ্গির ভাবার নেতৃত্বে ভারতে প্রথম পরমাণু কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমানে ভারত বিশ্বে পরমাণু শক্তিধর একটি রাষ্ট্রের নাম।

ভারতের পারমানবিক নীতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

ক) ন্যূনতম পারমাণবিক শক্তি ভাণ্ডার ঃ- ভারত অন্য যে কোন পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র বা শত্রু পক্ষের দ্বারা ভীতি প্রদর্শন, আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ন্যূনতম পারমাণবিক শক্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে।

খ) প্রথম ব্যাবহার না করার নীতি ঃ- ভারত অন্য কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরমাণু শক্তি প্রথমে ব্যবহার না করার নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে কোনো রাষ্ট্র ব্যবহার করলে ভারত যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত।

গ) উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবহার ঃ- ভারতের পরমাণু নীতির লক্ষ্য হল শান্তিপূর্নভাবে উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করা।

ঘ) স্ট্র্যাটেজিক নিউক্লিয়ার কম্যান্ড ঃ- ভারত ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে গঠন করে স্ট্র্যাটেজিক নিউক্লিয়ার কম্যান্ড। যার কাজ হল দেশের পারমাণবিক অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র ও সম্পদের দেখভাল করা।

সবশেষে বলা যায় ভারত নিরস্ত্রীকরণের নীতিতে বিশ্বাসী নির্জোট আন্দোলনের সমর্থক।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চিন যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ- (৩) ভারতের বিদেশনীতি শক্তি ও সহযোগিতার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

প্রশ্ন ঃ (৪) ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ভূমিকা আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৫) দলাই লামার ভারতে আশ্রয়ের কারণ লেখো।

প্রশ্ন ঃ (৬) মার্কিন-সোভিয়েত জোট থেকে দূরত্বের ফলে ভারতের বিদেশনীতি সফল কিনা আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৭) ভারতের বিদেশনীতির প্রধান নীতিসমূহ আলোচনা করো।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কংগ্রেসি ব্যবস্থার সমস্যা ও তার পুন:প্রতিষ্ঠা

সারমর্ম ঃ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু দীর্ঘ ১৭ বৎসর ১৯৪৭-৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বপদে ছিলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ ২৭ মে নেহেরু মৃত্যুবরণ করার পর এই পদে কে আসবেন। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, নেহেরুর পরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা যাবে কিনা? ১৯৬০ এর দশকে ভারতে দারিদ্র্য, অসাম্য, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক বিভাজন ইত্যাদির অস্তিত্ব প্রবলভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

পার্লামেন্টের কংগ্রেস সদস্য এবং দলীয় নেতৃত্বের সাথে আলোচনাক্রমে সর্বসম্মতভাবে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৬৪-১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাস্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে তাঁর সময়ে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়। শাস্ত্রীর জনপ্রিয় স্লোগান ছিল 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ'। এর দ্বারা চরম খাদ্য সংকট থেকে মুক্তি ও যুদ্ধ জয়ে জওয়ানদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে শাস্ত্রীর অকাল প্রয়াণ ঘটে।

কংগ্রেস দলের পার্লামেন্ট সদস্যদের গোপন ভোটে ইন্দিরা গান্ধি ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন। যদিও অনেক প্রত্যাশি প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য। ওই সময় ভারতে প্রচন্ড খরা জনিত কারণে কৃষিজাত দ্রব্যের ঘাঠতিতে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা যায়। বেকারত্ব বৃদ্ধির ফলে গোটা দেশ জুড়ে বিরোধিতা তীব্র আকার ধারণ করে।

জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মেরুকরণের মধ্য দিয়ে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন ছিল অনেকের মতে রাজনৈতিক ভূমিকম্প। কংগ্রেস কোনো রকমে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। সাতটি রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনেই ভারতীয় রাজনীতিতে জোট সংক্রান্ত বিষয়টির জন্ম হয়। যেখানে একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি, বিভিন্ন অকংগ্রেসি দল জোটবদ্ধ হয়ে অকংগ্রেসি সরকারকে সমর্থন করে।

কংগ্রেস দলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী সদস্যদের বলা হত 'সিন্ডিকেট'। ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় নীতি প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেন্ডিকেটের সদস্যরাই যাবতীয় ক্ষমতা ভোগ করত। কিন্তু, ইন্দিরা গান্ধি ধীরে ধীরে সরকারের মধ্যে নিজের একটি স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি ও অবস্থান গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইন্দিরা গান্ধি ও সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। সিন্ডিকেটের প্রার্থী ছিলো সঞ্জিব রেড্ডি, অপর দিকে ইন্দিরা গান্ধি ভি.ভি. গিরিকে প্রার্থী করেন। সবশেষে, দলীয় হুইপ জারি করেও লাভ হয়নি উল্টো জয় লাভ করেন ভি.ভি.গিরি। ফলে কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চম লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধিকে কোনঠাসা করতে সকল অ-বাম দল, অ-কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি নির্বাচনী জোট গঠন করে যা 'গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স' নামে পরিচিত। কিন্তু ওই সময় ইন্দিরা 'গরিবী হঠাও' স্লোগান তুলে দেশ জুড়ে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। ফলে নির্বাচনী ফলাফলে ইন্দিরা কংগ্রেস এককভাবে ৩৫২টি আসন লাভ করে।

মাত্র চার বছরের মধ্যেই গান্ধি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং কংগ্রেসের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন।

নীচের প্রশ্নগলির একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও ঃ **মান - ১**

১) ভারত-পাক যুদ্ধ (১৯৬৫) এর সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

উঃ- ভারত-পাক যুদ্ধ (১৯৬৫) এর সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী।

২) 'গরিবী হঠাও' স্লোগানটি কে দিয়েছিলেন?

উঃ- শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি গরিবী হঠাও স্লোগানটি দিয়েছিলেন।

৩) ভারতের কোন্ প্রধানমন্ত্রীর তাসখন্ডে মৃত্যু হয়?

৪) 'জয় জোয়ান, জয় কিষাণ' কার জনপ্রিয় স্লোগান?

৫) কোন্ দশককে 'ভয়ঙ্কর দশক' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়?

৬) কোন্ সরকার ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেন?

৭) ১০ দফা কর্মসূচি কী?

৮) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে দল থেকে কে বহিস্কার করেন?

৯) ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী নিজ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন?

১০) নৃপতিদের ব্যয় নির্বাহ ভাতার বিলুপ্তিসাধন হল, রাজন্য পরিবারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল' - উক্তিটি কার?

১১) বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

১২) কোন্ বিষয়ের সঙ্গে 'আয়া রাম গয়া রাম' জড়িত?

১৩) বিবেক ভোট কী?

১৪) দলত্যাগ কী?

১৫) মোরারজি দেশাই কোন্ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ - **মান - ১**

১) উজাবেকিস্তানের রাজধানীর নাম -

(ক) মস্কো, (খ) তাসখন্দ, (গ) লাহোর, (ঘ) ত্রিপোলি।

উঃ- উজবেকিস্তানের রাজধানীর নাম - তাসখন্দ।

২) ইন্দিরা গান্ধির জন্য সমস্যা ছিল -

(ক) বিরোধী দল, (খ) খাদ্য সংকট, (গ) কংগ্রেসের সিন্ডিকেট, (ঘ) আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

উঃ- ইন্দিরা গান্ধির জন্য সমস্যা ছিল কংগ্রেসের সিন্ডিকেট।

৩) 'অকংগ্রেসিবাদ' কথাটি ব্যবহার করেছেন -

(ক) রাম মনোহর লোহিয়া, (খ) চৌধুরি চরন সিং,

(গ) জয়প্রকাশ নারায়ণ, (ঘ) জওহরলাল নেহেরু।

৪) ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সিন্ডিকেট মনোনীত রাষ্ট্রপতি প্রার্থী -

(ক) ভি.ভি. গিরি, (খ) রামমনোহর লোহিয়া,

(গ) জাকির হোসেন, (ঘ) নীলম সঞ্জীবা রেড্ডি।

৫) মুখ্যমন্ত্রী যিনি বিহারে OBC সংরক্ষণ চালু করেন -

(ক) করপুরি ঠাকুর, (খ) ভি.ভি.গিরি, (গ) আন্নাদুরাই, (ঘ) রাজেন্দ্র প্রসাদ।

৬) আধুনিক **কর্ণাটকের** নির্মাতা হলেন -

(ক) কে কামরাজ, (খ) এস নিজালিংগাপ্পা, (গ) ভি.ভি.গিরি, (ঘ) করপরী ঠাকুর।

মানচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ **মান- ১**

১) দ্রাবিড়া মুন্নেত্রা কাজাগাম (DMK) যে রাজ্যে রয়েছে।

২) আয়ারাম, গয়ারাম - বিধায়ক গয়ালাল যে রাজ্যের।

৩) লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যে রাজ্যের **জনপ্রিয়** ও অবিতর্কিত নেতা।

৪) আকালি দল রয়েছে যে রাজ্যে।

৫) সি. নটরজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এমন রাজ্য।

৬) কংগ্রেস সিন্ডিকেট দলের নেতা এস. নিজালিংগাপ্পা ছিলেন যে রাজ্যের।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৬**

প্রশ্ন ঃ (১) প্রিভিপার্স কী? কেন ভারত সরকার এটি বিলোপ সাধন করেছে?

উঃ- স্বাধীনতার সময়ে অনেক দেশীয় রাজন্য শাসিত রাজ্য ভারতের সাথে যুক্ত হয়েছিল। ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে রাজারা নির্দিষ্ট **পরিমাণ** ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিজেদের অধিকারে রাখতে পারবে এবং সরকার তাদের পরিবারকে বংশানুক্রমিকভাবে অনুদান বা সরকারি ভাতা প্রদান করবে। এই অনুদান সংযুক্ত রাজ্যের আকার ও রাজস্ব **পরিমাণের** ওপর নির্ভর করবে। সরকার কর্তৃক প্রদেয় এই সুযোগ-সুবিধাকে বলা হয় রাজন্য ভাতা বা প্রিভি পার্স।

প্রিভিপার্স বিলোপের কারণ ঃ

(ক) ন্যায়ের পরিপন্থী ঃ- ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় এবং সংবিধানে অন্যান্য অংশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাজন্য ভাতা প্রদান এই সকল ন্যায়বিচারে পরিপন্থী।

(খ) সাম্যের বিরোধী ঃ- সংবিধানের ১৪ নং ধারায় সাম্যের নীতি রয়েছে। বলা হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং আইন কর্তৃক সকলে সমান সুযোগ পাবে। কিন্তু রাজপরিবারের প্রতি বিশেষ সুবিধা সাম্যের নীতির বিরোধী।

(গ) অগণতান্ত্রিক ঃ- ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। এদেশে বংশানুক্রমিক **কোনো** পদ নেই যা কাম্যও নয়। সাধারণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপতি জনগনের পরোক্ষ **ভোটে** নির্বাচিত, তাই দেশিয় রাজাদের বংশানুক্রমিকভাবে 'ভাতা' গণতন্ত্র সম্মত নয়।

(ঘ) সংবিধান বিরোধী ঃ- রাজন্য শাসিত রাজ্যগুলিকে ভারতের সাথে **সংযুক্তিকরণের** সময় ভাতা প্রদানের বিষয়টি সমালোচিত হয়নি। কারণ রাজ্য সংযুক্তি ও **ভারতের** সংহতিকরণই ছিল মূল লক্ষ্য। তবে সংযুক্তি করনের বিনিময়ে ভাতা প্রদান ছিল সংবিধান বিরোধী। তাই ইন্দিরা গান্ধি **১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে** নির্বাচনে জয় লাভ করে এই বিশেষ ভাতা বন্ধ করার জন্য সংবিধান সংশোধন করেন।

সংবিধানের ২৬তম সংশোধনীতে **২৯১** ও ৩৬২ নং ধারা দুটি বাতিল করে নতুন ভাবে ৩৬৩(ক) ধারাটি যুক্ত করা হয়। একজন নারী প্রধানমন্ত্রী হয়েও এই কঠিন **কাজটির** সমাধানে **তিনি অগ্রণী** ভূমিকা নেন।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) কী কী পদক্ষেপের ফলে ইন্দিরা গান্ধি নারী হয়েও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন আলোচনা করো।

অথবা

১৯৭০ এর **দশকের** প্রথম দিকে ইন্দিরা গান্ধি পরিচালিত সরকারের জনপ্রিয়তার পেছনে কী কী কারণ ছিল?

প্রশ্ন ঃ (৩) কংগ্রেস দলে 'সিন্ডিকেট' কথাটির অর্থ কী? সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর ভূমিকা কি ছিল - আলোচনা **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৪) **১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের** বিভাজনের প্রধাণ কারণগুলি বিশ্লেষণ করো।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট

সারমর্ম ঃ ভারতীয় রাজনীতিতে অন্যতম প্রভাবশালী নেত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধি আবির্ভাব ঘটে। এই সময় রাজনৈতিক দলগুলি লক্ষ্য করে ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব কীভাবে সরকারি কর্তৃত্বের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। তাছাড়া, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিভাজন ইন্দিরা ও কংগ্রেস দলের বিরোধীদের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বে আট মিলিয়ন শরনার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারত-পাক যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়াম এর মূল্যবৃদ্ধি, অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে দেশে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট রচিত হয়।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গুজরাটে, ঐ বছরই মার্চ মাসে বিহারে ছাত্ররা ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রতিবাদের কারণ ছিল - সরকারের দূর্নীতি, খাদ্য সংকট ইত্যাদি। এই আন্দোলনকে আরো প্রাণ সঞ্চার করতে জয়প্রকাশ নারায়ণ সমাজকর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। হরতাল, ঘেরাও, সমাবেশ ইত্যাদি সংগঠিত হয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জনগণের দ্বারা সংসদ অভিযানের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিনি।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে একটি মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচনকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন। শ্রীমতি গান্ধির নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই আদালতে এই মামলা দায়ের করা হয়। স্বভাবতই উচ্চ আদালতের রায়ের ফলে গান্ধির লোকসভার সদস্যপদ বাতিল হয়।

জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দেশের সকল কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দল ইন্দিরার পদত্যাগের দাবিতে জমায়েত শুরু করে। পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে ওঠার ফলে সরকার ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ২৫ জুন দিল্লির রামলীলা ময়দানের সমাবেশকে অভ্যন্তরীন উচ্ছৃঙ্খলতা হিসাবে চিহ্নিত করে। সারাদেশে সংবিধানের ৩৫২ নং ধারা অনুযায়ী 'জাতীয় জরুরি' অবস্থা জারি করা হয়।

জরুরি অবস্থার জারির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যরাতের পর দেশের প্রধান সংবাদপত্র অফিসগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, পরের দিন অসংখ্য বিরোধী দলের নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয় এবং এরজন্য জনগণের আদালতের দারস্থ হওয়ার অধিকার খর্ব করা হয়। কোনো অন্যায় করতে পারে এমন অজুহাতে 'আটক আইন' প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জরুরি অবস্থার বিশেষ ক্ষমতার আড়ালে সংবিধানেও নানা পরিবর্তন আনা হয়। যেমন - প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে আদালতের দারস্থ হওয়া যাবে না। এই সময় আইনসভার মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হয়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ম বা রীতি অনুসারে বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনা সরকারকে সচেতন হতে এবং জনস্বার্থের প্রতি নজর-দারিতে বহুলাংশে সাহায্য করে। জরুরি অবস্থায় সরকারের বক্তব্য ছিল প্রতিবাদী মিছিল, সভা সমাবেশ, হরতাল, ঘন ঘন বিক্ষোভ ইত্যাদির মাধ্যমে বিরোধী দলগুলি সরকারের কাজে ক্রমাগত বাধা প্রদান করেছিল। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছিল।

জরুরি অবস্থার বিষয়ে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়া ছিল ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনের ফল। প্রাদেশিক নির্বাচনেও একই ফল পরিলক্ষিত হয়। লোকসভায় কংগ্রেস বিরোধী জনতা দল ও তার জোট সঙ্গীরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ধরাশায়ি হয়।

জরুরি অবস্থার প্রভাব ভারতের সকল রাজ্যে সমান ছিলনা। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উড়িষ্যায় কংগ্রেস অধিক আসন অর্জন করে এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস প্রায় **এককভাবে** জয়লাভ করে।

কংগ্রেসকে কোনঠাসা করতে গিয়ে জনতা দল অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। আর জোটবদ্ধ সরকারের প্রধান দূর্বলতা হল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যা জোটকে দূর্বল করে। **১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে** নির্বাচনের পর জনতা দলের মধ্যে প্রথমে কে প্রধানমন্ত্রী হবে তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। অবশেষে, মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী পদ অলঙ্কৃত করেন।

দেশ শাসনের পরিকল্পনা, নীতি, লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে নতুন সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল না। হঠাৎ করে ক্ষমতায় এসে তারা বেশ ফাঁপড়ে পড়ে। ফলে **১৮** মাসেই সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। ৪ মাসের জন্য **কংগ্রেসের** সমর্থনে চরণ সিং-এর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়।

ফলে, **১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে** লোকসভা নির্বাচনে ৩৫৩টি আসনে জয়লাভ করে কংগ্রেস সগৌরবে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে। ইন্দিরা গান্ধি পুনরায় **প্রধানমন্ত্রিত্ব** লাভ **করেন।**

জরুরি অবস্থার সময়কালকে কেবল সাংবিধানিক সংকট কালই নয়, রাজনৈতিক সংকট হিসাবেও বিবেচনা করা হয়, যা সংবিধান প্রণেতাদের প্রত্যাশায় ছিল না। ওই সময় প্রাপ্ত বিশেষ ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল শাসকগোষ্ঠী।

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও। **মান - ১**

১) **১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে** জনগণের দ্বারা সংসদ অভিযানের নেতৃত্ব দেন কে?

উঃ- জয়প্রাকশ নারায়ণ **১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে** জনগণের দ্বারা সংসদ অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

২) কবে আইনসভার মেয়াদ পাঁচ থেকে বাড়িয়ে ছয় বছর করা হয়?

উঃ- পঞ্চম লোকসভার সময় জরুরি অবস্থার কারনে ভারতে আইনসভার মেয়াদ ছয় বছর করা হয়।

৩) Congress for Democracy দলের নেতা কে ছিলেন?

৪) কোন্ বিচারপতি ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করেন?

৫) কে 'বিশ দফা' কর্মসূচী **ঘোষণা** করেন?

৬) **জরুরি** অবস্থার সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

৭) জগজীবন রাম কে ছিলেন?

৮) **জরুরি** অবস্থার সময় **ভারতের** প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

৯) ভারতীয় ক্রান্তিদল কে প্রতিষ্ঠা করেন?

১০) স্বাধীন ভারতের প্রথম শ্রমমন্ত্রী কে?

১১) **জরুরি** অবস্থায় নাগরিকদের কোন্ অধিকার হরন করা হয়?

১২) 'হাজার চুরাশির মা' - গ্রন্থের লেখক কে?

১৩) **১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে** কংগ্রেসের নির্বাচনী স্লোগান কী ছিল?

১৪) শাহ কমিশনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

১৫) নকশাল আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও। **মান - ১**

১) জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয় -

(ক) ২৫ জুন ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে (খ) ২৫ জুন ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ২৫ জুন ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ২৫ জুন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে।

উঃ- জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয় - ২৫ জুন ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে।

২) নব নির্মাণ আন্দোলন হয়েছিল -

(ক) বিহার, (খ) উত্তর প্রদেশ, (গ) হরিয়ানা, (ঘ) গুজরাট।

উঃ- নব নির্মান আন্দোলন হয়েছিল - গুজরাট।

৩) লোকনায়ক নামে পরিচিত -

(ক) দীন দয়াল উপাধ্যায়, (খ) জয়প্রকাশ নারায়ণ,

(গ) মানবেন্দ্র নাথ রায়, (ঘ) চারু মজুমদার।

৪) সি পি আই (এম এল) গঠন করেন -

(ক) চারু মজুমদার, (খ) চৌধুরি চরণ সিং,

(গ) জয়প্রকাশ নারায়ণ, (ঘ) অটল বিহারী বাজপেয়ী।

৫) জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে 'পদ্মশ্রী' ফিরিয়ে দেন -

(ক) মধুমিলায়ে, (খ) ফনিশ্বরনাথ রেণু, (গ) ঋষিকেশ, (ঘ) শিবরাম কারান্থ।

৬) নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয় -

(ক) ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে।

মানচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ **মান - ১**

১) পূর্ব ভারতের নকশাল অধ্যুষিত রাজ্য।

২) নকশাল আন্দোলনের উৎপত্তি (নকশালবাড়ী থানা) যে রাজ্যে।

৩) ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে যে রাজ্যে ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে।

৪) ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয় যে রাজ্যে

৫) নব নির্মাণ আন্দোলন হয় এমন রাজ্য।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও(প্রতিটি ১৫০টি শব্দের মধ্যে) **মান-৬**

প্রশ্ন ঃ (১) নকশাল আন্দোলন কী? নকশাল আন্দোলনের কারন ও ফলাফল আলোচনা কর।

উঃ- নকশাল আন্দোলন ঃ- ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পার্বত্য জেলার অন্তর্গত নকশালবাড়ি পুলিশ

চৌকি এলাকায় মাওবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের হাতে জমির মালিকানা তুলে দেওয়ার জন্য সি.পি.আই.এম-এর এক অংশের **নেতৃত্বে** যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাকে নকশাল বাদী আন্দোলন বলা হয়। এটি ধীরে ধীরে ছত্তিশগড় এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন চারু মজুমদার। তার প্রধান দুই কমরেড কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল-এই বিদ্রোহে সহযোগী হিসাবে ছিলেন।

আন্দোলনের কারণ ঃ- নলশালবাদী আন্দোলনের কারণ ছিল -

(ক) অর্থনৈতিক অসন্তোষ ঃ- এই অঞ্চলের কৃষক ও উপজাতিরা ছিল গরিব এবং তাদের জনসংখ্যা ছিল ক্রমবর্ধিত। স্বল্প উৎপাদন ও দারিদ্র্যতার কারণে পরিবারে অন্ন **জোগাড়** করা কষ্ট সাধ্য ছিল।

(খ) অরণ্যের অধিকার হরণ ঃ- উপজাতিরা **বনজ** সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবিকা চালাত। কিন্তু সরকার আইন করে অরণ্যের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু করলে উপজাতি কৃষকরা চাষাবাদ ও বনজ সম্পদ আহরণে বাধা প্রাপ্ত হয়।

(গ) চরমপন্থীদের প্রচার ঃ- মার্কসবাদী চরমপন্থীরা কৃষকদের **অসন্তুষ্টির** কথা জেনে উপজাতিদের মধ্যে প্রচার করে যে, একমাত্র সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব।

আন্দোলনের ফলাফল ঃ- নকশালবাড়ি আন্দোলনের ফলাফল হল -

(ক) নকশালবাদী **আন্দোলনে** বল প্রয়োগের মাধ্যমে জমিদারদের দখলিকৃত জমি পুনরুদ্ধার করে তা ভূমিহীন উপজাতি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

(খ) এই আন্দোলনের ফলে কলকাতায় বহু মনিষীর মূর্তি ভাঙ্গা পড়ে, বহু মানুষ খুন হয়। খুনের তালিকায় পুলিশ সহ জোতদার, ভূ-স্বামী, মহাজন, ছাত্র-যুবারাও ছিলেন।

১৯৭১-৭২ সালে আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকা নেয়। ফলে অসংখ্য নকশাল কর্মী নিহত হয় এবং কারারুদ্ধ হয়ে প্রধান নেতা চারু মজুমদার আলিপুর জেলে মৃত্যুবরণ করেন।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) ১৯৮০ সালের মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের **কারণগুলো** কি ছিল - আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৩) কেন শাহ কমিশন (১৯৭৭) নিযুক্ত করা হয়? এই কমিশনের পর্যবেক্ষণগুলি আলোচনা **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৪) দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার কারণ গুলি আলোচনা **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৫) ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বিরোধী দল প্রথম ক্ষমতায় আসে, এটা **কীভাবে** সম্ভব হল - আলোচনা **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৬) জরুরি অবস্থা থেকে ভারতীয় গণতন্ত্র কী শিক্ষা গ্রহন করেছিল- আলোচনা **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৭) ভারতের দলীয় ব্যবস্থা জরুরি অবস্থায় কী প্রভাব বিস্তার করেছিল - আলোচনা **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৮) বিংশ শতাব্দীর আট-এর দশকে ভারতে জরুরি অবস্থা কি প্রয়োজন ছিল?

প্রশ্ন ঃ (৯) জরুরি অবস্থার সময় আসলে কি ঘটেছিল?

প্রশ্ন ঃ (১০) জরুরি অবস্থার ঘোষণা থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করেছি?

সপ্তম অধ্যায় ঃ গণ আন্দোলনের উত্থান

সারমর্ম ঃ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান উত্তরাখন্ডের চামোলি জেলায় গোপেশ্বর গ্রামের মন্ডল নামক জায়গায় স্থানীয় মানুষ অরণ্য ধ্বংস করার প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু করেন, তা চিপকো আন্দোলন নামে পরিচিত। তাদের প্রতিবাদের একটি অভিনব পদ্ধতি ছিল — জড়িয়ে ধরে গাছকে নিধন থেকে রক্ষা করা। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গৌরা দেবী, সুন্দুরলাল বহুগুনা সহ আরোও অনেকে।

স্বাধীনোত্তর কালে ভারতে অনেকগুলো সামাজিক আন্দোলন ছিলো, যেগুলি পরিচালনা করতেন রাজনৈতিক দলের, সঙ্গে যুক্ত এমন ব্যক্তিরা। যেমন - কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানায় কৃষকদের আন্দোলন। কলকাতা ও কানপুরের মতো শহরে শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের সংঘটিত করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ট্রেড ইউনিয়ন কাজ করেছিল।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের যুবা রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্র সমাজ নিজ নিজ গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে দলিত এবং আদিবাসীদের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সমূহকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এদের অনেকেই রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে চাইত না। যার ফলে এসব সংগঠনকে দলহীন রাজনৈতিক সংগঠন বলা হত।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্র দলিত সম্প্রদায়ের যুবকদের নিয়ে গঠিত একটি সামরিক সংগঠন হল দলিত প্যান্থার্স। দলিত সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি জাতিগত অসাম্যের অবসান এবং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সংগঠনটি গঠিত হয়। ড.বি আর আম্বেদকরের ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সংগঠনের কাজ সংরক্ষণনীতির সঠিক বাস্তবায়ন করা।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে মহেন্দ্র সিং টিকায়েতের নেতৃত্বে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন গঠিত হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে এই সংগঠনটি বিশেষ ভাবে সক্রিয়। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে উত্তরপ্রদেশের মিরাট শহরে প্রায় বিশ হাজার কৃষক জমায়েত করে এই সংগঠনটি। সদস্য সংখ্যা অধিক হওয়ায় ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে তারা তাদের কর্ম সম্পাদন করত।

নব্বই-এর দশকের শুরুর দিকে দক্ষিণের অন্ধ্রপ্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীরা স্বত:স্ফূর্ত ভাবে এরাক (মদ) বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। নারীদের মদ বিরোধী আন্দোলনের খবর মদ বিক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, ফলে বিক্রেতা দ্রুত ওই স্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঠিকেদারের গুন্ডাবাহিনী মহিলাদের উপর লোহার রড, ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালালেও মহিলাদের সংঘবদ্ধ বিরেধিতার সামনে হার স্বীকার করে পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন হল নর্মদা নদী রক্ষা করার জন্য স্থানীয় সংগঠন গুলির দ্বারা সংগঠিত আন্দোলন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। মেধা পাটেকর, বাবা আমতে এবং লেখিকা অরুন্ধুতী রায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

গণ আন্দোলনগুলি জনগণের বৈধ দাবি গুলিকেই সামনে নিয়ে আসে এবং বিরাট সংখ্যক নাগরিকরা সাথে যুক্ত। নাগরিকদের বেশির ভাগ দলিত, জনজাতি কিংবা আর্থ-সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত থাকে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলি তাদের অভাব-অভিযোগ গুলোকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। তাই এই আন্দোলন পরিচালনাকারী গোষ্ঠীগুলি নির্বাচনী রাজনীতির বাইরে কর্মসূচি ও সমাবেশ সংগঠিত করত।

নীচের প্রশ্নগুলি একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও ঃ **মান - ১**

১) কবে সর্বভারতীয় কিষাণ সভা গড়ে উঠে?

উঃ- ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় কিষান সভা গড়ে উঠে।

২) চিপকো আন্দোলন কোথায় শুরু হয়?

উঃ- উত্তরাখন্ডের চামেলিতে চিপকো আন্দোলন শুরু হয়।

৩) কবে তথ্যের অধিকার আইন পাশ হয়?

৪) নারী আন্দোলনের প্রবর্তক কে?

৫) মন্ডল কমিশন কবে গঠিত হয়?

৬) কে ড.আম্বেদকরকে 'দলিত শ্রেণির মুক্তিদাতা' হিসাবে উল্লেখ করেছেন?

৭) নামদেও দাসাল কে ছিলেন?

৮) কবে অস্পৃশ্যতা নিরোধক আইন প্রণীত হয়?

৯) কোণ্ প্রধানমন্ত্রীর সময়ে মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট পেশ হয়?

১০) দলিত প্যানথার কী?

১১) কবে চিপকো আন্দোলন শুরু হয়?

১২) 'হাজার বছর পরে ধন্য আমরা পেয়ে সূর্যমুখীর মতো ফকির" - এখানে কে, কাকে ফকির বুঝিয়েছেন?

১৩) কবে ভারত সরকার জাতীয় পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করে?

১৪) তথ্য অধিকার আইনে দরখাস্তকারীকে কতদিনে তথ্য দিতে হয়?

১৫) চিপকো আন্দোলনের ফলে কত বছরের জন্য গাছ কাটা নিষিদ্ধ হয়?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ- **মান - ১**

১) নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে যুক্ত -

(ক) অনিল শীল, (খ) বিমল আচার্য, (গ) মেধা পাটেকর, (ঘ) মহাত্মা গান্ধি।

উঃ- নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত - মেধা পাটেকর।

২) চিপকো আন্দোলন শুরু হয় -

(ক) ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে।

উঃ- চিপকো আন্দোলন শুরু হয় - ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে।

৩) মদ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল -

(ক) বিহার, (খ) তামিলনাড়ু, (গ) অন্ধ্রপ্রদেশ, (ঘ) দিল্লি।

৪) 'দলিত প্যান্থার' গঠিত হয় -

(ক) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে।

৫) এপার্থেইড শব্দের অর্থ -

(ক) বর্ণ বৈষম্যবাদ, (খ) ধর্মবাদ, (গ) জাতিভেদ, (ঘ) **কোনোটিই নয়।**

৬) ভারতীয় সংবিধানে 'অস্পৃশ্যতা' নিষিদ্ধ -

(ক) ২১ নং ধারায়, (খ) ১৪ নং ধারায়, (গ) ১৭ নং ধারায়, (ঘ) ১৮ নং ধারায়।

মানচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ **মান - ১**

১) সর্দার সরোবর প্রকল্প যে রাজ্যে।

২) নর্মদা সাগর প্রকল্প যে রাজ্যে।

৩) **১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে** 'দলিত প্যান্থার' গড়ে উঠে যে রাজ্যে।

৪) চিপকো আন্দোলন হয়েছিল **যে রাজ্যে।**

৫) তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ হয় যে রাজ্যে।

৬) 'এরাক' -মদ বিরোধী আন্দোলন হয় যে রাজ্যে।

৭) **'মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন' যে রাজ্যে ছিল।**

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৮০টি শব্দের মধ্যে) **মান - ৪**

প্রশ্ন ঃ (১) তথ্য জানার অধিকার আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ **করো।**

উঃ **সরকারি** কার্যকলাপ সম্পর্কিত তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকারের স্বাধীনতাকে বলা হয় তথ্য জানার অধিকার। ভারতে ২০০৫ সালের ১২ অক্টোবর থেকে আইনটি কার্যকর হয়েছে।

এই আইনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল -

(ক) তথ্য আধিকারিক নিয়োগ ঃ- জনগণ তাদের আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য প্রদানের জন্য ভারত সরকারের প্রতিটি সরকারি দপ্তরে একজন করে তথ্য আধিকারিক নিয়োগ করা হয়।

(খ) তথ্য প্রদানের সময়সীমা ঃ- আবেদনকারীর কাছ থেকে দরখাস্ত গ্রহণের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হবে।

(গ) তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা ঃ- কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন এবং রাজ্যস্তরে রাজ্য তথ্য কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তথ্য কমিশনার নিযুক্ত হন যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক।

(ঘ) জরিমানা প্রদান ঃ- আইনানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান করা না হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে দৈনিক ২৫০ টাকা ন্যূনতম জরিমানা প্রদান করতে হবে আবেদনকারীকে।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) নব্বই এর দশকে 'ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন' কৃষকদের কোন্ কোন্ বিষয়ে সক্রিয় ছিল - উল্লেখ **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৩) সামাজিক আন্দোলন গুলি কি গণতন্ত্রের সহায়কপক্ষে ও বিপক্ষে দুটি করে যুক্তি দাও।

প্রশ্ন ঃ (৪) এরাক বিরোধী আন্দোলন কীভাবে নারী আন্দোলনে **পরিণত** হয় বিবৃত **করো।**

প্রশ্ন ঃ (৫) দলিত **প্যান্থার** কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করেছিল উল্লেখ **করো**।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১২০ টি শব্দের মধ্যে) **মান - ৫**

প্রশ্ন ঃ (১) দলহীন আন্দোলন কী? এই আন্দোলন উদ্ভবের কারণ গুলি আলোচনা **করো**।

উঃ- সমাজের বিভিন্ন স্তরের যুবা রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্র-সমাজ নিজ নিজ গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে দলিত এবং আদিবাসীদের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সমূহকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এদের অনেকেই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করত; কিন্তু রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করতে চাইত না। যার ফলে এই সব সংগঠনকে 'দলহীন রাজনৈতিক সংগঠন' বলা হত।

দলহীন আন্দোলন উদ্ভবের **কারণ** ঃ-

(ক) দারিদ্র্যতা ঃ- স্বাধীনোত্তর কালে ভারতে পরিকল্পিত **উন্নয়নের** প্রথম বিশ বছর অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির আকর্ষণীয় হার সত্ত্বেও দারিদ্র্যতা গ্রাম-শহর প্রায় সর্বত্রই ছিল। এই অন্যায় ও বঞ্চনার প্রতিবাদ জানাতে দলহীন সংগঠনের উদ্ভব হয়।

(খ) উন্নয়ন বঞ্চিত ঃ- দলহীন আন্দোলন উদ্ভবের আর একটি কারণ হল - অর্থনৈতিক উন্নয়নের লভ্যাংশ সমাজের সর্বত্র সমানভাবে বন্টিত না হওয়া। রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

(গ) সরকারের ব্যর্থতা ঃ- **১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে** গঠিত জনতা সরকার সমাজের সব অংশের মানুষের উন্নয়নে ব্যর্থ হওয়া এবং দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দমনেও কার্যকরি পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলে দলহীন **আন্দোলনের** উদ্ভব হয়।

(ঘ) কৃষি ও শিল্প বিরোধী ঃ- কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের মধ্যে উন্নয়নের ব্যবধান ছিল বিশাল। সমাজের সর্বত্রই অন্যায় বঞ্চনার কারণে অনেকেই দলীয় রাজনীতির বাইরে এসে প্রতিবাদ জানাতে দলহীন অন্দোলনে যোগদান করে।

(ঙ) সামজিক সংস্থা গঠন ঃ- যুবকর্মীরা, সমাজ সেবক, অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা গ্রামীন দরিদ্র্যদের জন্য **পরিসেবামূলক** সংগঠন তৈরি ও গঠনমূলক কর্মসূচীর সূচনা করে। এই ধরনের সামাজিক কাজকর্মের সেবামূলক চরিত্রের জন্য মানুষ দলহীন ভাবে সংগঠিত আন্দোলনে যোগ দান করে।

সবশেষে বলা যায় এই আন্দোলন দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক দলের কাছে উপস্থাপন করেছে জনগণের সাথে সুষ্ঠু ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের অভাব-অভিযোগে মনোনিবেশ করার জন্য।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) ১৯৭০ এর দশকে উত্তর প্রদেশে চিপকো আন্দোলন শুরু হওয়ার পিছনে কারণগুলি **লেখো**। এর ফলাফল আলোচনা **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৩) অন্ধ্রপ্রদেশের এরাক বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু গুলি আলোচনা **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৪) নর্মদা উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের বিরোধীতা কেন হয়েছিল আলোচনা **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৫) গণআন্দোলন কী? গণআন্দেলনের গুরুত্ব আলোচনা **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৬) ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লেখো।

অষ্টম অধ্যায় ঃ আঞ্চলিক প্রত্যাশা

সারমর্ম ঃ রাষ্ট্রের কোনো বিশেষ বিষয়ে অঞ্চলে বসবাসকারী কোনো ভাষা বা ধর্মীয় গোষ্ঠী অথবা নৃপতি গোষ্ঠী ওই অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা দাবি করে অথবা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বা ভাষা গোষ্ঠীর স্বার্থের কথা চিন্তা না করেই নিজেদের জন্য সাংবিধানিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক মর্যাদা দাবি করে এবং তা মেনে নিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে বাধ্য করানোর জন্য আন্দোলন সংগঠিত করে, তখন তাকে বলা হয় আঞ্চলিকতাবাদ।

ভারত বহুভাষা, ধর্ম, শ্রেণি ও কৃষ্টির সমন্বয়। প্রত্যেকের নিজস্বতাকে অক্ষুন্ন রেখে সকলে মিলেমিশে ভারতীয় ভূখন্ডকে নিজের মাতৃভূমির মতো সম্মান করবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে। ভারতের জাতীয়াতাবাদের ভিত্তি ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা। **ভারতের** বৈচিত্রময় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

ভারত স্বাধীনতা লাভের পরেই জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার উদ্ভব ঘটে। নাগাল্যান্ড ও মিজোরাম ভারত থেকে পৃথক থাকার দাবিতে তীব্র লড়াই চালায়। দক্ষিণ ভারতে স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে দ্রাবিড় আন্দোলন হয়। ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিতে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাটে গণআন্দোলন ঘটে।

পাঞ্জাব, আসাম ও মিজোরামের সমস্যা সরকারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। জম্মু ও কাশ্মীরে ভারত ও পাক মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন কাশ্মীরের দাবিতে **১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে** থেকেই রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিস্তার লাভ করে। রাজ্যের স্বায়ওশাসনের দাবি প্রসঙ্গে রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয় এবং দাবি জোড়ালো হতে থাকে। সর্বশেষ **২০১৯ খ্রিস্টাব্দে** জম্মু ও কাশ্মীর অঙ্গরাজ্য - জম্মু এবং **লাদাখ** নামে দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আনন্দপুর সাহিব নামক স্থানে অনুষ্ঠিত শিখ সম্মেলনে রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক স্বাধিকার সম্পন্ন যে প্রস্তাব পাশ হয় তা 'আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাব' নামে পরিচিত। শিখদের জন্য স্বায়ওশাসনের দাবি **উত্থাপন** করে শিখ ধর্মগুরুরা 'খালিস্থান' পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন করে।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদ বিশেষ মাত্রায় পৌঁছায়। আসামের বোড়ো, কার্বি, ডিমাসা প্রভৃতি সম্প্রদায় পৃথক রাজ্যের দাবি করতে থাকে। স্বাধীন মিজোরামের দাবির উত্থান হয় এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাজীব-লালডেঙ্গা শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতা ও স্বায়ওশাসনের জন্য আন্দোলন আজও সমাপ্তি হয়নি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিকতার **প্রবণতা** বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল শরণার্থীদের ভিড় এবং এ বিষয়ে সরকারের উদাসীনতা। **১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে** আসামে ছাত্র সংগঠন AASU অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও বিষয়টি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। **১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে** পর্তুগিজদের দখলে থাকা গোয়াকে ভারত সরকার বিদেশিমুক্ত করেন। ভারত সরকার একটি গণভোটের মাধ্যমে গোয়াকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দেন।

ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময়তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান এবং ভারতের সংবিধানের নমনীয়তায়, তা অনেকাংশে সমন্বয় সাধনের সম্ভব হয়েছে। সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলে উপজাতিদের পূর্ণ স্বায়ওশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়। তাই জোর দিয়েই বলা যায় আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে সর্বদা স্বাগত জানানো হয়।

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও ঃ **মান - ১**

১) অপারেশন ব্লু স্টার কী?

উঃ- ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির উগ্রপন্থীদের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের সামরিক অভিযানের নাম অপারেশন ব্লু স্টার।

২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশ দ্বার কোনটি?

উঃ- ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশ দ্বার।

৩) শেখ আবদুল্লা কোন্ রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন?

৪) কোন্ রাজ্যে হিন্দিকে সরকারী ভাষা ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে?

৫) LOC কোন্ দুটি রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ করে?

৬) পেরিয়ার শব্দের অর্থ কী?

৭) মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট কে গঠন করেন?

৮) চোগিয়াল কে ছিলেন?

৯) ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে গোয়া কোন্ বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হয়?

১০) ডালমিয়াপুরম রেলস্টেশনের পূর্ব নাম কী ছিল?

১১) অমৃতসরে শিখদের পবিত্র মন্দিরের নাম কী?

১২) All Party Hill Leaders Coference কবে হয়?

১৩) কোন্ রাজ্যের স্বতন্ত্র সংবিধান ছিলো?

১৪) সংবিধানের কত নং ধারায় কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ছিল?

১৫) 'উত্তরের সফল অভিযান দক্ষিনের মাটিতে ব্যর্থ' - কোন্ আন্দোলনের স্লোগান?

সঠিক উত্তর বেছে নাও ঃ **মান - ১**

১) 'খাসি' পাহাড় অবস্থিত -

(ক) ত্রিপুরায়, (খ) মিজোরাম-এ, (গ) অরুণাচলপ্রদেশে, (ঘ) মেঘালয়-এ।

উঃ- 'খাসি' পাহাড় অবস্থিত - মেঘালয়-এ।

২) রাজীব গান্ধি ও লালডেঙ্গার মধ্যে চুক্তি হয় -

(ক) ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে।

উঃ- রাজীব গান্ধি ও লালডেঙ্গার মধ্যে চুক্তি হয় - ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে।

৩) শিখদের পৃথক রাষ্ট্র নামে পরিচিত -

(ক) পাঞ্জাবিস্তান, (খ) শিখস্তান, (গ) গুরুস্তান, (ঘ) খালিস্তান।

৪) রাজীব-লাঙ্গোয়াল চুক্তি পরিচিত -

(ক) পাঞ্জাব চুক্তি হিসাবে, (খ) মিজো চুক্তি হিসাবে,

(গ) রাজীব-শিখ চুক্তি হিসাবে, (ঘ) কোনটিই নয়।

৫) গোয়া গণভোট আয়োজন করে -

(ক) ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে।

৬) স্বাধীন মিজোরামের দাবি ওঠে -

(ক) সরকারের ব্যর্থতার জন্য, (খ) বন্যার জন্য,

(খ) দুর্ভিক্ষের জন্য, (গ) ভূমিকম্পের জন্য।

মানচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ **মান - ১**

১) হিন্দিকে **সরকারি** ভাষার মর্যাদার বিরুদ্ধে আন্দোলন।

২) খাসি পাহাড় যে রাজ্যে **অবস্থিত।**

৩) পর্তুগিজ শাসন থেকে মুক্ত রাজ্য।

৪) শিখদের পবিত্র স্বর্ণ মন্দির অবস্থিত **যে রাজ্যে**।

৫) **১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে** গঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য।

৬) **১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে** গণভোটের আয়োজন করে।

৭) ভারতের ২২তম রাজ্য।

৮) ৩৭০ নং ধারায় বিশেষ মর্যাদা পেত **যে রাজ্য।**

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৮০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৪**

প্রশ্ন : (১) ৩৭০ নং ধারা সাম্প্রতিক অবস্থান সম্পর্কে **লিখো।**

উঃ- ভারতীয় সংবিধানের ২২তম অংশে সংযোজিত ৩৭০ নং ধারা অনুযায়ী জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়।

সাম্প্রতিক ২০১৯ **খ্রিস্টাব্দের** ৫ আগষ্ট নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত সরকার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সংবিধানে ৩৭০ নং ধারানুযায়ী জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা বিলুপ্ত করে। রাজ্যটিকে বিভক্ত করে ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিনত করে। যার একটি জম্মু অপরটি লাদাক।

বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীরের স্বতন্ত্র পতাকা ও সংবিধান নেই। ভারতীয় সংবিধানের সকল ধারা এখানে প্রযোজ্য।

অন্যরাজ্যের বাসিন্দারা এখন জম্মুতে ও লাদাকে জমি ক্রয়-বিক্রয় ও বসবাসের সুযোগ পাবে।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরা জম্মু ও লাদাক-এ কেন্দ্রশাসিত প্রদেশের সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এবং কোম্পানিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা অর্জন করেছে।

জম্মু ও লাদাকের স্থায়ী বাসিন্দা মেয়েদের ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বিবাহ বন্ধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দপুর সাহিব চুক্তি কেন এতবেশি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল - আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৩) জম্মু ও কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ বিভাজন থেকে কীভাবে বহুমুখী আঞ্চলিক দবি উত্থাপন হতে পারে তা ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ঃ (৪) অসম আন্দোলন ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিফলন - উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ঃ (৫) অপারেশন ব্লু স্টার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৬) ৩৭০ নং ধারার বিরুদ্ধে সংখ্যারিষ্ট কাশ্মীরি জনগণের অবিযোগগুলি লেখো।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১২০ টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৫**

প্রশ্ন ঃ (১) সিকিম ভারতে অন্তর্ভূক্তি সম্পর্কে যা জানো আলোচনা করো।

উঃ- পূর্ব হিমালয়ের একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ি রাজ্য হল সিকিম। এর উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে নেপাল, দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বে ভুটান অবস্থিত। এর আয়তন ৭০৯৬ বর্গকিমি।

সিকিম কিভাবে ভারতর্ভুক্তি হলো সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল -

(ক) রাজা চোগীয়ালের রাজত্বকাল ঃ- ভারত স্বাধীনতার সময় সিকিম ছিল একটি আশ্রিত রাজ্য। সিকিমের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করতেন রাজা চোগীয়াল। কিন্তু সিকিমের প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক ছিল ভারত সরকার নিয়ন্ত্রিত।

(খ) কাজী লেহনদুপ দোরজি খঙসারপার ভূমিকা ঃ- কাজি লেহনদুপ দোরজি খঙসারপার ছিলেন সিকিমের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা। তাঁর গঠিত সিকিম জাতীয় কংগ্রেস দল ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে জয়লাভ করে। তারপর তিনি সিকিমকে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

(গ) সহযোগী রাজ্যের স্বীকৃতি ঃ- ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫তম সংশোধন করে পূর্বে আশ্রিয় রাজ্য সিকিমকে ভারতের সহযোগী রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত দেওয়া হয়। এছাড়া সিকিম থেকে সংসদের দুই কক্ষে দুই জন প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ করা হয়।

(ঘ) পূর্ণ রাজ্য সিকিম ঃ- ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫ তম সংশোধন করে সিকিমকে একটি পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা প্রদান করা হয়। ফলে ভারতের ২২ তম অঙ্গরাজ্য হিসাবে সিকিম স্বীকৃতি লাভ করে।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) পাঞ্জাব চুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত গুলি কী কী আলোচনা করো।

প্রশ্ন ঃ (৩) ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে উত্থাপিত আঞ্চলিক দাবি 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' নীতিকে প্রমাণিত করে - আলোচনা কর।

প্রশ্ন ঃ (৪) ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে লেখো।

নবম অধ্যায় ঃ ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

সারমর্ম ঃ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন কংগ্রেসি ব্যবস্থার যবনিকা পতন ঘটায়, যা ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক ঘটনাবলির মধ্যে অন্যতম আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত 'মন্ডল কমিশন' বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার রাজীব গান্ধি শুরু করলেও ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে নরসীমা রাও এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার বাবরি মস্‌জিদ ধ্বংসও বিতর্কের মাত্রা বৃদ্ধি করে। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে LTTE কর্তৃক রাজীব গান্ধি নিহত হওয়ার পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস দল স্বমহিমায় এককভাবে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেস দলের পরাজয়ে ভারতীয় দল ব্যবস্থায় এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতা পূরণে বহুদলীয় ব্যবস্থার যুগের সূচনা হয়। কেন্দ্রে জোটবদ্ধ রাজনীতির যুগের আরম্ভ হয় যেখানে আঞ্চলিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

১৯৮০ সালে গঠিত বি পি মন্ডলের নেতৃত্বে 'মন্ডল কমিশন' ১৯৯০ সালে তার সুপারিশ জানায়। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে চিহ্নিত করা, চাকুরি ক্ষেত্রে ২৭% সংরক্ষণ এবং ভূমি সংস্কারের মানোন্নয়ন প্রমুখ সুপারিশ করে কমিশন।

অযোধ্যাতে বাবরি মসজিদ ছিল মোঘল সম্রাট বাবরের নির্মিত ষোড়শ শতকের মসজিদ। কিছু হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন রামের জন্মভূমি হিসাবে সেখানে মন্দির ছিল, যা ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী হয়। এই বিবাদ বহু দশকের পুরানো। বি.জে.পি গণসমর্থন আদায়ের জন্য গুজরাটের সোমনাথ থেকে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা পর্যন্ত 'রথযাত্রা' নামে এক বিশাল র‍্যালি আয়োজন করে।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে সারা দেশ থেকে হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়ে মসজিদটিকে গুঁড়িয়ে দেন। অনেকে একে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেন।

২০০২ খ্রিস্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় ৫৭ জন হিন্দু করসেবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতো নারকীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজরাটে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। প্রচুর লোক নিহত হয়, অসংখ্য ব্যক্তি আহত হয়। অনেকের ঘরবাড়ি পুড়ানো হয়।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী পর্বকে কংগ্রেসের পতন এবং বিজেপির উত্থানের সময়কাল হিসাবে দেখা হয়। কংগ্রেস ও বিজেপির প্রাপ্ত মোট ভোট ৫০% এর বেশি হয়নি। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট ও বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের মধ্যে বিভক্ত ছিল।

২০০৪ খ্রিস্টাব্দে লোকসভা নির্বাচন কংগ্রেস দল বৃহত্তর আকারে জোটে প্রবেশ করে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন UPA (ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ এলায়েন্স) ক্ষমতায় আসে বামমোর্চার দলগুলির সমর্থন লাভ করে। এই নির্বাচনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এন.ডি.এ ও ইউ.পি.এ - এই দুই জোটের প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান ছিল খুব সামান্য। এই ভাবেই দল ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একদলীয় কর্তৃত্বের দিন ফুরিয়ে গিয়ে বর্তমানে বহুদলীয় ব্যবস্থার উৎপত্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান এবং বিজেপি দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ঘটনা (২০১৪ ও ২০১৯ লোকসভায় একক বৃহত্তম দল) ভারতীয় রাজনীতিতে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও ঃ- **মান - ১**

১) কবে মন্ডল কমিশন গঠিত হয়?

উঃ- ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মন্ডল কমিশন গঠিত হয়।

২) NDA জোট সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

উঃ- NDA জোট সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন - অটল বিহারী বাজপেয়ী।

৩) কার নেতৃত্বে মন্ডল কমিশন গঠিত হয়?

৪) কত সালে মন্ডল কমিশন রিপোর্ট পেশ করে?

৫) বি পি মন্ডল কোন্ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন?

৬) মন্ডল কমিশনের প্রতিবেদন কার আমলে বাস্তবায়িত হয়?

৭) মন্ডল কমিশন OBC-দের জন্য কত শতাংশ সংরক্ষণের কথা বলেন?

৮) কবে ভারতে নতুন অর্থনৈতিক নীতি সূচনা হয়?

৯) কোন্ প্রধানমন্ত্রীর সময় নতুন অর্থনৈতিক নীতি চালু হয়?

১০) BSP দলের সমর্থনের ভিত্তি কি ছিল?

১১) BSP দলের প্রতিষ্ঠাতা কে?

১২) ভারতীয় জনতা পার্টি কবে গঠিত হয়?

১৩) কার নেতৃত্বে কেন্দ্রে প্রথম সংখ্যালঘু সরকার গঠিত হয়?

১৪) কবে শিখ বিরোধী দাঙ্গা হয়?

১৫) কাঠামোগত অভিযোজন মূলক **কর্মসূচি** কী?

সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ **মান - ১**

১) মন্ডল কমিশন গঠিত হয় সংবিধানের -

(ক) ৩২০ নং ধারায়, (খ) ৩৩০ নং ধারায়, (গ) ৩৪০ নং ধারায়, (ঘ) ৩৫০ নং ধারায়।

উঃ- মন্ডল কমিশন গঠিত হয় সংবিধানের ৩৩০ নং ধারায়।

২) 'BAMCHEF' গঠিত হয় -

(ক) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে।

উঃ- 'BAMCEF' গঠিত হয় - ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে।

৩) রামমন্দির নির্মাণের সঙ্গে জড়িত -

(ক) কর প্রদান, (খ) কর আদায়, (গ) কর সেবা, (ঘ) কর আরোপ।

৪) নয়া অর্থনৈতিক সংস্কারের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন -

(ক) নরসিমা রাও, (খ) জওহরলাল নেহেরু, (গ) ইন্দিরা গান্ধি, (ঘ) রাজীব গান্ধি।

৫) 'Hindu Pad Padshahi' - গ্রন্থের লেখক -

(ক) জয়প্রকাশ নারায়ণ, (খ) বিনায়ক দামোদর সাভারকর,

(গ) নরেন্দ্র দেব, (গ) অতুল প্রসাদ।

৬) গুজরাট দাঙ্গার সূত্রপাত -

(ক) ২০০২ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ২০০০ খ্রিস্টাব্দে।

মানচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ **মান - ১**

১) ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হয় যে রাজ্যে।

২) বি পি মন্ডল যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

৩) BSP-বড় রাজনৈতিক খেলোয়ার হিসাবে দেখা যায় যে রাজ্যে।

৪) রাম মন্দির নির্মাণ হবে যে রাজ্যে।

৫) বাবরি মস্‌জিদ অবস্থিত যে রাজ্যে।

৬) গোধরা রেল স্টেশনের অবস্থিত যে রাজ্যে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৮০ শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৪**

প্রশ্ন ঃ (১) নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুটি করে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল উল্লেখ করো।

উঃ- ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে শিল্প উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ও প্রায় অবাধ করার উদ্দেশ্যে ভারতে নয়া অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি ঘোষিত হয়।

ইতিবাচক ফলাফল ঃ

(ক) অসাম্য দূরীকরণ ঃ- নয়া অর্থনৈতিক নীতিতে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও স্বনিযুক্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধির ফলে সমাজে অসাম্য দূরীভূত হয়েছে।

(খ) উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ- বহুজাতিক কোম্পানি গুলি ভারতে প্রযুক্তি হস্তান্তর, বাজার ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথা তুলে নেওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

নেতিবাচক ফলাফল ঃ-

(ক) বেকারি বৃদ্ধি পায় ঃ- নয়া অর্থনৈতিক নীতিতে বৃহদায়তন শিল্প ও যন্ত্রের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে উৎপাদন কার্যে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পায়। তাছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই ও নতুন শ্রমিক নিযুক্তি না পাওয়ায় বেকারি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) বেসরকারিকরণ ঃ- নয়া অর্থনৈতিক নীতি বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করে। যাদের উদ্দেশ্য হল মুনাফা আদায়, পরিসেবামুখী নয়। ফলে জনজীবনে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) জোট রাজনীতির নয়া পর্বে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে মতাদর্শ নয়, জোট-ই বড়ো কথা - তোমার মতামত দাও।

প্রশ্ন ঃ (৩) ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের প্রয়োজনীয়তা **লেখো**।।

প্রশ্ন ঃ (৪) ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান সমস্যাগুলো আলোচনা **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৫) জোট সরকার ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে - যুক্তি দেখাও।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১২০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **মান - ৫**

প্রশ্ন ঃ (১) **১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে** ঘোষিত নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার নীতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা **করো**।

উঃ- **১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে** ভারতে নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং এর হাত ধরে নয়া অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি পথ চলা শুরু করে।

নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল -

(ক) বানিজ্য নীতির পরিবর্তন ঃ- আমদানিতে পরিমাণগত বাধানিষেধ তুলে দেওয়া হয় পরিকাঠামোগত সংস্কারের ফলে। রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সংস্কার সাধন করা হয় শুল্কমুক্ত বানিজ্যের উদ্দেশ্যে।

(খ) বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঃ- বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সরাসরি **৫১** শতাংশ পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে ৪৮টি অগ্রাধিকারভুক্ত শিল্পে। এছাড়া মুলধনী দ্রব্য ও ধাতু বিষয়ক শিল্পে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন ইত্যাদি শিল্পে সরাসরি বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(গ) বেসরকারি উদ্যোগ ঃ- বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য **২০০১ খ্রিস্টাব্দ** পর্যন্ত কয়লা ও লিগনাইট, খনিজ তেল, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্ষেত্রকেও মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ভারতে। এককথায়, সরকারি ক্ষেত্রের সংকোচন করে বেসরকারি উদ্যোগ স্বাগত জানানো হয়।

(ঘ) আর্থিক নীতি পরিবর্তন ঃ- বেসরকারি ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের ব্যাঙ্ক খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়, ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ লাইসেন্স প্রথার **উদারীকরণের** ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া দূর্বল রাষ্ট্রায়ও ব্যাঙ্ককে সাহায্য প্রদানের কথা বলা হয়।

(ঙ) পরিকাঠামো উন্নয়ণ ঃ- বেসরকারি টেলিকম ব্যবস্থা চালু, জাতীয় সড়ক গুলিতে কর সংগ্রহ, দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, কোলকাতাকে নিয়ে 'স্বর্ণ চুতুর্ভুজ' এবং পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ করিডর গঠনের পরিকল্পনা হয়।

নিজে করো ঃ

প্রশ্ন ঃ (২) ১৯৮৯ সালের পরে ভারতীয় রাজনীতির প্রধান বিষয় গুলি উল্লেখ করো। রাজনৈতিক দলের কী কী বিষয় এই পার্থক্যের জন্য দায়ী? ২+৩

প্রশ্ন ঃ (৩) জরুরি অবস্থার পর ভারতীয় রাজনীতিতে বি.জে.পি দলের আবির্ভাবের ঘটনাবলী বিবৃত **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৪) ভারতে দল ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানে দ্বিদলীয় না বহুদলীয় কাম্য - মতামত দাও।

প্রশ্ন ঃ (৫) মন্ডল কমিশনের সুপারিশ সমূহ উল্লেখ **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৬) ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার কারন সমূহ আলোচনা **করো**।

প্রশ্ন ঃ (৭) আশির দশকের শেষের দিকে ভারতীয় রাজনীতিতে সংগঠিত ৫টি পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করো।

আদর্শ প্রশ্নপত্র — ১

দ্বাদশ শ্রেণী

বিষয় ঃ- রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সময় : ৩ ঘন্টা মোট নম্বর ঃ ৮০

বিভাগ - ক প্রতিটি প্রশ্নমান - ১

I) নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও ঃ ১×১৫=১৫

১) ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্জেট দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে কে 'পাইভ পয়েন্ট' প্রস্তাব পেশ করেন?

২) জমি চাই, রুটি চাই - কোন বিপ্লবের স্লোগান?

৩) আমেরিকা কর্তৃক জাপানে নিক্ষেপ করা পারমাণবিক বোমা দুটির সাংকেতিক নাম কি ছিল?

৪) কে বাগদাদ কসাই নামে পরিচিত?

৫) ASEAN -এর সম্পূর্ণ নাম লেখো?

৬) ইউরোপীয় ইউনিয়নের মূল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কত ছিল?

৭) সার্কের প্রধান রূপকার কে ছিলেন?

৮) পট্টি শ্রীরামালু কোন্ রাজ্য গঠনের দাবিতে অনশন করেন?

৯) সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল কি ছিল?

১০) ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

১১) ভারতের কোন্ প্রধানমন্ত্রী পঞ্চশীল নীতির উদ্ভাবক ছিলেন?

১২) No first use Policy কী?

১৩) Foreign Policy of India গ্রন্থের লেখক কে?

১৪) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির জনপ্রিয় স্লোগান কী ছিল?

১৫) কাকে আধুনিক কর্ণাটকের স্থপতি বলা হয়?

II) সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ ১×৫=৫

১৬) ঠান্ডা যুদ্ধ শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন -

(ক) স্তালিন, (খ) জর্জ কেন্নান, (গ) বার্নাড বারুচ, (ঘ) উড্রো উইলসন।

১৭) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ নেতা ছিলেন -

(ক) গর্বাচেভ, (খ) লেনিন, (গ) স্তালিন, (ঘ) ক্রুশ্চেৎ।

১৮) ইরাক কুয়েত আক্রমণ করে -

(ক) ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ, (খ) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ, (গ) ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ, (ঘ) ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

১৯) রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয় -

(ক) ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ, (খ) ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ, (গ) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ, (ঘ) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ।

২০) এম এস স্বামীনাথন ছিলেন -

(ক) শ্বেত বিপ্লবের জনক, (খ) সবুজ বিপ্লবের জনক,

(গ) লোহিত বিপ্লবের জনক, (ঘ) রুশ বিপ্লবের জনক।

বিভাগ - খ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৪০টি শব্দের মধ্যে) :- **২×৩ = ৬**

২১) একমেরুতা বলতে কী বোঝায় ?

২২) আসিয়ান +3 কী ?

২৩) রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের দুটি সুপরিশ লেখো।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর (১০০টি শব্দের মধ্যে) দাও ঃ **৪×৪ = ১৬**

২৪) ঠান্ডাযুদ্ধ অস্ত্র **প্রতিযোগিতা** ও অস্ত্র **নিয়ন্ত্রণ** এই দুটোকে জন্ম দিয়েছে- এর পেছনে কারণ কী ছিল?

২৫) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভাজনের কারণ কী ছিল?

২৬) ভারতের পারমাণবিক নীতির **প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো** উল্লেখ **করো** ?

২৭) দলাই লামার ভারতে আশ্রয়ের কারণ লেখো।

অথবা

রাশিয়ার অর্থনীতির উপর অভিঘাত থেরাপির ফলাফল **লিখো** ?

বিভাগ - গ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৪

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১২০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **৫×৪=২০**

২৮) বর্তমানে আমেরিকার একক কর্তৃত্বের সামনে প্রতিবন্ধকতাগুলি কি কি আলোচনা **করো** ?

অথবা

রাজন্য শাসিত প্রদেশগুলি সংযুক্তিকরণের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি উল্লেখ করো।

২৯) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসিয়ান এর প্রভাব আলোচনা **করো**।

অথবা

ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশে প্রথম সাধারন নির্বাচনের ভূমিকা আলোচনা **করো**।

৩০) বিশ্ব রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে চিন-ভারত সম্পর্কে আলোচনা **করো**।

অথবা

নীতি আয়োগের কার্যাবলী আলোচনা **করো**।

৩১) মানচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

প্রদত্ত ভারতের মানচিত্রে (I-V) চিহ্নিত স্থানগুলিকে নির্দেশ অনুযায়ী সনাক্ত করে নাম লেখো।

(i) ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দে যে অঙ্গরাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে **পরিণত** হয়।

(ii) ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজ্যে প্রথম ৩৫৬ নং ধারা প্রয়োগ হয়।

(iii) Indian Statistical Institute - যে রাজ্যে অবস্থিত।

(iv) ভাকড়া নাঙ্গাল প্রকল্প যে রাজ্যে অবস্থিত।

(v) মোরারজি দেশাই যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

বিভাগ - ঙ প্রতিটি প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৬

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **৬×৩=১৮**

৩২) ঠান্ডা যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা করো।

অথবা

বর্তমানে নির্জোট আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করো।

৩৩) ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার কারণগুলি আলোচনা করো।

অথবা

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্বিমেরুতা বলতে কী বোঝ? দ্বিমেরুতার অবসানের কারণগুলি আলোচনা করো।

৩৪) সিন্ডিকেট কথার অর্থ কী? সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর ভূমিকা কি ছিল?

অথবা

প্রিভি পার্স কী? কেন ভারত সরকার এটি বিলোপ সাধন করেছে?

আদর্শ প্রশ্নপত্র — ২

দ্বাদশ শ্রেনী

বিষয় ঃ- রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সময় : ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট **মোট নম্বর ঃ ৮০**

বিভাগ - ক প্রতিটি প্রশ্নমান - ১

I) নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও ঃ **১×১৫=১৫**

১) সোভিয়েত ইউনিয়নের সংসদের নাম কী ছিল?

২) দ্বাদশ নির্জোট শীর্ষ সম্মেলনের উদ্ভোদক কে ছিলেন?

৩) কবে টুইন টাওয়ারের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়?

৪) সিভিল নিউক্লিয়ার এগ্রিমেন্ট (২০১৬) কাদের মধ্যে হয়?

৫) সার্ক-এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৬) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানব জাতিকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়, বরং নরক থেকে রক্ষা করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে - এই উক্তিটি কে করেছেন?

৭) 'A Train to Pakistan' - গ্রন্থের লেখক কে?

৮) একদলীয় আধিপত্যের কারণ কী?

৯) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র সদর দপ্তর কোথায়?

১০) 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ'- কার জনপ্রিয় স্লোগান?

১১) ভারতের কোন্ রাজ্যে তপশিলি উপজাতি লোক বেশি বসবাস করে?

১২) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত ও চিনের মধ্যে কোন্ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

১৩) ভারতে প্রথম কবে রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরি অবস্থা (৩৫২ নং ধারা) জারি করেন?

১৪) দলিত প্যানথার কী?

১৫) দক্ষিণ ভারতের কোন্ রাজ্যে হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়?

II) সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ **১×৫=৫**

১৬) G-7 গোষ্ঠীতে এশিয়াভুক্ত দেশ হল -

(ক) ভারত, (খ) জাপান, (গ) চিন, (ঘ) সিঙ্গাপুর।

১৭) সার্কের পর্যবেক্ষক হিসাবে নির্বাচিত দেশ -

(ক) কোরিয়া এবং চিন, (খ) রাশিয়া এবং চিন,

(গ) জাপান এবং চিন, (গ) থাইল্যান্ড এবং ইন্দুনেশিয়া।

১৮) ভারতের শ্বেত বিপ্লবের জনক -

(ক) জওহরলাল নেহেরু, (খ) ভার্গিস কুরিয়েন,

(গ) মনমোহন সিং, (ঘ) প্রশান্ত মহালানবিশ।

১৯) ভারত কিউটো প্রটোকল স্বাক্ষর করে -

(ক) ২০০০ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ২০০১ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ২০০২ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে।

২০) পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো হয় -

(ক) নারোরা-এ, (খ) কালাপাক্কাম-এ, (গ) তারাপুর-এ, (ঘ) পোখরান-এ।

বিভাগ - খ প্রতিটিপ্রশ্নের মান - ২

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৪০টি শব্দের মধ্যে) **২×৩=৬**

২১) একচেটিয়া কর্তৃত্ব বলতে কী বোঝায়?

২২) সাইবার অপরাধ কাকে বলে?

২৩) নীতি আয়োগ বলতে কী বোঝ?

বিভাগ - গ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৪

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১০০টি শব্দের মধ্যে) **৪×৪=১৬**

২৪) শক্তিধর রাষ্ট্রজোটে জোট রাষ্ট্রগুলির অন্তর্ভুক্তির কারণ লেখো।

অথবা

রাশিয়ার অর্থনীতির উপর অভিঘাত থেরাপির ফলাফল লেখো।

২৫) রিও-সম্মেলনের ফলাফল আলোচনা করো।

অথবা

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি বিদ্যার ভূমিকা লেখো।

২৬) ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের উদ্ভবের কারণ লেখো।

অথবা

অন্ধ্রপ্রদেশের 'এরাক' বিরোধী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা লেখো।

২৭) ভারতের বিদেশ নীতির প্রধান চারটি নীতি আলোচনা করো।

অথবা

অসম আন্দোলন ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধীকার ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিফলন - ব্যাখ্যা করো। ২+২

বিভাগ - ঘ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১২০ থেকে ১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **৫×৪=২০**

২৮) বর্তমানে মার্কিন একক কতৃর্ত্বের সামনে প্রতিবন্ধকতাগুলি কী কী আলোচনা করো।

অথবা

বিশ্ব রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে চিন-ভারত সম্পর্ক আলোচনা করো।

২৯) ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ভূমিকা আলোচনা করো।

অথবা

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাজ কী ছিল? কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশ কী ছিল।

৩০) নর্মদা উপত্যকার বাঁধ নির্মানের প্রকল্পের **বিরোধিতার কারণগুলি** কী কী আলোচনা **করো।**
অথবা
ভারতের দল ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানে দ্বিদলীয় নাকি বহুদলীয় ব্যবস্থা কাম্য? - তোমার মতামত দাও।

৩১) মানচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ প্রদত্ত ভারতের মানচিত্রে (I-V) চিহ্নিত স্থানগুলিকে নির্দেশ অনুযায়ী শনাক্ত করে নাম লেখো।
(i) **ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য।**
(ii) **আকালি দল রয়েছে যে রাজ্যে।**
(iii) **১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ২১ জানুয়ারী যে রাজ্য পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়।**
(iv) **পূর্ব ভারতের নকশাল অধ্যুষিত রাজ্য।**
(v) **বি. পি. মন্ডল যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।**

বিভাগ - ঙ

প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৬

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটিট ১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **৬×৩=১৮**

৩২) **ঠাণ্ডাযুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা করো।**
অথবা
বর্তমান সময়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো।

৩৩) **সাধারণসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করো।**
অথবা
নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করো।

৩৪) **নকশাল আন্দোলন কি? এই আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করো।**
অথবা
প্রিভি পার্স কী? কেন ভারত সরকার এটি বিলোপ সাধন করেছে?

আদর্শ প্রশ্নপত্র — ৩

দ্বাদশ শ্রেণি

বিষয় ঃ- রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সময় : ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট **মোট নম্বর ঃ ৮০**

বিভাগ - ক প্রতিটি প্রশ্নমান - ১

(I) নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূনণ বাক্যে উত্তর দাও ঃ **১×১৫=১৫**

১) সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রচলিত মুদ্রার নাম কী?

২) দাঁতাত নীতির প্রবক্তা কে?

৩) কে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধকে 'ইতিহাসের সেরা যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছেন?

৪) ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোন্ চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৫) কবে নেপালের সংবিধান রচিত ও কার্যকরী হয়?

৬) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

৭) ভারত এবং চিনের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা কী নামে পরিচিত?

৮) UNEP - সম্পূর্ন নাম লিখো ?

৯) 'জিন্দানামা' গ্রন্থের লেখক কে?

১০) ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনারের নাম কী ছিল?

১১) No first use Policy - কী?

১২) বাংলাদেশ স্বাধীনতার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

১৩) জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন্ অধিকার হরণ করা হয়?

১৪) কবে তথ্যের অধিকার আইন পাশ হয়?

১৫) ভারতের কোন্ অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার?

II) সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ **১×৫=৫**

১৬) ASEAN -এর রজত জয়ন্তী পালিত হয় -

(ক) লাহোরে, (খ) দিল্লিতে, (গ) জাকার্তায়, (ঘ) কাঠমান্ডুতে।

১৭) সার্ক-এর প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল -

(ক) আবুল আহসান, (খ) জিয়াউর রহমান, (গ) মুজিবর রহমান, (ঘ) শেখ হাসিনা।

১৮) ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে কিয়োটো প্রটোকল বয়কট করে -

(ক) ব্রিটেন, (খ) ভারত, (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (ঘ) পাকিস্তান।

১৯) ভারতে ১৯৬০-এর দশকে চরম খাদ্য সংকট ছিল -

(ক) দিল্লিতে, (খ) বিহারে, (গ) ত্রিপুরায়, (ঘ) মহারাষ্ট্রে।

২০) দলাই লামা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন -

(ক) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) কোনটিই নয়।

বিভাগ - খ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ৪০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **২×৩=৬**

২১) পররাষ্ট্রনীতি বলতে কী বোঝ?

২২) আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডরের দুটি কাজ লেখো।

২৩) শ্বেত বিপ্লব কাকে বলে?

বিভাগ - গ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৪

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১০০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **৪×৪=১৬**

২৪) কিউবা সংকটের ফলাফল লেখো।

অথবা

সোভিয়েত পতনের জন্য গর্বাচেভ কতখানি দায়ী লেখো।

২৫) কেন বিশ্ব পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়গুলি রাষ্ট্রসমূহ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

অথবা

ভারতের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব ছিল।

২৬) ভারতের পারমাণবিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

অথবা

সংবিধানের ৩৭০ নং ধারার সাম্প্রতিক অবস্থান সম্পর্কে লেখো।

২৭) জোট সরকার ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে- যুক্তি দাও।

অথবা

সামাজিক আন্দোলন গুলি কি গণতন্ত্রের সহায়ক? পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি করে যুক্তি দাও।

বিভাগ - ঘ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১২০টি শব্দের মধ্যে) ঃ **৫×৪=২০**

২৮) আমেরিকার একক কর্তৃত্বকে কী কী ভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব- আলোচনা করো।

অথবা

কীভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রভাবশালী আঞ্চলিক সংগঠনে পরিনত হয় আলোচনা করো।

২৯) ভারতবর্ষে ভোটদান পদ্ধতির বিবর্তনের সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করো।

অথবা

রাজন্য শাসিত প্রদেশ ভারতরাষ্ট্রে সংযুক্তিকরণের পথে কী কী বাঁধা ছিল আলোচনা করো।

৩০) নীতি আয়োগের কার্যাবলী আলোচনা করো।

অথবা

মন্ডল কমিশনের সুপারিশ সমূহ আলোচনা করো।

৩১) মানচিত্র ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ প্রদত্ত ভারতের মানচিত্রে (I-V) চিহ্নিত স্থান গুলিকে নির্দেশ অনুযায়ী শনাক্ত করে নাম

লেখো।

(I) রাজন্য শাসিত রাজ্য হায়দ্রাবাদ।

(II) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ২১ জানুয়ারি যে রাজ্য পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়।

(III) আকালি দল রয়েছে যে রাজ্যে।

(IV) নব-নির্মাণ আন্দোলন হয় যে রাজ্য।

(V) ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ শাসন থেকে মুক্ত হয়।

বিভাগ - ঙ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৬

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি ১৫০ টি শব্দের মধ্যে) ঃ **৬×৩=১৮**

৩২) নির্জোট আন্দোলন ঠান্ডাযুদ্ধের সময় তৃতীয় বিশ্বের বিকাশে সাহায্য করেছিল - আলোচনা করো।

অথবা

দ্বিতীয় বিশ্বের পতনের পর ভারতের বিদেশনীতি পরিবর্তন জরুরি ছিল - পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৩৩) নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন লাভের ব্যাপারে ভারতের দাবির প্রতি তোমার সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

অথবা

পরিবেশ বিপর্যয় মানে নিরাপত্তার প্রতি হুমকি - তোমার মতামত দাও।

৩৪) প্রিভিপার্স কী? কেন ভারত সরকার এটি বিলোপ সাধন করেছে আলোচনা করো।

অথবা

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বিরোধী দল কিভাবে ক্ষমতায় আসে- আলোচনা করো।